বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বাংলা সাহিত্য

চর্যাপদ - প্রাচীন যুগ

- চর্যাপদের মোট কবিতা - ৫১ টি। মোট পদকর্তা - ২৪ জন।
- উদ্ধারকৃত পদের সংখ্যা - সাড়ে ছেচল্লিশটি। (২৪, ২৫, ৪৮,২৩)- এই চারটি পদ পাওয়া যায়নি।
- ২৩ নং পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে। প্রথম ছয় লাইন পাওয়া গেছে। পরের চার লাইন পাওয়া যায় নাই।
- চর্যাপদ টীকা আকারে ব্যাখ্যা করেন - মুনিদত্ত।
- ১৯৩৮ সালে ড. প্রবোধ চন্দ্র বাগচী আবিষ্কার করে টীকা।
- ১১নং পদটি টীকাকার কর্তৃক ব্যাখ্যা হয়নি।
- চর্যাপদের কথা প্রথম প্রকাশ করে - রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র "Sanskit Buddhist Literature in Nepal " গ্রন্থে - ১৮৮২ সালে।
- ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চর্যাপদের ভাষা নিয়ে তার " The Origin and Development of Bengali Language " - গ্রন্থে আলোচনা করেন - ১৯২৬ সালে।
- চর্যাপদের ধর্ম নিয়ে আলোচনা করেন - ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ - ১৯২৭ সালে।
- ১৯৪৬ সালে ড. শশিভূষন দাসগুপ্ত চর্যাগীতির অন্তর্নিহিত তত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রদান করেন।
- চর্যাপদে মোট ৬ টি প্রবাদ বাক্য রয়েছে।
- চর্যাপদের রচনাকাল - ৯৫০ সাল থেকে ১২০০ সাল পর্যন্ত।
- চর্যাপদের তিব্বতি অনুবাদ প্রকাশ করে - ড. প্রবোধচন্দ্র বাগচী - ১৯৩৮ সালে।
- চর্যাপদ হল পালযুগের নিদর্শন।
- চর্যাপদে পূর্ব ভারতের মানুষের জীবনচিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।
- কাহ্ন পা -১৩ টি পদ রচনা করে - (সব থেকে বেশি পদ)।
- ভুসুকু পা - ৮ টি পদ। সরহপা- ৪ টি।
- ২৪ নং যে পদটি পাওয়া যায় নি তা - কাহ্ন পার পদ।
- ২৫ নং যে পদটি পাওয়া যায়নি তা - তন্ত্রীপা।
- ৪৮ নং যে পদটি পাওয়া যায়নি তা - কুক্কুরি পা।
- ২৩ নং যে পদটি খন্ডিত আকারে পাওয়া গেছে - ভুসুকু পা।
- চৌদিস শব্দের অর্থ - চারদিক।

CamScanner

- লুইপার জন্মস্থান - উড়িষ্যায়। তিনি চর্যাপদের আদিকবি।
- ভুসুকু পার প্রকৃত নাম - শান্তিদেব। তিনি মহারাষ্ট্রের রাজপুত ছিলেন।
- কুক্কুরি পা তিব্বতি অঞ্চলের লোক ছিলেন। তিনি মহিলা কবি ছিলেন।
- শবরপার একটি পদে নর-নারীর অপূর্ব প্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে।
- ভুসুকপা নিজেকে বাঙ্গালী কবি বলে দাবি করছে।
- আপনা মাংসে হরিনা বৈরী – হরিন নিজেই নিজের শত্রু।
- শবরীপা ভাগীরথী নদীর তীরে বাস করতেন।
- ঢেন্ডনপা পেশায় একজন তাতী ছিলেন।
- লুইপার সংস্কৃতগ্রন্থ ৫ টি। যথাঃ- ১। অভিসময় বিভঙ্গ, ২। বজ্রস্বত্ব সাধন, ৩। বুদ্ধোদয়, ৪। ভগবদাভসার, ৫। তত্ত্ব সভাব।
- শবরপা গুরু ছিলেন - লুইপার। শবরপার গুরু – নাগার্জুন।
- কাহ্নপা গুরু ছিলেন – ধর্মপা।
- ৪৯ নং পদে পদ্মা খালের নাম আছে। বাঙ্গালদেশ ও বঙ্গালীর কমা আছে।
- শবরপা সংস্কৃত ও অপভ্রংশ নিলে ১৬ টি গ্রন্থ লিখেছে।
- ডোম্বীপা ত্রিপুরা রাজ্যের রাজা ছিলেন। ১৪ সংখ্যা পদ তিনি লিখেছেন।
- বাংলা সাহিত্যের কথা- ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ - ১৯৬৩ইং সাল ।
- ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লার মতে প্রাচীনতম চর্যাকর – শবরপা এবং আধুনিক তম সরহ যা তুনুক।
- লাড়িডোম্বী কোন পদ পাওয়া যায়নি।
- সহজিয়া হল সহজযান পন্থী অর্থাৎ স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থয় সাধন। সমস্ত সত্যই দেহের মধ্যে অবস্থিত, যেই সত্যই সহজ।
- অষ্টম শতাব্দিতে ব্রাহ্মীলিপি থেকে পশ্চিম লিপি,পূর্ব লিপি ও মধ্যভারতীয় লিপির শাখা সৃষ্টি হয়।
- খরোষ্ঠী লিপি ডান দিক দিয়ে লেখা হয়।
- বাংলা লিপির গঠন কাজ শুরু হয় সেন যুগে,আর শেষ হয় পাঠান আমলে।
- উপমহাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৪৯৮ সালে গোয়ায়।
- ১৭৭৮ সালে হুগলিতে প্রথম বাংলা ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়।প্রতিষ্ঠাতা-চার্লস উইকিন্স।বাংলা অক্ষর খোদাই করেন পঞ্চানন কর্মকার।

CamScanner

- শ্রীরামপুর মিশন ছাপাখানা-১৮০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- বাংলাদেশের প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৮৪৭ সালে,বার্তাবহ যন্ত্র (রংপুর)।
- ঢাকায় প্রথম ছাপাখানা হয়- ১৮৬০ সালে,বাংলা প্রেস।এখান থেকে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ "নীল দর্পণ"।
- বাংলা মুদ্রণ অক্ষরের জনক-চার্লস উইকিন্স
- বাংলা মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার হয়-১৮০০ সালে,শ্রীরামপুর মিশন থেকে।

অন্ধকার যুগ

- বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ-১২০১-১৩৫০(তুর্কি যুগ)
- মগের মুল্লুগ-অরাজক দেশ।তুর্কি নাচন-নাজেহাল অবস্হা
- রামাই পন্ডিত রচিত শূণ্য পুরাণ, বিশ্বকোষ প্রণেতা নগেন্দ্রনাথ বসু সংগ্রহ করে বাংলা ১৩১৪ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশ করে।শূণ্যপুরাণে ৫১ টি অধ্যায় ছিলো।
- গদ্য ও পদ্য মিশ্রিত কাব্যকে "চম্পুকাব্য" বলে।শূণ্যপুরাণ একটি চম্পুকাব্য।
- সেক শুভোদয়া গ্রন্থকে "Dog Sonskrit" বলেছেন ড.সুনীতিকুমার চট্রোপাধ্যায়।এ গ্রন্থে মোট ২৫ টি অধ্যায় ছিলো।
- মধ্যযুগে রচিত বাংলা ভাষার প্রথম কাব্যগ্রন্থ"শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।এটি বাংলায় কোনো লেখকের একক কাব্যগ্রন্থ।এটি রচনা করেছেন বড়ু চন্ডীদাস।
- ১৯০৯ সালে/বাংলা ১৩১৬ সালে বসন্তরঞ্জন বাকুড়ার কালিল্যা গ্রামে দেবেন্দনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গ্রন্থটি আবিষ্কার করেন।এ গ্রন্থে মোট ১৩ টি খন্ড রয়েছে।
- মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যধারা সবচেয়ে সমৃদ্ধ।
- মধ্যযুগপর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ধর্মকেন্দ্রিকতা।
- "কানু ছাড়া গীত নাই"- এটি মধ্যযুগের সত্য।কানু কৃষ্ণ।
- বৈষ্ণব সাহিত্য তিন প্রকার।যথা- ১) জীবম সাহিত্য ২) বৈষ্ণব শাস্ত্র ৩) পদাবলী।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবন সাহিত্য শ্রীচৈতন্যদেবের
- শ্রীচৈতন্যদেবের প্রথম জীবন গ্রন্থ বৃন্দাবন দাস রচিত-চৈতন্য ভাগবত
- চৈতন্যদেবের দ্বিতীয় জীবন গ্রন্থ লোচন দাসের-চৈতন্য মঙ্গল
- সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল চৈতন্যজীবনী কৃষ্ণদাস কবিরাজের- চৈতন্য চরিতামৃত-(১৯৬৫)

CS CamScanner

- কড়চা বলতে বুঝায় দিনলিপি বা ডায়রী
- একটানা নির্দিষ্ট স্তরে একটি পদ গান করলে তাকে ধুয়া বলে।
- গৌরলীলার পদকে গৌরচন্দ্রিকা বলে।
- গৌরচন্দ্রিকার শ্রেষ্ঠ পদকর্তা গোবিন্দ দাস।
- বাঙালি কবি জয়দেবকে বৈষ্ণব পদাবলির প্রথম পদকর্তা বলা হয়।
- রবিকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে রচিত গীতাগোবিন্দম কাব্যটি বৈষ্ণব পদাবলির- আদি নিদর্শন। এটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা।
- মিথিলার রাজসভার কবি বিদ্যাপতিকে -মিথিলার কোকিল বলা হয়।
- পূর্বরাগ হলো-মিলনের পূর্বের দর্শন,নাম শ্রবণ,প্রভৃতি দ্বারা নায়ক-নায়িকার মনে পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মে।পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা-চণ্ডীদাস।
- বৈষ্ণব পদাবলীতে ৮ প্রকার অভিসারের কথা বলা আছে।
- শ্রী চৈতন্যদেব ১৪৮৬ সালে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন।আর ১৫৫৩ সালে পুরীতে মৃত্যুবরণ করেন।
- পদ বা পদাবলি বলতে বুঝায়- বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবীয় ধর্মের গুড় বিষয়ের বিশেষ সৃষ্টি।
- ব্রজবুলি অর্থ - ব্রজের বুলি বা ব্রজের ভাষা।এটি মিথীলার উপভাষা।মৈথিলা এবং বাংলা ভাষার সংমিশ্রণে এই ভাষার সৃষ্টি। বিদ্যাপতি এই ভাষার প্রধান কবি।
- বাংলা ভাষার বৈষ্ণব পদাবলির আদি রচয়িতা হলো-কবি দ্বিজ চণ্ডীদাস।
- কৃত্তিবাস হলো বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম কবি।তার এবং বাংলা সাহিত্যের প্রথম অনুবাদ কাব্য- রামায়ণ।
- মালাধর বসুর লেখা "শ্রীকৃষ্ণবিজয়" মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় অনুবাদ গ্রন্থ।
- প্রথম মহিলা কবি হিসেবে রামায়ণ অনুবাদ করেন- চন্দ্রাবতী
- বাংলাদেশের গীতিকা সাহিত্য ৩ ধরনের -১.নাথ গীতিকা ২. মৈনমনসিংহ গীতিকা ৩. পূর্ববঙ্গ গীতিকা
- ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহে ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় "চন্দ্রকুমার দে " গীতিকা সংগ্রহ করেন।
- মৈমনসিংহ গীতিকা রচিত - ২৩ টি ভাষায়
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থের রচয়িতা - দীনেশচন্দ্র সেন।
- "মৈমনসিংহ গীতিকা" প্রকাশ পায়- ১৯২৩ সালে
- মৈমনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হয় - কেদারনাথ সম্পাদিত "সৌরভ " পত্রিকায়
- মহুয়া পালার প্রধান চরিত্র " মহুয়া, নদের চাঁদ, হুমরা বেঁদে, সাধু।
- দেওয়ানা মদিনার কয়েকটি চরিত্র হচ্ছে : আলাল, দুলাল, মদিনা।

CS CamScanner

- দেওয়ানা মদিনা পালার অন্য নাম : আলাল- দুলাল পালা।
- মধ্যযুগের কবি আব্দুল হাকিমের ৫টি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়।
- "বঙ্গবাণী" কবিতাটি আব্দুল হাকিমের "নূরনামা" কাব্য থেকে নেয়া হয়েছে।
- তোষি শব্দের অর্থ : সন্তোষ সাধন করি
- দেশি ভাষা বুঝিতে ললাটে পুড়ে ভাগ - "ভাগ " বলতে ভাগ্য কে বুঝানো হয়েছে।
- তেয়াগী এবং লিখয়ে অর্থ : ত্যাগ করে এবং লেখা হয়।
- মাতাপিতামহ ক্রমে বতে বসতি - উক্তিটি দ্বারা বংশানুক্রমে বা পুরুষানুক্রমে বাংলাদেশে বসবাসের কথা বলা হয়েছে।
- মঙ্গল কাব্যের প্রধান শাখা তিনটি। ১.মনসামঙ্গল ২.চণ্ডীমঙ্গল ৩.অন্নদামঙ্গল ।
- বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে মঙ্গল কাব্য দুই প্রকার।
- একটি সম্পূর্ন মঙ্গলকাব্যে ৫ টি অংশ্য থাকে।
- মঙ্গলকাব্যর ৬২ জন কবির সন্ধান পাওয়া যায়।
- কবি নারায়ন দেবের উপাধি ছিলে সুকবি বল্লভ।তার কাব্যের নাম পদ্মপুরাণ।
- চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দ্বিজেমাধবকে স্বভাবকবি বলা হয়।
- ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী।
- বাইশা বলতে বাইশজন কবিরচিত মনসামঙ্গলে বিভিন্ন অংশকে বুঝায়।
- বিপন্ন নায়ক-নায়িকা চৌত্রিশ অক্ষরে ইষ্ট দেবতার যে স্তব রচনা করে তাকে বলে চৌতিশা।
- ধর্মমঙ্গল কাব্য দুটি পালায় বিভক্ত।হরিচন্দের গল্প এবং লাউ সেনের গল্প।
- মনসা মঙ্গল কাব্যর অপর নাম -পদ্মাপুরণ চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবি মানিক দত্ত।
- চতুর্দশ শতকের কবি। চণ্ডীমঙ্গলের প্রধান কবি - মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- ষোল শতকের কবি। অন্নদা মঙ্গল কাব্য তিন খন্ডে বিভক্ত।
- পৃথিবীতে ৪ টি জাত মহাকাব্য আছে। ১. রামায়ণ ২.মহাভারত ৩.ইলিয়াড ৪.ওডেসি।
- মহাভারতের প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন- কবীন্দ্র পরমেশ্বর। তার রচিত মহাভারত পরাগলী মহাভারত বলে।পরাগর খাঁ তাকে মহাভারতের অনুবাদ করতে উৎসাহ প্রদান করে।
- মহাভারতের শ্রেষ্ট অনুবাদক -কাশীরাম দাস।
- রামায়ণ প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন -কৃত্তিবাস ওঝা।
- মনসামঙ্গল কাব্যের মনসাদেবীর অপর নাম- কেতকাত্ত, পদ্মাবতী।

CamScanner

- বাংলা সাহিত্যে প্রথম সুস্পষ্ট সন-তারিখযুক্ত মনসা মঙ্গল কাব্যর রচয়িতা বিজয়গুপ্ত।তার বাড়ি বরিশালের গৈলা অথবা ফুল্লশ্রী গ্রামে।
- কবি দ্বিজে বংশীদাস মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা।
- মধ্যযুগে মঙ্গল কাব্যধারার শ্রেষ্ট কাব্য চন্ডীমঙ্গল।
- চন্ডীমঙ্গল কাব্যে ২টি কাহিনী পাওয়া যায়।
- আর অন্য সব মঙ্গলকাব্যে ১টি কাহিনী পাওয়া যায়।
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী দুঃখের কবি বলা হয়।
- ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের বাবা নরেন্দ্র রায় ভরসুট পরগনার জমিদার ছিলেন।
- ভারতচন্দ্রের প্রধান দুটি কাব্যগ্রন্থ - ১. অন্নদামঙ্গল ২. সত্য পীরের পাঁচালী।
- মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ সালে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। ভরসুট পরগনার পান্ডুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন - ভারতচন্দ্র রায়গুনাকর।
- নাথ সাহিত্যের আদি কবি - শেখ ফয়জুল্লাহ।তার কাব্য গোরক্ষবিজয়। হারমনি বিখ্যাত প্রচীন লোকগীতিসম্পাদক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দিন।
- লৌকিক কাহিনীর আদি রচয়িতা দৌলত কাজী।
- আলওয়ালের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন - কোরেশী মাগন ঠাকুর।
- কবিগানের আদি গুরু হলো- গোঁজলা গুই।
- পুঁথি সাহিত্যের প্রথম সার্থক ও জনপ্রিয় কবি ফকির গরিবুল্লাহ।
- তার রচিত পুঁথি- আমীর হামজা, জঙ্গনামা।
- টপ্পাগানের জনক হলো নিধুবাবু বা রামনিধি গুপ্ত।
- টপ্পা থেকেই আধুনিক গীতিকবিতার সূচনা হয়েছে।
- পাঁচালী গানের কবি ছিলেন দাশরথি রায়।
- বাংলার প্রখ্যাত লোক সাহিত্যে গবেষকের নাম - ড. আশরাফ সিদ্দিকী।
- নানান দেশের নানান ভাষা, বিন স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা- গানটির রচয়িতা নিধুবাবু।
- চাহার দরবেশের রচয়িতা - মোহাম্মদ দানেশ।
- মর্সিয়া সাহিত্যের একজন হিন্দু কবি - রাধারামন গোপ।
- তার গ্রনহ ইমামগনের কেচ্ছা, আফৎনামা।
- গোপীচন্দ্রের সন্ন্যাসের রচয়িতা - সুকুর মামুদের।
- কবিওয়ালা ও শায়েরের উদ্ভব ঘটে আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে।

CS CamScanner

- কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য - গোঁজলা গুইহরু ঠাকুর, এন্টানি ফিরিঙ্গি।
- আলাওলের এ পর্যন্ত গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে - ৭টি
- এন্টোনি ফিরিঙ্গির প্রকৃত নাম - এন্টোনি হ্যান্সমান (পর্তুগিজ)
- কলকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা - উইলিয়াম জোনস, ১৭৮৪ সাল
- কৃত্তিবাস অনূদিত রামকাহিনীর নাম- শ্রীরাম পাঁচালি
- কৃত্তিবাস/ কীর্তিবাস কবি এই বঙ্গের অলংকার বলেছেন - মাইকেল মধুসূদন দত্ত
- কোন কবি "দ্বিতীয় বিদ্যাপতি" নাম খ্যাত - গোবিন্দ দাস
- গোবিন্দ দাস রচিত সংস্কৃত নাটকের নাম - সংগীতমাধব
- গোবিন্দদাসকে কবিরাজ উপাধি দেন -শ্রীজীব গোস্বামী
- গোবিন্দদাসের বৈশ্বব পদ পাওয়া - প্রায় সাড়ে ৪'শ
- গোবিন্দদাসের কাব্যগুরু হচ্ছেন - মিথিলার কবি বিদ্যাপতি
- গোবিন্দদাসের রচিত নাটকের নাম - সংগীতসাধক
- চৈতন্য-পূর্ব যুগের দুইজন বিখ্যাত পদাবলি রচয়িতা হলেন - বিদ্যাপতি ও চন্ডিদাস
- চন্ডিদাসকে দুঃখের কবি বলেছেন - রবীন্দ্রনাথ
- আমার বধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙ্গিনা দিয়া - উক্তিটি চন্ডিদাস (দ্বিজ)
- চন্ডিদাসের রচনা অনুসরন করে পদ রচনা করেছেন – জ্ঞানদাস
- জ্ঞানদাসের দুইটি বৈষ্ণব গীতিকবিতা - মাথুর ও মুরালী শিক্ষা
- জ্ঞানদাসের পদ্রচনার মূলবিষয় - প্রেম, সৌন্দর্য ও আধ্যাত্মিকতা
- দৌলত উজির বাহরাম খানের প্রকৃত নাম - আসাদ উদ্দিন
- নাগরিক কবি বলা হয় - ভারতচন্দ্রকে
- ভারতচন্দ্রের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম - সত্য পীরের পাঁচালি (১৭৩৭-১৭৩৮)
- অন্নদামঙ্গল কাব্য প্রথম কে মুদ্রিত করেন - গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য (১৮১৬)
- মালাধর বসুকে গুণরাজ খান উপাধি দেন - শামসুদ্দিন ইউসুফ
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী কার অনুরোধে চন্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেন - মেদিনীপুরের রাজা রঘুনাথ রায়
- মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে "কবিকঙ্কন " উপাধি দেন - রাজা রঘুনাথ রায়
- মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানব রসের প্রথম ও একমাত্র স্রষ্টা মুকুন্দরাম চক্রবর্তী।
- রামনিধি গুপ্তের টপ্পা সংগীত সংকলনের নাম - গীতরত্ব (১৮৩২)

CamScanner

- "শাক্ত পদাবলীর" আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি - রামপ্রসাদ সেন
- রামপ্রসাদের গান শুনে অভিভূত হয়েছিলেন - সিরাজউদ্দৌল্লা
- রামপ্রসাদ কে "কবিরঞ্জন " উপাধি দিয়েছেন - রাজা কৃষ্ণচন্দ্র
- আমি কি দুঃখরে ডরাই, কে বলেছেন - রামপ্রসাদ সেন
- সৈয়দ সুলতান "নবীবংশ" রচনা করেছেন - পার্সি কাব্য "কাসাসুল আম্বিয়া" অনুসারে ।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্হ বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে (১৮৯৬) দীনেশচন্দ্র সেন।
- অংস শব্দের অর্থ - স্কন্ধ,কাঁধ।
- পথ জানা নেই- শামসুদ্দিন আবুল কালামের গল্পগ্রন্থ।
- মুসলিম কবি কায়কাবাদের গীতিকাব্য - অশ্রুমালা (১৮৯৫)।
- বায়ান্ন গলির এক গলি - রাবেয়া খাতুন উপন্যাস।
- যা হবে - ভাবি।
- উলবুনে মুক্তা ছড়ানো- অপাত্রে সম্প্রদান করা।
- ভাষা ব্যাকারনের অনুগামী।
- তলব্য বর্ন -উ,উ
- হুতমী গ্রন্হের রচয়িতা- কালীপ্রসন্ন সিংস।
- আরবী উপসর্গগুলো - আম,খাস, লা, বাজ, গর,খয়ের।
- আমলার মামলা গ্রন্হটির রচনা করেন- শওকত ওসমান।
- রাবেয়া খাতুন বাংলা একাডিমি পুরুস্কার পান -১৯৭৩ সালে।
- হেক্টরবদ উপন্যাস হোমারের ইলিয়ড অবলম্বনে রচিত।
- ধাতু তিন প্রকার- মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক ধাতু।
- বাংলা সাহিত্যের কথা - সুকুমার সেন।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্বের দলিল সংগ্রহের মূল উদ্দোগ্য- আতাউল গনি ওসমানী।
- স্ত্রী জাতীয় কাউকে সম্বোধন করার সময় ব্যবহার হয় সুজানীয়াসু।
- ছড়া স্বরবৃত্ত ছন্দে রচিত।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান- মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতা উপন্যাসে- সুকুমার সেনের নাম আছে।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্হ- মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য।
- আল্লাহ হাফেজ অর্থ- আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুক।
- খান মুহাম্মদ মইন উদ্দিনের গদ্যগ্রন্হ যুগস্রষ্টা নজরুল।
- গনদেবতা উপন্যাসের রচয়িতা- তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়।

CS CamScanner

- পূর্ব বাংলা ভাষার আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি -গ্রন্হের রচয়িতা - অধ্যাপক বদরুদ্দীন উমর।
- জাতীয় রাজনীতি -৪৫ থেকে ৭৫ - অলি আহাদের গবেষনা গ্রন্হ।
- কাদম্বিনী মরিয়া প্রমান করিল সে মরে নাই, উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের জীবিত ও মৃত ছোট গল্প থেকে নেওয়া।
- গড্ডালিকা শব্দের অর্থ - অন্ধ অনুকরন।
- ওরা আমার মুখের ভাষা কাইড়া নিতে চায়, ওরা কথায় কথায় শিকল পড়াতে মোদের হাতে পায়- আব্দুল লতিফ।
- ভারতীয় উপমহাদেশের আঞ্চলিক ভাষাগুলোর আদিম উৎস - অনার্য ভাষা।
- ব্যাকারনে মঞ্জুরি - ড. মুহাম্মদ এনামুল হকের।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানব জীবনকে নদীর সাথে তুলনা করেছে।
- মোহতার হোসেন চৌধুরি মানবজীবনকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করেছে।
- মেঘনাদবদ কাব্যের যুদ্বের সময় পশ্চিম দুয়ারে রক্ষ হিসাবে বীর নীল ছিলো।
- চোখের চাতক নজরুলের সংগীত বিষয়ক গ্রন্হ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জীবননান্দ দাসের কবিতাকে চিত্ররূপময় কবিতা বলেছেন।
- স্বরুপের সন্ধানে প্রবন্ধ গ্রন্হটির রচয়িতা - আনিসুজ্জামান।
- আমি ভালো আছি,তুমি? -দাউদ হায়দারের কবিতা।
- জন্মি আমার আজন্ম পাপ, যে দেশে সবাই অন্ধ, ভালবাসার বাগান থেকে একটি গোলাপ তুমি চেয়েছিলে - কবিতাসমূহ দাউদ হায়দার।
- শ্রীকান্ত, অন্নদা দিদি, রাজলক্ষী, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র।
- বাংলা টাইপ রাইটার নির্মান করেন - মুনীর চৌধুরী।
- মরন বিলাস, গাভী বিত্তান্ত, অর্ধেক নারী, অর্ধেক ঈশ্বরী গ্রন্হের রচয়িতা- আহমেদ ছফা।
- সত্যেন সেন ১৯৬৮ সালে উদ্দীচী প্রতিষ্ঠা করে।
- য়ে,তে,লে বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়।
- সুধাকর, মিহির, হাফেজ পত্রিকাসমূহের সম্পাদক ছিলেন - শেখ আব্তুর রহিম।
- বাংলার ইতিহাস গ্রন্হটির রচয়িতা- রমেশচন্দ্র মজুমদার।
- পঞ্চতন্ত্র গ্রন্হটি- সৈয়দ মুজতবা আলী। আবরন অর্থ অলংকার।
- জোহরা উপন্যাসের রচয়িতা- মোজাম্মেল হক।
- নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ- সতীন, সৎমা, এয়ো, দাই, সধবা। বাক্যের একক হচ্ছে - শব্দ।
- কায়কাবাদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ - বিরহ বিলপ।
- চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু, ছায়াময়ী, দশমবিদ্যা- হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যগ্রন্থ ।
- সুন্দর হে, দাও দাও সুন্দর জীবন - শেখ ফজলল করিম।
- বিশ শতকের মেয়ে উপন্যাসের রচয়িতা - ড.নীলিমা ইব্রাহিম।
- সেমিকোলন (;) বাক্যের মধ্যকার বিরতি কাল নির্দেশ করে।

CamScanner

- বাক্যে কমা অপেক্ষা বেশি বিরতি প্রয়োজন হলে সেমিকোলন ব্যবহার হয়।
- ইংরেজি Prefix শব্দকে বাংলায় উপসর্গ বলে।
- ট বর্গীয় শব্দের আগে তৎসম শব্দ ন বসে।
- হুতম প্যাঁচার নক্সা কালী প্রসন্নসিংহের রম্য রচনা।
- এক সাগর রক্তের বিনিময়ে / মোরা একটি ফুলকে বাঁচতেবো বলে যুদ্ধো করি গান দুটির রচয়িতা- গোবিন্দ হালদার।
- ভারতীয় পত্রিকা সম্পাদনা করতেন - স্বর্নকুমারী দেবী।
- আনন্দ বেদনার কাব্য - হুমায়ন আহমেদের রচিত উপন্যাস।
- বাংলা বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয় এমন বিরাম চিন্হ - ৪ টি।
- রাজা যায় রাজা আসে - কাব্যের রচয়িতা - আবুল হাসান।
- বাংলার মাটি বাংলার জল - নির্মলেন্দু গুনের কাব্যগ্রন্থ।
- মাইকেল মধুসূদন দত্তকে দত্তকুলোদ্ভব কবি বলা হয়।
- চাল না চুলো, ঢেকি না কুলো- নিতান্ত গরিব, আজ খেলে কাল নাই।
- অনাথ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ - অনথা।
- টি.এস. এলিয়েটের কবিতার অনুবাদক- রবীন্দ্রনাথ (১ম), বিষ্ণু দে, বদুদেব বসু।
- সীতারাম বঙ্কিমচন্দ্রর রাজনৈতিক উপন্যাস।
- নিখিলেস ও বিমলা ঘরে বাইরে উপন্যাসের চরিত্র।
- ভেজাল সুকান্ত ভট্রাচার্য রচিত বিখ্যাত কবিতা।
- বেতাল পঞ্চবিংংশতি হিন্দি বৈতাল পচ্চীসীর অনুবাদ।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই গ্রন্হে সর্বপ্রথম যতি চিন্হের প্রয়োগ করে।
- কেন পান্ত ক্ষান্ত হও হেরি দৈর্ঘ্য পথ/ যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি - কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
- ঢাকের কাঠি- মোসাহেব, তোষামুদি।
- দিবারাত্রির কাব্য- মানিক বন্দ্যোপাধয় উপন্যাস।
- গাছপথর বাগধারাটির অর্থ- হিসাব নিকাশ।
- আলাওলের তেওফা হচ্ছে নীতিকাব্য।
- আব্দুল মান্নান সৈয়দের ছদ্মনাম - অশোক সৈয়দ।
- শিখন্ডী শব্দের অর্থ - ময়ূর সাহিত্যের অলংকার প্রধানত ২ প্রকার। ১. শব্দালংকার ২. অর্থালংকার।
- আধ্যাত্মিক উপন্যাসের লেখক - প্যারীচাঁদ মিত্র।
- অনীক শব্দের অর্থ - সৈনিক অথবা সৈন্যদল।
- পূবার্শা পত্রিকার সম্পাদক - সঞ্জয় ভট্রাচার্য।
- বাংলা কথ্য ভাষার আদি গ্রন্হ- কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ।
- বাংলা ভাষার প্রথম সমসাময়িক - দিকদর্শন ১৮১৮ সালে।

CS CamScanner

- কলকাতায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ তৈরি হয় - ১৭৫৩ সালে।
- সহজিয়া হল সহজমান পন্থী অর্থাৎ স্বদেহ কেন্দ্রিক সহজপন্থাইয় সাধন। সমস্ত সত্যই দেহের মধ্যে অবস্থিত। সেই সত্যই সহজ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ- কবিকাহিনি-১৮৭৮
- সবুজের অভিযান, ছবি, লক্ষ্য, দান কবিতা বলাকা ক্যাবের অন্তর্ভুক্ত-১৯১৬
- বাংলা নাট্য সাহিত্যের দিকপাল হলেন- মুনীর চৌধুরি
- কবর নাটকটি রচনা হয় ১৯৫৩ সালে। প্রকাশিত-১৯৬৬
- বাংলা নাটকে সর্বপ্রথম সার্থক দ্বন্দ্বমূলক চরিত্র সৃষ্টি- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
- বাংলা গানে সর্বপ্রথম ঠুমেরি আমদানি করেন-অতুল প্রসাদ সেন
- জীবনানন্দ দাসের প্রথম কাব্যগ্রন্থ- ঝরা পালক, ২য় ধুসর পাণ্ডুলিপি
- বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি ৭ টি- অ,আ,ই,উ,ও,এ,অ্যা
- বাংলায় যৌগিক স্বরধ্বনি হল-২৫ টি
- অজিন-হরিনের চামড়া, নিরমক-সাপের খোলস, বাঘের চামড়া-কৃত্তি
- সংশপ্তক উপন্যাসটি ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয়- বিষয়বস্তু- হিন্দু-মুসলিম সম্মলিত জীবনযাপন ও অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ।
- উপন্যাস উত্তমপুরুষ ও আমার যত গ্লানি- রশীদ করিম
- পদ্মা নদীর মাঝি উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে ধীব্র জীবন
- অবরোধবাসিনী গ্রন্থে মোট ৪৭টি ঘটনা রয়েছে-১৯৩১
- কল্লোল পত্রিকার সম্পাদক-দিনেশরঞ্জন দাস-১৯২৩
- বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত পত্রিকা-কবিতা,১৯৩৫
- পালমৌ রচনা করেন- সঞ্জীব চট্টপাদ্ধায়
- বাংলা সাহিত্তের জননী সাহসিকা নামে পরিচিত-বেগম সুফিয়া কামাল
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা-৫৬টি
- মার্কিন নাট্যকার Irwin Shaw রচিত Bury the Dead (১৯৩৬) নাটক অনুসারে মুনীর চৌধুরী কবর নাটক রচনা করেন।
- শামসুর রহমান এর প্রথম কাব্যগ্রন্থ- প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে-১৯৬০
- প্রসন্ন প্রহর, কবিতা ১৩৭২- সিকন্দার আবু জাফর এর কাব্য
- মেঘনাবধ কাব্যে ৯টি সর্গে রয়েছে। ১৮৬১ সাল
- গীতাঞ্জলী কাব্যগ্রন্থে ১৫৭টি গীতিকবিতা রয়েছে

CamScanner

- খেয়া পার করে যে তাকে –পাটনী বলে
- ঘাটাল শব্দের অর্থ- বন্ধুর বা অসমতল
- বাংলা সাহিত্যধারার প্রতিষ্ঠাতা পুরুষ- প্যারীচাঁদ মিত্র
- হেমিংওয়ের ' দি ওয়াল্ডম্যান এন্ড দি সি' গ্রন্থের অনুবাদক হলেন- ফতেহ লোহণী
- নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা- মুক্তি, ১৯৪৯ সালে বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য পত্রিকায়
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না- উষর, পড়ে আছে এমন জমি- পতিত/অনাবাদী, জা উর্বর নয়-অনুর্বর
- অপমান শব্দের অপ উপসর্গটি বিপরীত অর্থে ব্যবহরিত হয়েছে
- ধ্বনি ২ প্রকার। যথাঃ- ক. স্বরধ্বনি খ. ব্যাঞ্জনধ্বনি।
- মৌলিক স্বরধ্বনি—৭ টি। যথাঃ- অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা।
- বর্ণ ২ প্রকার। যথাঃ- ক. স্বরবর্ণ খ. ব্যঞ্জনবর্ণ।
- স্বরবর্ণ – ১১ টি। যথাঃ- অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।
- ব্যঞ্জনবর্ণ –৩৯ টি। যথাঃ- ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ড়, ঢ়, য়, ৎ ০ং, ০ঃ, ঁ।
- বাংলা বর্ণমালা মোট –৫০ টি। (স্বরবর্ণ ১১+ ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯ =৫০)
- স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে – 'কার' বলে।
- স্বরবর্ণের 'কার' চিহ্ন সংখ্যা—১০ টি। (শুধুমাত্র 'অ' বর্ণটির কোনো 'কার' নাই)।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে 'ফলা' বলে।
- ব্যঞ্জনবর্ণের 'ফলা' চিহ্ন সংখ্যা--৬ টি(যথাঃ- ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা, র-ফলা, ল-ফলা, ন/ণ- ফলা)।
- ব্যাকরণ (বি+আ+√কৃ+অন) শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হলো – বিশেষভাবে বিশ্লেষণ।
- প্রত্যেক ভাষারই চারটি মৌলিক অংশ থাকে – ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ও অর্থ।
- ব্যাকরণে প্রধানত চারটি বিষয়ের আলোচন হয় – ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।
- ধ্বনিতত্ত্ব = Phonology, শব্দতত্ত্ব, = Morphology, বাক্যতত্ত্ব = Syntax ও অর্থতত্ত্ব = Semantics
- বাংলা শব্দে প্রত্যয় – দুই প্রকার। যথা: ক. তদ্ধিত প্রত্যয় খ. কৃৎ প্রত্যয়।
- বাংলা ভাষায় উপসর্গ - তিন প্রকার। যথা: ক. সংস্কৃত, খ. বাংলা গ. বিদেশি উপসর্গ।
- চারটি উপসর্গ বাংলা ও তৎসম উভয়ের মধ্যে আছে। যথাঃ- আ, সু, বি, নি।
- মানুষের বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে - ধ্বনি বলে
- ধ্বনির লিখিত রূপকে - বর্ণ বলে।
- বাংলা ভাষায় প্রকৃতি – দুই প্রকার। যথাঃ- নাম প্রকৃতি ও ক্রিয়া প্রকৃতি। ড়

CS CamScanner

- শেষের কবিতা উপন্যাস টি ১৯২৮ সালে প্রবাসী প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- সেলিম আলদীন রচিত "চাকা" ১৯৯১ একটি কথা নাট্য।
- আব্দুল্যাহ উপন্যাসের রচয়িতা কাজী ইমদাদুল হক।
- আনোয়ারা উপন্যাসের রচয়িতা নজিবর রহমান।
- প্রেম একটি লাল গোলাম উপন্যাসের রচয়িতা রশীদ করিম।
- মেঘনাদ বধ কাব্যে তিন দিন দুই রাতে ঘটনা বর্ণিত।
- 'র' কম্পন জাত ধ্বনি, 'ল' পাশ্বিক ধ্বনি, 'ড়, ঢ়' তাড়ন জাত ধ্বনি
- কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে স্পর্শ ধ্বনি বলে।
- ক-ম পর্যন্ত ২৫ টি ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনি।
- সমীরন শব্দের অর্থ বায়ু বা বাতাস।
- বাঁধন-হারা (১৯২৭) নজরুলের একটি পত্রোপন্যাস।
- রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ও বৃহত্তম উপন্যাস - গোরা। এটি অবলম্বনে ১৯৩৮ সালে একটি চলচ্চিত্র মুক্তি পায়। সংগীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।
- খাঁটি বাংলা শব্দ - ঢোল, খেকশিয়াল, বাবুই, ঢেঁকি, পাতিল, কদু, টেংরা, ঝোল, ডোম, মুড়ি, ঝিনুক।
- বেটাইম শব্দটি ফারসি + ইংরেজি শব্দযোগে গঠিত।
- তদ্ভব শব্দ - চাঁদ, কামার, চামার, হাত, কান, মাথা, পা, মা, সাপ।
- 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' - এটি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের পদ্মিনী কাব্যের একটি বিখ্যাত উক্তি।
- অতুল প্রসাদ সেনের গানের সংকলন গ্রন্হ হচ্ছে - গীতিগুঞ্জ (১৯৩১)।
- মৌলিক শব্দ - গোলাপ, হাত, ফুল, বই, মুখ, গোলাম, ভাই, বোন, নদ, মাছ, লাল।
- অক্ষির সমীপে - সমক্ষ, অক্ষির অগোচরে - পরোক্ষ, অক্ষির সম্মুখে - প্রত্যক্ষ, নাই পক্ষ যার- নিরপেক্ষ
- ক্ষুদ্রার্থে স্ত্রীবাচক শব্দ - মালিকা, নাটিকা, গীতিকা, পুস্তিকা।
- জাহাকুল আবদ অর্থ- গোলামের হাসি।
- নামহীন গোত্রহীন গ্রন্হের লেখক - হাসান আজিজুল হক।
- হাতির ডাক - বৃংহতি, অশ্বের ডাক - হ্রেষা, ময়ুরের ডাক - কেকা।
- প্রসবন শব্দের অর্থ- ঝরনা।
- নূরজাহান ও সাজাহান নাটকদুটি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের।
- হর্ষ শব্দের অর্থ - আনন্দ, উল্লাস, পুলক।

CamScanner

- ক্ষমার যোগ্য বা উপযুক্ত - ক্ষমার্হ।
- যা চিরস্হায়ী নয়- নশ্বর। অপলাপ- মিথ্যা , গোপন।
- জগদ্দল পাথর বাগধারাটির অর্থ - গুরুভার।
- কাদম্বিনী শব্দের অর্থ - মেঘমালা, মেঘপুঞ্জ।
- ধর্মের ষাঁড় বাগধারাটির অর্থ - অকর্মণ্য ।
- সদন শব্দের অর্থ- নিবাস, আবাস ।
- আকাশ - পাতাল বাগধারার অর্থ- প্রচুর ব্যবধান ।
- নাতিদীর্ঘ - যা অতি দীর্ঘ নয়।
- অভিরাম অর্থ- সুন্দর , মনোরম । কর দেয় যে- করদ।
- আভরন শব্দের অর্থ - অলংকার , গহনা ।
- অবাঙালি কর্তৃক রচিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস - " ফুলমনি ও করুণার বিবরণ "। রচয়িতা - হ্যানা ক্যাথরিন ম্যালেন্স।
- সৈয়দ শামসুল হকের নিষিদ্ধ লোবান ও আল মাহমুদের উপমহাদেশ দুটিই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।
- অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ একটি (ঋ) এবং ব্যঞ্জনবর্ণ সাতটি (খ, গ, শ, প, থ, ধ, ণ)।
- সোনার তরী, হিং টিং ছট, পরশ পাথর, মানসসুন্দরী, পুরস্কার ও নিরুদ্দেশ যাত্রা সোনার তরী কাব্যগ্রন্হের অন্তর্গত (১৮৯৪)
- ১৯৭২ সালের ২৪ শে মে কাজী নজরুল ইসলামকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয়।
- ভাষার মূল উপাদান - ধ্বনি । বাক্যের মূল উপাদান - শব্দ ।
- " তীর হারা এই ঢেউয়ের সাগর" বিখ্যাত গানটির গীতিকার - গোবিন্দ হালদার।
- দুটি করে স্ত্রীবাচক শব্দ রয়েছে এমন পুরুষবাচক শব্দ ভাই,পুত্র,শিক্ষক,অভাগা,সুকেশ,দেবর,বন্ধু,দাদা,রজক,স্বামী।
- কান কাটা বাগধারার অর্থ -বেহায়া ।
- অনেকের মধ্যে একজন -অন্যতম, যার বিশেষ খ্যাতি আছে -বিখ্যাত ।
- নিত্য পুরুষ বাচক শব্দ যার স্ত্রী বাচক নেই - কবিরাজ, রাষ্ট্রপতি, পুরোহিত, জামাতা, কৃতদার, যোদ্ধা, বিচারপতি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি উপাধি পায় - ব্রম্মাবান্ধব উপাধ্যায় থেকে।
- হাতভারি শব্দের অর্থ - কৃপণ, ব্যয়বুশী। ঘাটের মরা - অতিবৃদ্ধ ।
- মসনদের মোহ নাটকটির রচয়িতা -শাহাদাৎ হোসেন
- যা অধ্যয়ন করা হয়েছে- অধীত যা পড়া হয়েছে - পঠিত।

CamScanner

- ইত্যাদি –তৎপুরুষ সমাস
- হারেম ও মহাপ্রতঙ্গ গল্পগ্রন্থ দুটির লেখক আবু ইসহাক
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথমগ্রর " বঙ্গভাষা ও সাহিত্য " (১৮৯৬) লিখেছেন ড. দীনেশ চন্দ্র সেন।
- সওগাত প্রত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন।
- সমকাল প্রত্রিকার সম্পাদক সীকান্দার আবু জাফর
- কয়েকটি কবিতা সমর সেন এর কাব্য গ্রন্থ।
- বায়ান্ন গলির এক গলি-উপন্যাস-রাবেয়া খাতুন
- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আবিষ্কার করা হয় দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এর বাড়ি থেকে
- বর্গী শব্দটি ফরাসি ভাষা থেকে আগত
- বিজিত শব্দের অর্থ –পরাজিত
- সমাসবদ্ধ পদকে -সমস্ত পদ বলে।
- সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম-ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য
- মেঘনাধবদ কাব্যে রাবনপুত্র ইন্দ্রজিতকে অরিন্দম বলা হয়।অরিন্দম শব্দের অর্থ -শত্রু দমন করে যে বা শত্রু দমনকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মুহাম্মদ আব্দুল হাই/সৈয়দ আলী আহসান।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পর -কমা বসে।
- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যের লিখতে-সেমিকোলন বসে।
- কুঁড়ি শব্দটি এসেছে- কোরক থেকে।
- কান পাতলা বাগধারাটির অর্থ বিশ্বাসপ্রবণ।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যান্জন ধ্বনির সংখ্যা ৫টি-প,ফ,ব,ভ,ম।
- Archetype –আদিরূপ
- পানি,চানাচুর, ফুফা,মিঠাই,কাহিনী -হিন্দি শব্দ
- প্রাচীন বাংলার জনপদ ও অর্থনীতির পরিচয় পাওয়া যায়-নীহাররন্জন রায়ের বাঙালীর ইতিহাস গ্রন্থ থেকে।
- একটু শব্দের টু পদাশ্রিত নির্দেশক।
- ধীর শব্দের বিশেষ্যরুপ হচ্ছে -ধীরতা।
- সপ্ত সুর বলতে বুঝায়-চড়াসুর বা উচ্চসুর।
- বিদায়" অভিশাপ কবিতাটি/কাব্যগ্রন্থ টি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।
- যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নেই-অবিসংবাদী,বাক্য নেই যার-নির্বাক,সাধন দ্বারা লব্দ জ্ঞান -অভিজ্ঞ।

CamScanner

- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা-প্রতু্যদগমন; প্রশংসা দ্বারা আনন্দ প্রকাশ-অভিনন্দন;সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা-সংবর্ধনা।
- যা কষ্টে নিবারণ করা যায় -দুর্নিবার;যা কষ্টে নিবারণ করা যায় না-অনিবার্য;নিবারণ করা হয়েছে যা-নিবারিত।
- ভবিষ্যত ভেবে কাজ করে না যে-অবিমৃষ্যকারী;যা পূর্বে ছিল এখন নেই-ভূতপূর্ব;যা ভাবা যায় না-অভাবনীয়।
- বিড়াল তপস্বী -ভন্ড সাধু;আক্কেল সালামী -ভুলের মাশুল, নির্বুদ্ধিতার দন্ড;উড়চন্ডী-অমিতব্যয়ী; আকাশকুসুম - অসম্ভব কল্পনা;যা লাফিয়ে চলে-প্লবগ।
- রবীন্দ্রনাথ তার তাসেরদেশ নাটকটি-নেতাজী সুভাষচন্দ্রবসুকে;কালেরযাত্রা নাটকটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গ করেন।
- হাতভারি বাগধারাটির অর্থ-কৃপণ,ব্যয়কুণ্ঠ।
- জাতি বাচক শব্দ-মানুষ গরু,পাখি,নদী,পর্বত, ইংরেজ।
- দিবারাত্রির কাব্য-মানিক বন্দোপাধ্যায়ের উপন্যাস।
- লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে" গ্রন্থের রচয়িতা-মেজর রফিকুল ইসলাম বীরোত্তম।
- কাশবনের কন্যা"-শামসুদ্দিন আবুল কালামের উপন্যাস।
- কুঁচবরণ কন্যা"-বন্দে আলী মিয়ার একটি শিশুতোষ গ্রন্থ।
- নিত্যবৃত্ত অতীত-ভ্রমণ করতাম,খাইতাম,পড়তাম।
- রাজযোটক বাগধারাটির অর্থ-চমৎকার মিল।
- চারণকবি-মুকুন্দদাস,মোজাম্মেল হককে -শান্তিপুরের কবি বলা হয়।
- বাংলা সাহিত্যে ভোরের কবি বলা হয়-বিহারীলাল চক্রবর্তীকে।
- যা বলা হয়নি-অনুক্ত।
- শেষ প্রশ্ন ও শেষ পরিচয় শরত চন্দ্রের উপন্যাস।
- বাঙ্গালীর ইতিহাস - নীহাররঞ্জন রায়।
- উপরোধ শব্দের অর্থ - অনুরোধ।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে।
- শিরোনামের প্রধান অংশ প্রাপকের ঠিকানা।
- আমি, পাখি, শিশু, সন্তান এগুলো উভয়লিঙ্গ।
- বিভক্তি হীন নাম শব্দকে প্রাতিপদিক বলে।
- একই সময়ে বর্তমান - সমসাময়িক একই সঙ্গে - যুগপৎ একই গুরুর শিষ্য - সতীর্থ।
- বাংলা স্বরধ্বনি তে হ্রস্যস্বর ৪ টি - অ,ই,উ,ঋ

CamScanner

- দীর্ঘ স্বর ৭ টি - আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও ঔ
- যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমেরবাতি - কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।
- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এর বর্ণপরিচয় শিশুতোষ মূলক গ্রন্থ (১৮৫৫) সালে ক্লাসিকের মর্যাদা লাভ করে৷
- জানিবার ইচ্ছা জিজ্ঞাসা, জয় করার ইচ্ছা- জিগীষা, হনন করার ইচ্ছা- জিঘাংসা, নিন্দা করার ইচ্ছা- জুগুপ্সা।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতাঞ্জলি কাব্য গ্রন্থে ১৫৭ টি কবিতা ও গান রয়েছে।
- রক্তাক্ত প্রান্তর নাটকের জন্য মুনীর চৌধুরি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডিমি পুরস্কার পায়।
- কুকিলের ডাক- কুহু, সিংহের ডাক- হুংকার, পাখির ডাক- কূজন।
- যা চুষে খাবার যোগ্য- চোষ্য।
- যা চেটে খাবার যোগ্য- লেহ্য।
- যা পান করার যোগ্য- পেয়।
- যে সব গাছ থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়- ঔষধি।
- খ্রিস্টাব্দ একটি মিশ্র শব্দ(ইংরেজি+তৎসম)।
- সর্বজন এর বিশেষণ- সর্বজনীন।
- বাংলা সাহিত্যেও পঞ্চপান্ডব- ক) অমিয় চক্রবর্তী খ) জীবনান্দ দাস গ) বুদ্ধদেব বসু ঘ) বিষ্ণু দে ঙ) সুধীন্দ্রনাথ দত্ত।
- অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত বীরাঙ্গনা কাব্যে ১১ টি পত্র ছিল।
- বাংলা ভাষার ব্যবহৃত ধ্বনির সংখ্যা-৪১টি।
- বৃত্রসংহার কাব্য- হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।
- যুগ সন্ধিকালের কবি- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।
- অর্ধমাত্রা বর্ণ ৮ টি (স্বরবর্ণ ১ টি, ব্যঞ্জন বর্ণ ৭ টি), মাত্রাহীন ১০ টি (স্বরবর্ণ ৪ টি, ব্যঞ্জন বর্ণ ৬ টি)।
- সুবচন নির্বাসনে নাটকটির রচয়িতা- আব্দুলল্লা -আল মামুন।
- মুনীর চৌধুরীর মুখরা রমনীর বশীকরন শেক্সপিয়ারের The timing of the shrew এর অনুবাদ৷
- যে সমাসের পূর্ব পদের বিভক্তি লোপ পায় না- অলুক সমাস ।
- বিছিন্ন প্রতিলিপি, মাটির ফসল, আর্তনাদে বির্বণ কাব্য গ্রন্থগুলো মাজহারুল্ল ইসলামের।
- গ্রিক ট্রাজেডি নাটক ইডিপাস বাংলায় অনুবাদ করেন সৈয়দ আলী আহসান।
- তৎসম শব্দের ব্যবহার সাধু ভাষা রীতিতে বেশি।

CamScanner

- গৌরচন্দ্রিকা বাগধার অর্থ- ভূমিকা।
- অকালে বাদলা অর্থ- অপ্রত্যাশিত বাধা।
- শিরে সংক্রান্তি অর্থ- আসন্ন বিপদ/ সামনেই বিপদ।
- মুক্তি পেতে ইচ্ছুক মুক্তিকামী/ মুমুক্ষা।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম নারীবাদী লেখিকা। রোকেয়া সাখওয়াত হোসেন।
- কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মুহাম্মদ কাজেম আল কুরাইশী।
- নদী ও নারী উপন্যাসের লেখক- হুমায়ন কবির।
- গাছে তুলে মইকাড়া- আশা দিয়ে পরে নিরাশ করা।
- এক ক্ষুরে মাথা মোড়ানো- একই দলভুক্ত।
- ঠোঁট কাটা বলতে বুঝায়- স্পষ্টভাষী/ বেহায়া ।
- বাংলা একাডেমির মূল ভবনের নাম- বর্ধমান হাউজ ছিল ।
- সিরডাপের প্রধান কার্যালয় চামেলি হাউস।
- যাকে দেখলে ক্রোধ জন্মে- চক্ষুশুল।
- কৈ মাছের প্রান- দীর্ঘজীবী। ঠরৎরষব-পুরম্নষোচিত
- চারম্নচন্দ্র চক্রবর্তীর ছদ্মনাম- জরাসন্ধ।
- রিয়াজ-উস-সালাতীন ফারসি ভাষায় লিখিত বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম পূর্নাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ, রচনা করেন গোলাম হোসেন সেলিম, ১২ টি খন্ডে বিভক্ত।
- ঝিলিমিলি(১৯৩০) নাটকে তিনটি ছোট নাটক রয়েছে
- গাল/গন্দদেশ। ঠোঁট- অধর।
- চক্ষুলজ্জাহীন ব্যক্তি - চশমখোর, লাজের মাথা খাওয়া- নির্লজ্জ।
- চক্ষু দ্বারা দৃষ্ট-চাক্ষুস। উনপাজুরে- রুগ্ন। - নির্ভীক।
- বিভক্তযুক্ত শব্দ ও ধাতুকে পদ বলে।
- প্রযোজক ধাতু ও কর্মবাচ্যের ধাতু একই।
- ঢাকের কাঠি বাগধারার অর্থ - লেজুড়বৃত্তি।
- যে একবার শুনেই মনে রাখতে পারে - শ্রুতিধর।
- যা পূর্বে শোনা যায়নি এমন - অশ্রুতপূর্ব।
- বাঘের চোখ - দুঃসাধ্য বস্তু। বদন্যতা শব্দের অর্থ - দানশীলতা।

CS CamScanner

- হেমাঙ্গিনী ও কাদম্বিনী মেজদিদি গল্পের চরিত্র।
- যার কোন উপায় নাই- নিরুপায়। যার কোন উপায় নাই- অনন্যোপায়।
- কোহিনূর পত্রিকার সম্পাদক - মুহাম্মাদ এয়াকুব আলী চৌধুরি।
- যা মূল্য দিয়ে বিচার করা যায় না - অমূল্য।
- যার অনেক মূল্য - মূল্যবান।
- প্রতীকধর্মী মানে হচ্ছে - নিদর্শন-জ্ঞাপক। - বিনাশকারী।
- গিরিনিস্রাব শব্দের অর্থ - লাভা। খিড়কি শব্দের অর্থ - সিংহদ্বার।
- এক হতে আরম্ভ করে- একাদিক্রমে। বেঁচে থাকার ইচ্ছা- জিজীবিষা।
- মনির উদ্দিন ইউসুফ শাহানামা বাংলায় অনুবাদ করেছে।
- বন্দে আলী মিয়ার কাব্য গ্রন্থ হল- ময়নামতির চর।
- পুষ্পারতি শব্দের অর্থ - ফুলের নিবেদন।
- উপসর্গের কাজ হল - নতুন শব্দ গঠন করা/ নতুন অর্থবোধক শব্দ।
- একাত্তরের চিঠি নামক মুক্তিযোদ্ধাদের পত্র সংকলনে ৮২ চিঠি রয়েছে।
- পুঁথি সাহিত্যের সার্থক ও জনপ্রিয় লেখক- ফকির গরিবুল্লাহ।
- পদ বলতে বুঝায় বিভক্তযুক্ত শব্দকে।
- রবীন্দ্রনাথ ১১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রেক্ষিত বাংলার মাটি বাংলার জল গান/কবিতাটি রচনা করেন।
- চল মুসাফির, হলদে পরীর দেশ, যে দেশে মানুষ বড়
- জসীমউদ্দিনের ভ্রমণকাহিনী।
- পূবের হাওয়া কাজী নজরুল ইসলাম এর কাব্যগ্রন্থ - ১৯২৫।
- তন্বী কাব্যের কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। যা বলা হয়নি - অনুক্ত।
- সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম - গোবিন্দদাস।
- যে স্বরধ্বনির উচ্চারনের সময় মুখ বিবর সবচেয়ে বেশী উন্মুক্ত বা খোলা থাকে তাকে বিবৃত স্বরধ্বনি বলে। এ জাতীয় একটি শব্দ হল অ্যা।
- নজরুলের মৃত্যুক্ষুধা উপন্যাসে দারিদ্র্য, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষের চিত্র বর্ণনার পাশাপাশি নারী জীবনের দুর্বিষহ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা- প্রত্যুগমন ।
- যা কষ্টে নিবারন করা যায়- দুর্নিবার ।
- নির্বাপিত করা যায়না এমন- অনির্বান ।

CS CamScanner

- চন্ডী মঙ্গল কাব্যের ধনপতি সওদাগার ছিল- উজানী নগরের।
- পুঁথি সাহিত্য বলতে বুঝায়- ইসলামী চেতনা সম্পৃক্ত।
- কোহিনূর পত্রিকার সম্পাদক মুহাম্মদ রওশন আলী।
- নাটক হচ্ছে- দৃশ্যকাব্য। নদের চাঁদ মহুয়া গীতিকার নায়ক।
- চক্ষু দ্বারা গৃহীত- চাক্ষুষ। অক্ষির সমক্ষে বর্তমান- প্রত্যক্ষ।
- মৃগয়া অর্থ- হরিন শিকার/ বন্য পশু পাখি শিকার।
- শওকত ওসমানের প্রকৃত নাম- শেখ আজিজুর রহমান।
- বাংলা ভাষায় প্রথম আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে নাটক লেখেন- দীনবন্দু মিত্র, নীলদর্পন।
- বাক্য সংকোচন হলো- একটিমাত্র শব্দে ভাবকে প্রকাশ করা।
- শামসুর সহমানের আত্মজীবনী হল-স্মৃতির শহর, কালের ধূলোয় লেখে।
- জলাংগী শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপন্যাস।
- হুতুম প্যাঁচার নকশার লেখক- কালী প্রসন্ন সিংহ।
- বারমাস্যা হচ্ছে- নায়িকার বারমসের সুখ-দুঃখের বর্ণনা।
- গড্ডালিকা প্রবাহ- অন্যের অনুকরণ।
- আগড়ম বাগড়ম বাগধারার অর্থ- অর্থহীন কথা।
- বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত পত্রিকা মোট- ৬টি।
- অরন্যক উপন্যাসের রচয়িতা- বিভূতিভূষন বন্দ্যোপাধ্যয়।
- Blank Verse-অমিতাক্ষর, পয়ার হচ্ছে চতুর্দশাক্ষর ছন্দবিশেষ। অনুপ্রাস মানে একই ধ্বনি বা বর্ণের পুনঃপুন প্রয়োগ।
- মাছের মা বাগধারাটির অর্থ- নিষ্ঠুর।
- উত্তম পুরুষ- নিজে, মুই,মোর, আমি, আমরা।
- মধ্যম পুরুষ- তুমি, তুই,আপনি,তোমরা।
- প্রথম পুরুষ/নাম পুরুষ- সে, তিনি, তারা, উনি,ওরা।
- হাতটান- চুরির অভ্যাস। নাটের গুরু- খলনায়াক। ভিজে বিড়াল- কপট।
- যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ কোনটাই বুঝায় না সেটি ক্লীবলিঙ্গ। যথা- ফুল, গাছ, বই, ফল, ঘর, দালান।
- ইসমামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সাতসাগরের মাঝি কাব্যের উপজীব্য বিষয়।
- দুঃখ বর্ণনাকারী কবি মুকুন্দরাম চকরবর্তীর উপাধি- কবি কঙ্গন।
- বাংলা সাহিত্যের সর্বাধিক সমৃদ্ধধারা হচ্ছে- গীতিকবিতা।
- অর্থবোধক ধ্বনিকে বলা হয়- শব্দ।
  কালকুট শব্দের অর্থ- তীব্রবিষ, গরল।
- পর্বতের মুষিক প্রসব- বিপুল উদ্যোগে তুচ্ছ অর্জন।

CS CamScanner

- সারদা মঙ্গল হল লৌকিক/ আধুনিক মঙ্গল কাব্য । এর কবিগন হল- দয়ারাম, বীরেশ্বর, রাজসিংহ।
- আনন্দের মৃত্যু উপন্যাসর রচয়িতা- সৈয়দ শামসুল হক।
- শাকে দিনু কানা সোঁআ পানি- কানাসোঁয়া অর্থ- কানায়কানায় পরিপূর্ণ।
- মাথা খাও অর্থ- মাথার দিব্যি।
- মুনীর চৌধুরির রুপার কৌটা নাটকটি জন গল্স ওয়াদীর The silver box নাটকের অনুবাদ। বর্ণচোরা অর্থ- কপটচারী।
- মানসিংহ ভবান্দ উপখ্যানের রচয়িতা- ভারতচন্দ্র রায় গুনাকর।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অমিতাক্ষওে লেখা নাটক- বিসর্জন, নায়িকা- অর্পনা।
- যে সকল গাছগাছড়া থেকে ঔষধ প্রস্তুত হয়- ঔষধি।
- যে গাছ একবার ফল দিয়ে মারা যায়- ওষধি।
- কখোনো উপন্যাস লিখেনি- সুধীন্দ্রনাথ দও।
- কুজ্ঝটিকা শব্দের অর্থ- খুব অনুগত ব্যক্তি।
- খাস তালুকের প্রজা- খুব অনুগত ব্যক্তি।
- হাত হদাই নাটকের রচয়িতা- সেলিম আল-দ্বীন।
- পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসটি ১৯৩৬ সালে পূর্বাশা পত্রিকায় পকাশিত হয়।
- যে সকল অত্যাচারই সহ্য করে- সর্বংসহা।
- যা সাধারনের মধ্যে দেখা যায় না- অসাধারন।
- যে ভবিষৎ নাভেবেই কাজ করে- অভিমৃষ্যকারী।
- নিকুঞ্জ- বাগান।কপদর্কহীন- নিঃস্ব। সুপ্ত-নিদ্রিত।
- লোহিত-লাল রং। অন্দকার দেখা- হতবুদ্ধি।
- আকাশ ভেঙ্গেপড়া- হঠাৎবিপদ হওয়া।
- দুইটি বাক্যের মধ্যে অর্থের সম্বন্ধ থাকলে সেমিকোলন বসে।
- মাগো ওরা বলে কবিতাটি-আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ।
- যার স্ত্রী মার গেছে- বিপত্নীক। যা+ইচ্ছ+তাই= যাচ্ছেতাই।
- ধাতু তিন প্রকার- মৌলিক, সাধিত ও যৌগিক।
- কপত শব্দের অর্থ- কবুতর, পায়রা। জানালা-ফারসি শব্দ।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্র- ১৬ খন্ড।
- আমি বীরাঙ্গনা বলছি- গবেষনা মূলক প্রবন্ধ- ড. নীলিমা ইব্রাহিম।
- যার বাসস্থান নাই- অনিকেতন।
- যে বাসস্থান খেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু।
- যে (ভাই) পরে জন্ম গ্রহন করেছে- অনুজ ।

CS CamScanner

- বাংলা বর্ণমালয় পর্বের সংখ্যা- ৫ । প্রাংশু- উন্নত,দীর্ঘকায় ।
- ক্রিয়াপদের সাথে সর্ম্পযুক্ত পদকে-কারক বলে ।
- পাশাপাশি দুটো স্বরধ্বনি একক্ষর হিসাবে উচ্চারিত হলে তাকে যৌগিক স্বরধ্বনী বলে । বাজে কথা- রাবী ঠাকুরের প্রবন্ধ ।
- যপিত জীবন- সেলিনা হোসেনের উপন্যাস ।
- পথ জানা নাই- শামসুদ্দিন আবুল কালাম ।
- ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা- ময়ূরভট্ট । খেলারাম চক্রবর্তী, মানিকরাম, রুপরাম চক্রবর্তী, শ্যাম পন্ডিত, সীতারম দাস, ঘনরাম চক্রবর্তী ।
- শরৎচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যকর্ম - নন্দির গল্প,
- প্রথম উপন্যাস -বড়দিদি।
- বাংলা সাহিত্যের দুঃখবাদী কবি হল - যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত।
- চাষি ওরা নয়কো চাষা, নয়কো ছোটলোক, নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের কুলি-মজুর কবিতার অংশবিশেষ্য।
- পরানের গহীন ভিতর কাব্যগ্রন্থ - সৈয়দ শামসুল হক।
- স্বভাবতই মূধন্য ষ হয় - আষাঢ়, উষা, আভাষ, অভিলাষ, ঔষধ, ঔষধি, পোষ, দ্বেষ, ভাষ্য।
- ধ্বনি বিপর্যয় উদাহরণ - পিচাশ, রিসকা, ফাল।
- কলে ছাটা, গায়ে পড়া, চোখের বালি - অলুক তৎপুরুষ।
- খাঁটি বাংলা শব্দে 'ন' ব্যবহার করা হয়না।
- যে জমিতে ফসল জন্মায় না -উষর
- যা পড়ে আছে - পতিত
- যা উর্বর নয় - অনুর্বর, যার সন্তান হয়না - বন্ধ্যা
- অপমান শব্দের অপ উপসর্গ বিপরীত অর্থে ব্যবহার হয়েছে।
- হুমায়ন আহমেদের প্রথম উপন্যাস- নন্দীত নরকে।
- সংহারক শব্দের অর্থ - বিনাশকারী।
- ওরে বাছা, এখানে এখানে বাসুর শব্দটি তন্তব শব্দ।
- পঞ্চমস্বর- কোকিলের সুরলহরী।
- কর্বুর শব্দের অর্থ- রাক্ষস।
- উচাটান - পাংশুবর্ণ - করবা।
- বাগধারা আলোচিত হয় - ব্যাক্যে তত্ত্বে।
- মহাপৃথিবী কাব্যগ্রন্থ- জীবনানন্দ দাসের।

CamScanner

- অর্ঘ্য শব্দের অর্থ পুজার উপকরণ।
- বাংলাদেশের আঞ্চলিক ভাষার অভিধান- ড.মু. শহীদুল্লাহ
- নারী কবিতাটি নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত।
- জাহকুল আবদ অর্থ গোলামের হাসি।
- প্রতীক ধর্মী মানে হচ্ছে-নির্দেশন জ্ঞাপক
- রাজলক্ষ্মী, অভয়া, কুশারী, অন্নদা দিদ - শ্রীকান্ত উপন্যাসের চরিত্র।
- রুপজালাল গ্রন্থ টি নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরীর।
- He is a polyglot - তিনি একজন বহুভাষী।
- কবিতার কথা জীবনানন্দ দাশের একটি প্রবন্ধ।
- সূর্য তুমি সাথী , ওঙ্কার, গাভী বৃত্তান্ত, অর্ধেক নারী অর্ধেক ঈশ্বরী বিহঙ্গ পুরান ➡আহমদ ছফার উপন্যাস।
- সমাসবদ্ধ পদকে -সমস্ত পদ বলে।
- সমস্ত পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ করা হয় তার নাম-ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য
- মেঘনাধবদ কাব্যে রাবনপুত্র ইন্দ্রজিতকে অরিন্দম বলা হয়।
- অরিন্দম শব্দের অর্থ -শত্রু দমন করে যে বা শত্রু দমনকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত-মুহাম্মদ আব্দুল হাই/সৈয়দ আলী আহসান।
- জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খন্ড বাক্যের পর -কমা বসে।
- একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি বাক্যে লিখতে-সেমিকোলন বসে।
- কুঁড়ি শব্দটি এসেছে- কোরক থেকে।
- কান পাতলা বাগধারাটির অর্থ বিশ্বাসপ্রবণ।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যাঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা ৫টি-প,ফ,ব,ভ,ম।
- Archetype -আদিরূপ
- পানি,চানাচুর, ফুফা,মিঠাই,কাহিনী -হিন্দি শব্দ।
- অভয়া, ষোড়শী, সাবেত্রী ➡ শরৎচন্দ্রের সৃষ্টি চরিত্র।
- ক্ষুধিত পাষাণ ➡ কর্মধারায় সমাস। অর্ধচন্দ্র ➡ তৎপুরুষ সমাস।
- কোকিলকে অন্যপুষ্ট বলা হয়।
- বাঁধন হারা, মৃত্যুক্ষুধা ও কুহেলিকা কাজী নজরুলের উপন্যাস।
- ইন্দিরা গ্রন্থটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা।
- হুমায়ন কবির সম্পাদিত পত্রিকা ➡ চতুরঙ্গ।
- বাংলার ইতিহাস গ্রন্থটির রচয়িতা ➡ রমেশ্চন্দ্র মজুমদার।

CamScanner

- মনসামঙ্গল কাব্যের আদি কবি ➡ কানাহরি দত্ত ।
- মধুসূদন দত্তের বাড়ি যশোর জেলার কেশবপুর উপজেলায় ।
- পুথি সাহিত্যের প্রাচীনতম লেখক ➡ দৌলত কাজী ।
- বুদ্ধদেব বসু তিরিশের দশকের কবি হিসাবে বিখ্যাত ।
- সাধনা দ্বারা লব্ধ জ্ঞান্- অভিজ্ঞ।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা্- প্রত্যুদ্গমন।
- বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য্- আহমদ শরিফ। বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়্- অতুল সুরের। বৃহৎবঙ্গ্- দীনেশচন্দ্র সেন।
- সম্মুখে অগ্রসর হয়ে অভ্যর্থনা্- প্রত্যুদগমন।
- সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা্- সংবর্ধনা।
- যে বিষয়ে কোন বিতর্ক নাই্- অবিসংবাদিত।
- ফোড়ন শব্দটি প্রত্যয় যোগে গঠিত হয়েছে।
- বাংলা ভাষায় ওষ্ঠ ব্যাঞ্জধ্বনি ৫ টি্- প ফ ব ভ ম।
- Archytype – আদিরূপ।
- বাঙালির ইতিহাস্- নীহাররঞ্জন রায়্- বাঙালি ও বাংলা।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত মুহাম্মদ আব্দুল হাই।
- Twilight –গোধূলিবেলা।
- কুড়ি্- শব্দটি দেশি শব্দ. আগত্- কোরক শব্দ থেকে।
- চিকুর শব্দের অর্থ-চুল, কুন্তল, ক্লেশ।
- একাত্তরের ডায়েরী কবে কে লিখেন-সুফিয়া কামাল, ১৯৮৯ সালে।
- একাত্তরের দিনগুলি কে লিখেন-জাহানার ইমাম।
- বায়ান্নর দিনগুলি কে লিখেন-বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- বৃটিশ শাসনামলে ঢাকায় পোস্টমাস্টার কে ছিলেন--দীনবন্ধু মিত্র।
- ১৯৪৭ সালে রচিত রানার কবিতাটি কার লেখা--সুকান্ত ভট্টাচার্য (ছাড়পত্র কাব্যগ্রন্থের)
- পদ্মার পলিদ্বীপ কার রচিত উপন্যাস--আবু ইসহাক (১৯৮৬)
- অরণ্যে রোদন' বাগধারাটির অর্থ ক--নিষ্ফল আবেদন বা বৃথা চেষ্টা।
- মুক্তক ছন্দের প্রবর্তক কে--রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- কাজী নজরুল রচিত গল্পগ্রন্থের নাম-ব্যথার দান (১৯২২), রিক্তের বেদন (১৯২৫), শিউলিমালা (১৯৩১)
- পদ্ম গোখরো কোন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত--শিউলিমালা।

CamScanner

- সন্দেশ, প্রবীণ, তৈল, হস্তী, বাঁশি শব্দগুলো- রূঢ়ি শব্দ।
- সনাতন শব্দের অর্থ--চিরন্তন।
- শত্রুকে দমন করে যে—অরিন্দম
- শত্রুকে পীড়া দেয় যে—অরিন্দ্র
- এখন পর্যন্ত শত্রু জন্মায়নি যার—অজাতশত্রু
- পাওয়ার ইচ্ছা—ঈপ্সা
- জয় করার ইচ্ছা--জিগীষা
- ভোজন করার ইচ্ছা--বুভুক্ষা
- পাওয়ার প্রবল ইচ্ছা--লিপ্সা
- যুগপৎ শব্দের অর্থ-সমকালীন, একই সময়ে, একই সঙ্গে।
- ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনকাল-১৮১২ থেকে ১৮৫৯।
- নজরুলের নাটকের গ্রন্থ-ঝিলিমিলি (১৯৩০)
- শব্দ সঞ্চালনের জন্য দরকার-মাধ্যম
- রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করে-১৯২৩ সালে।
- গোফ খেজুরে-মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।
- ইনকিলাব শব্দের অর্থ- আন্দোলন, বিপ্লব।
- চাচা কাহিনী গ্রন্থটি-১৯৫২ সালের।
- ৫৮. সে নাকি আসবে না। এখানে 'না' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়েছে-সংশয় হিসেবে।
- ব্যয় করতে কুণ্ঠবোধ করেন যিনি--ব্যয়কুণ্ঠ
- যে হিসাব করে ব্যয় করে-মিতব্যয়ী
- যে আয় বুঝে ব্যয় করে-- হিসাবী
- যে ব্যয় না করে শুধু সঞ্চয় করে-- কৃপণ
- যে হিসাব করে ব্যয় করে না-- অমিতব্যয়ী
- পোস্টাল কোড নির্দেশ করে-প্রাপকের এলাকা।
- জন্ডিস ও বিবিধ বেলুন নাটকটি-সেলিম আল দ্বীনের।
- কর্মে ক্লান্তি নাই যার-অক্লান্তকর্মী।
- ক্লান্তিহীনভাবে চলে যা-অক্লান্ত, অবিশ্রাম।

CamScanner

- ফুলবর, কেলকেতু, ভাড়ুদত্ত,ধনপতি-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের চরিত্র।
- ঐ = অ/ও + ই, ঔ = অ/ও + উ
- নজরুলের ৭৮ টি কবিতা ও গানের সংকলন- সঞ্চিতা কাব্যগ্রন্থ (১৯২৮)
- সমরেশ বসুর ছদ্মনাম-কালকূট।
- কানপাতলা – বাগধারাটির অর্থ 'অবিশ্বাসপ্রবণ'।
- অরিন্দম রাবনের পুত্র ইন্দ্রজিৎ। অর্থ শত্রু দমনকারী।
- প্রশংসা দ্বারা আনন্দ প্রকাশ – অভিনন্দন।
- সম্মানের সাথে অভ্যর্থনা – সংবর্ধনা।
- যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে – অবিমৃষকারী।
- বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ ড. দীনেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১৮৯৬)
- পথ জানা নাই শামসুদ্দিন আবুল কালাম এর গ্রন্থ।
- বাংলা ভাষায় ঞ হরফটির উচ্চারণ দুই প্রকার
- বায়ান্ন গলির এক গলি উপন্যাসটি রাবেয়া খাতুন
- যে ভবিষ্যৎ না ভেবে কাজ করে অবিমৃষ্যকারী।
- যে সকল অত্যাচার সয়ে যায়- সর্বংসহা।
- ট বর্গীয় ধ্বনির আগে তৎসম শব্দ "ন" ব্যবহৃত হয়।
- বাহুতে ভর করে চলে যে - ভুজঙ্গ
- হুতোম প্যাচার নক্সা- রম্যরচনা
- ফুল, হাত, মুখ, গোলাপ, ভাই, বোন, মাছ মৌলিক শব্দ।
- ভারতী পত্রিকায় সম্পাদক স্বর্ণকুমারী দেবী। রবিঠাকুরের ভাগ্নি।
- বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য সংস্কৃত চিন্তা, স্বদেশ অন্বেষণ জীবন সমাজে সাহিত্য, বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য,প্রত্যয় ও প্রত্যাশা, বাঙালা বাঙালি ও বাগলিত্ব, সংস্কৃতি
- ড. আহমদ শরিফের প্রবন্ধ গ্রন্থ।
- আনন্দ, বেদনার কাব্য হুমায়ুন আহমাদ রচিত উপন্যাস।
- সোনাদিয়া দ্বীপ সামুদ্রিক মাছ শিকারের জন্য বিখ্যাত
- বাংলাদেশের সব থেকে বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ভেড়ামারা (কুষ্টিয়া)
- তালিবাদ ভু- উপগ্রহ কেন্দ্র গাজীপুরে (বেতবুনিয়া)
- বংলাদেশের কেন্দ্রীয় গো প্রজনন কেন্দ্র - সাভার
- ছাগলের প্রজনন খামার - সিলেট
- হরিণ প্রজনন খামার ডুলহাজরা (কক্সবাজার)

CamScanner

- মক্ষি প্রজনন খামার - বাগেরহাট
- বাংলাদেশের জাতীয় নাট্যশালা সেগুনবাগিচায় শিল্পকলা একাডেমি।
- ভোমরা স্থলবন্দর সাতক্ষীরা জেলায়। বুড়িমারি লালমনির হাট
- বিলোনিয়া স্থলবন্দর ফেনী জেলায়
- কুল কাঠের আগুন : তীব্র জ্বালা।
- পূর্বপদে উপসর্গ বসে যে সমাস হয় : প্রাদি সমাস।
- বর্ণালীর প্রান্তীয় বর্ণ : বেগুনী ও লাল।
- ন্যায়দন্ড উপন্যাস : জরাসন্ধ।
- মায়াবী প্রহর নাটক এর রচয়িতা : আলাউদ্দিন আল আজাদ।
- বিচ্ছিন্ন প্রতিলিপি কাব্যগ্রন্থটির রচয়িতা : মাযহারুল ইসলাম।
- আমার প্রেম, আমার প্রতিনিধি কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা : আবুল হাসান।
- ওরে বিহঙ্গ নাটকটির রচয়িতা : জোবায়দা খানম।
- বৈতালিক উপন্যাসটির রচয়িতা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
- বিশেষণের সাথে বিশেষ্যের যে সমাস হয় : কর্মধারয় সমাস।
- ছোটদের অভিনয় নাটকটির রচয়িতা : আল কালাম আবদুল ওহাব।
- জুলেখার মন মোহাম্মদ মাহফুজ উল্লাহ।
- কিরন শব্দের অর্থ : অংশ।
- যা দীপ্তি পাচ্ছে : দেদীপ্যমান।
- মাছের মা অর্থ : নির্মম।
- অয়োময় নাটকের রচয়িতা: হুমায়ূন আহমেদ।
- যা অধ্যয়ন করা হয়েছে : অধীত।
- পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পেয়ে যে সমাস হয় : তৎপুরুষ সমাস।
- সীমানা ছাড়িয়ে উপন্যাসটি রচনা করেন : সৈয়দ শামসুল হক।
- পল্লীকবি জসিমউদ্দিন এর একমাত্র উপন্যাস : বোবা কাহিনী।
- বিপ্রদাস পিপলাই রচিত কাব্যের নাম- মনসা বিজয়।
- জয়চন্দ্র চন্দ্রাবতী পালাটি- নয়ানচাঁদ ঘোষের রচনা।
- যাপিত জীবন উপন্যাসের রচয়িতা- শেলিনা হোসেন।
- কিওনখোলা, কেরামত, মঙ্গল- সেলিম আল-দীনের নাটক।
- অত্মজা ও একটি কবরী গাছ- হাসান আজিজুল হক।
- পথ জানা নাই-শামসুদ্দিন আবুল কালামের গল্প।

CS CamScanner

- দিবারাত্রীর কাব্য-উপন্যাসটি মানিক বন্ধোপাধ্যায়ের।
- পুতুল নাচের ইতিকথা- মানিক বন্ধোপাধ্যায়।
- বর্নচোরা বাগধারার অর্থ-কপটচারী।
- জয় বাংলা , জয় বাংলা- গাজী মাজহারুল ইসলাম গিতিকার
- বাসস্থান থেকে উৎখাত হয়েছে- উদ্বাস্তু
- বাংলা বর্নমালায় পর্বের সংখ্যা-৫
- ক্রিয়াপদের সাথে সম্পর্কযুক্ত পদকে কারক বলে।
- ফেরারী ডাইরি মুক্তিযুদ্ধের পেক্ষাপটে লেখা।
- সূর্যদীঘর বাড়ি উপন্যাসের মূল চরিত্র-জয়গুন।
- যার বাসস্থান নাই-অনিকেত
- স্মৃতিস্তম্ভ কবিতাটি আলাউদ্দিন আল আজাদের মানচিত্র কাব্য।
- কবর কবিতায় দাদু শাপলার হাটে তরমুজ বিক্রি কওে দুই পয়সার পুঁতির মালা ক্রয় করতো।
- লাল+নীল= ম্যাজেন্ডা, নীল+সবুজ+লাল=সাদা
- সবুজ+লাল=হলুদ, লাল+অকাশী/নীল=বেগুনী।
- শাহানামা বাংলায় অনবাদ করেন-মনির উদ্দিন ইউসুফ।
- অমর কোষ অভিধান গ্রন্থ। অমর কোষের প্রকৃত নাম-নামলিসুনন
- শেষের কবিতা-সুকুমার সেনের নাম পাওয়া যায়।
- আল্লাহ হাফেজ শব্দের অর্থ- আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করুক।
- জসীমউদ্দিনের কাব্য নয়-মানির মায়া।
- বাউল গানের বিশেক্ষশ্ব-আধ্যাত্ম্য বিক্ষয়ক।
- বৈকুন্ঠের উইল- উপন্যাস শরৎ চট্টপাধ্যায়।
- বৈকুন্ঠের খাতা- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রহসন।
- সুরেশ মহিম অচলা শরৎচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র- গৃহদাহ
- জয়গুন চরিত্রটি কোন উপন্যাসের চরিত্র- সূর্যদীঘল বাড়ি।
- কাষ্ট হাসি মানে শুকনো হাসি।
- যে ব্যক্তি পূর্বজন্মের কথা স্মরণ করতে পারে- জাতিস্মর
- ভলগা থেকে গঙ্গা একটি ভ্রমন কাহিনী- রাহুল সাংস্কৃত্যিায়ন।
- যা চেটে খেতে হয়- লেহ্য
- মৃতের মতো অবস্থা যার- মুমূর্ষু
- আমড়া কাঠের ঢেঁকি- অপদার্থ
- তুলসী বনের বাঘ- ভন্ড সাধু, ইতর বিশেষ্য ভেদাভেদ
- কুলটা পুরুষবাচক শব্দ যার কোন স্ত্রীবাচক শব্দ নেই।

CS CamScanner

- যুগস্রষ্টা নজরুল-গ্রন্থটি খান মুহাম্মদ মইনউদ্দিনের ১৯৫৭
- আত্মজীবনীমূলক প্রেমের ইতিহাস 'ন স্যত মৈত্রেয়ী দেবী'।
- রাবেয়া খাতুন বাংলা একাডেমির পুরস্কার পান-১৯৭৩ সাল।
- বাঙালি মুসলমানদের মন- আহমদ তফা।
- প্রাংশু শব্দের অর্থ- দীর্ঘকার, উন্নত, উঁচু।
- মাত্রাবৃত্ত ছন্দ হলো ধ্বনি প্রধান, ধ্বনি মাত্রিক, দুর্বল ভঙ্গির ছন্দ
- স্বরবৃত্ত ছন্দ হলো শ্বাসাঘাত প্রধান, ছড়ার চন্দ্র।
- আর অক্ষরবৃত্তছন্দ হলো তান প্রধান, অক্ষরমাত্রিক, সাধারণ ভঙ্গির ছন্দ
- বর্ণমালার ১ম ও ৩য় ধ্বনি হলো অল্পপ্রান।
- বর্ণমালার ২য় ও ৪র্থ ধ্বনি হলো মহাপ্রান।
- ১ম ও ২য় ধ্বনি হলো অঘোষ ধ্বনি।
- ৩য় ও ৪র্থ ধ্বনি হলো অঘোষ ধ্বনি।
- বিভিষনের স্ত্রীর নাম হলো খরলা।
- যুগলাঙ্গলীয় গ্রন্থেও রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- তিথিডোর বুদ্ধদেব বসুর রচিত উপন্যাস-১৯৪৯।
- বুলবুল চৌধুরী বিখ্যাত কেন- নৃত্য শিল্পীর জন্য।
- ভাই, পুত্র, শিক্ষক, অভাগা, সুকেশ, দেবর, বন্ধু, দাদা, স্বামী প্রভৃতি শব্দের দুটি স্ত্রীবাচক শব্দ আছে।
- কবিরাজ, রাষ্ট্রপতি, পুরোহিত, যোদ্ধা, বিচারপতি, কৃতদার প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীবাচক শব্দ নেই।
- ঈশ্বরচন্দ্র ১৯৩৯ সালে সংস্কৃত কলেজ থেকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি লাভ করেন।
- যৌগিক স্বরধ্বনি হল : ঔ, ঐ।
- 'বন্ধুর' বিশেষণ পদ, এর অর্থ : অসমতল, উঁচু-নিচু।
- হাতভারি শব্দের অর্থ : কৃপণ।
- . যা অধ্যয়ন করা হয়েছে : অধীত।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ড. দীনেশচন্দ্র সেন, ১৮৯৬ সাল
- ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ রচিত গ্রন্থ : বাংলা সাহিত্যের কথা, বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত, ভাষা ও সাহিত্য।
- সুকুমার সেনের গ্রন্থ : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।
- 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক : মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন।
- 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক : সিকান্দার আবু জাফর।
- নাগরিক কবি সমর সেনের কাব্য : কয়েকটি কবিতা।
- 'সাজাহান' নাটক : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। ১৯০৯ সালে।
- 'গড্ডালিকা' রাজশেখর বসুর একটি ছোটগল্প।

CS CamScanner

- 'শেষ লেখা' রবীন্দ্রনাথের অসমাপ্ত কাব্যগ্রন্থ।
- 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইয়ের লেখক : নীহাররঞ্জন রায়।
- সমাসের রীতি সংস্কৃত ভাষা থেকে আগত।
- বাংলা স্বরধ্বনিতে হ্রস্বস্বর ৪ টি ও দীর্ঘস্বর ৭ টি।
- 'মসনদের মোহ' নাটকটি রচনা করেন: শাহাদাৎ
- একই সময়ে বর্তমান : সমসাময়িক।
- হত্যা করার ইচ্ছা-জিঘাংসা হয়ত হবে-সম্ভাব্য
- ঝাকের কৈ-একই দলের লোক
- সুখ তোলা শব্দের অর্থ-প্রসন্ন হওয়া
- রাত্রির শেষ ভাগ-পররাত্র
- প্রভাত শব্দের সমার্থক অর্থ-অরুন
- বিদিত শব্দের বিপরীত শব্দ-অজ্ঞাত
- গিন্নি ও কেষ্ট শব্দ দুইটি অর্ধ তৎসম
- শিরোনাদের প্রধান অংশ-প্রাপকের ঠিকানা
- অনূড়া-যে মেয়ের বিয়ে হয়নি
- উজানের কৈ-সহজলভ্য,নুপুরের ধ্বনি-নিক্বন
- অনুবাদ অর্থ-ভাষান্তরকরণ
- বাক্যে হাইফেন প্রয়োগে থামার প্রয়োজন নেই
- সাধারণ অর্থের বাইরে যা বিশিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে-বাগ্বিধি
- ঢাক ঢাক গুড় গুড় শব্দের অর্থ-লুকোচুরি
- মধুসুদন দত্তের চর্তুদশপদী কবিতাবলী গ্রন্থে 102টি সনেট আছে
- মোসলেম ভারত নামক সাহিত্য পত্রিক্র সম্পাদক-মোজাম্মেল হক
- ক্ষমার যোগ্য-ক্ষমার্হ
- আঠারো শতকের শেষার্ধে ও উনিশ শতকের প্রথমার্ধে শায়ের উদ্ভব ঘটে
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিষবৃক্ষ উপন্যাসের চরিত্র-কুন্দনন্দিনী
- পালামৌ ভ্রমণকাহিনী হল-সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়
- গাছপাথর বাগধারাটির অর্থ-হিসাব নিকাশ

CamScanner

- উওম পুরুষ উপন্যাসের রচয়িতা-রশিদ করিম
- তালব্য বর্ণ-উ,উ নির্মল শব্দের বিপরীত-নোংরা
- ড. জোহরা বেগম কাজী, উপমহাদেশের প্রথম মহিলা চিকিৎসা বিজ্ঞানী
- বামেতর শব্দের অর্থ-ভান মনীষা শব্দের বিপরীত অর্থ-স্হিরতা
- বালির বাধ-ভঙ্গুর
- সাপের খোলস-নির্মোক
- ওয়ারিশ উপন্যাসের লেখক-শওকত আলী
- খেয়া পার করে যে-পাটনী
- যে নারীর হাসি কুটলতাবর্জিত তাকে-শুচস্মিতা বলে
- বেতল পন্ঞ্চবিংশতি গ্রন্হে সর্বপ্রথম যতি চিহ্নের ব্যবহার করে
- কর্মসম্পাদনে পরিশ্রমী-কর্মী
- পূর্ণাঙ্গ অমিতাক্ষর ছন্দে লেখা --- তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য।
- নদী ও নারী উপন্যাসের রচয়িতা – হুমায়ন কবির।
- পূর্ববঙ্গগীতিকা ও ময়মনসিংহ গীতিকা – ড. দীনেশচন্দ্র সেন।
- সত্তরের দশকের কবি – রুদ্র মুহাম্মাদ শহিদুল্লাহ ।
- তরঙ্গভঙ্গ – সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহর নাটক । আমলার মামলা – শওকত ওসমান ।
- বারমাস্যা – নায়িকার বার মাসের সুখ দুঃখের বর্ণনা ।
- সবকটি কবিতা সমর সেন – কাব্যগ্রন্থ ।
- শুদ্ধ বাক্য – তাকে স্নেহশীস দিও।
- চাহিদা শব্দটি পাঞ্জাবী ভাষার শব্দ।
- উপসর্গ শব্দের আগে বসে। প্রত্যয় ও বিভক্তি শব্দের পরে বসে।
- অনুসর্গ শব্দ ও পদের মাঝে বসে।
- সমাস গতিশীল।
- নজরুল ১২ বছর বয়সে লোটো গানের দলে যোগ দেয়।
- কল্লোল শব্দের অর্থ শব্দময় ঢেউ।
- মার্জার অর্থ বিড়াল। সারমেয় অর্থ কুকুর।
- মধ্যযুগের সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শাখা মঙ্গলকাব্য।
- মহুয়া পালার রচয়িতা দ্বিজ কানাই।
- আধুনিক বাংলা মুসলিম সাহিত্যিকের পথিকৃৎ - মীর মোশারফ হোসেন।

CamScanner

- সোনালী কাবিন - আল মাহমুদের কাব্যগ্রন্থ - ১৯৭৩ সাল।
- সওগাত পত্রিকার সম্পাদক - মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- তাজকেরাতুল আওলিয়া গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত তাপসমালা গ্রন্থে ৯৬ জন মুসলিম সাধকের জীবন কাহিনী আলোচিত হয়েছে। ভাই গিরীশচন্দ্র সেন।
- পথের আওয়াজ পাওয়া যায়, নরুলদীনের সারাজীবন, গনণায়ন্ত্র সৈয়দ সামসুল হকের নাটক।
- কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাস - মৃত্যুক্ষুধা, বাঁধনহারা, কুহেলিকা।
- মানপত্রের অপর নাম - অভিনন্দন পত্র।
- নিরানব্বই এর ধাক্কা বাগধারার অর্থ - সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি।
- বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত - ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ।
- পুণ্যে মতি হোক - এখানে পুণ্যে শব্দটি বিশেষ্য পদ।
- অভিনিবেশ শব্দের অর্থ - মনোযোগ, একাগ্রতা।
- সিকান্দর আবু জাফরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য - প্রকৃতি ও মানুষ।
- ইতিহাস মালা (১৮২২) উইলিয়াম কেরি সংকলিত বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টি গল্পের সংগ্রহ।
- সুধীন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেন - তন্বী ও অর্কেস্ট্রা।
- ১৯৭২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি বাংলা একাডেমিতে "মুক্তধারা" প্রকাশন প্রথম বই মেলা শুরু করে।
- ১৯৭৮ সালে বাংলা একাডেমি গ্রন্থমেলা শুরু করে।
- ১৯৮৪ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলা নামকরণ করা হয়।
- শিল্পকলা একাডেমি ঢাকা বই মেলা আয়োজন করে।
- নারী, ঈশ্বর, মানুষ, কুলি মজুর নজরুলের সাম্যবাদী কাব্যের কবিতা।
- অর্বাচীন শব্দের অর্থ নির্বোধ, অপরিপক্ক, নবীন।
- খয়ের খাঁ বাগধারার অর্থ - তোষামদকারী।
- বিবাহ শব্দের প্রতিশব্দ - পরিনয়, পানি গ্রহণ, পানি পীড়ন।
- পানি - প্রার্থী শব্দের অর্থ - বিবাহের অভিলাষী।
- অক্ষর উচ্চারণের কাল পরিমাণকে - ধ্বনি বলে।
- উচ্চারণকালের পরিমানকে মাত্রা বলে।
- শাশ্বত বঙ্গ গ্রন্থের রচয়িতা - কাজী আবদুল ওদুদ (১৯৫১)
- অচলা, সুরেশ ও মহিম শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ উপন্যাসের চরিত্র।
- বিমলা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের ঘরে বাইরে উপন্যাসের নায়িকা।
- আত্মজা ও একটি করবী গাছ গল্পের লেখক হাসান আজিজুল হক।
- নয়নতারা সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহর শ্রেষ্ঠ গল্পগ্রন্থ।
- সওগাত পত্রিকার সম্পাদক – নাসির উদ্দিন।
- শরৎ চন্দ্রের জন্ম – হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে।

CamScanner

- নদের চাঁদ মহুয়া গীতিকার নায়ক।
- চক্ষু দ্বারা গৃহীত / চক্ষুর সম্মুখে সংঘটিত – চাক্ষুস
- অক্ষির সমক্ষে বর্তমান – প্রত্যক্ষ
- Metaphor – রূপক/অনুপমা।

CamScanner

বাংলাদেশ বিষয়াবলি

- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের নৃগোষ্ঠীগুলো হলো—চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, পাংখুয়া ও খুমি।
- বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশের নৃগোষ্ঠীগুলো হলো—গারো, হাজং, কোচ, খাসি ও মনিপুরি।
- গারো, হাজং ও কোচ নৃগোষ্ঠীর লোকজন বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলে বসবাস করে। [৩৭ তম বিসিএস]
- খাসি ও মনিপুরি নৃগোষ্ঠীর লোকজন সিলেট অঞ্চলে বসবাস করে।
- রাখাইনরা কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হলো –চাকমা।
- চাকমারা বসবাস করে—রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ওখাগড়াছড়ি জেলায়।
- চাকমাদের পাড়াকে বলে – আদাম।
- চাকমা সমাজ - পিতৃতান্ত্রিক।
- চাকমাদের চাষাবাদ পদ্ধতিকে 'জুম' বলা হয়।
- চাকমারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- চাকমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সর্ববৃহৎ উৎসবের না—'বিজু'।
- গারোরা বসবাস করে—ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, নেত্রকোনা, শেরপুর, জামালপুর ও গাজীপুর।
- গারোরা নিজেদের পরিচয় দিতে পছন্দ করে—'মান্দি' নামে।
- গপরোদের সমাজ –মাতৃতান্ত্রিক।
- গারো সমাজের মূলে রয়েছে – মাহারি বা মাত্রিগোত্র।
- গারো সমাজে পাঁচটি দল রয়েছে। সাংমা, মারাক, মোমিন, শিরা ও আরেং।
- গারোদের আদি ধর্মের নাম – 'সাংসারেক'।
- গারোদের প্রধান দেবতার নাম – 'তাতারা রাবুগা'।
- গারোদের প্রধান উৎসবের নাম—'ওয়াগালা'।
- গারোদের ভাষার নাম –'আচিক খুসিক'।
- সাঁওতালরা বসবাস করে—রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর ও বগুড়া জেলায়।
- সাঁওতাল সমাজ হলো –পিতৃসূত্রীয়।
- সাঁওতালরা কেউ কেউ হিন্দু ধর্ম আবার কেউ কেউ খ্রিষ্টান ধর্ম পালন করে।
- সাঁওতালরা 'সোহরাই' ও 'বাহা' উৎসব পালন করে।
- ১৮৫৫ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপমহাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা।

CS CamScanner

- সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই নায়ক সিধু ও কানুকে সাঁওতালরা বীর হিসেবে ভক্তি করে।
- পাঙ্গন নৃগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মের অনুসারী।
- মারমারা তাদের গ্রামকে 'রোয়া' এবং গ্রামের প্রধানকে 'রোয়াজা' বলে।
- মারমারা সাংগ্রাই উৎসব পালন করে। এসময়ে তারা 'পানিখেলা বা 'জলোৎসব' এ মেতে ওঠে।
- রাখাইনরা বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও বরগুনা জেলায় বসবাস করে।
- 'রাখাইন' শব্দটির উৎপত্তি 'রাক্ষাইন' থেকে। যার অর্থ হচ্ছে রক্ষণশীল।
- রাখাইনদের আদিবাস – বর্তমান মিয়ানমার।
- রাখাইন পরিবার - পিতৃতান্ত্রিক।
- বাংলাদেশের রাখাইনরা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী।
- রাখাইনরা চৈত্র সংক্রান্তিতে সাংগ্রাই উৎসব পালন করে।
- ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় – ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট রাতে।
- ''তমদ্দুন মজলিস'' নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয় – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৭ সাল।
- ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষার দাবি করেন—ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
- বাংলা ভাষা দাবি দিবষ – ১১ মার্চ।
- ''উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'' এই ঘোষণা দেন—মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।
- ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় –২০ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।
- মিছিল, মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো – ১ মাসের জন্য।
- ২১ শে ফেব্রুয়ারি ''শহিদ দিবস'' হিসেবে পালন হয়ে আসছে ১৯৫৩ সাল থেকে।
- ইউনেস্ক বাংলা ভাষাকে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার'' স্বীকৃতি দেয় –১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর।
- 'আওয়ামী মুসলীম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন।
- ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয় -৪ টি দল নিয়ে।
- যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিলো – নৌকা।
- ২১ দফাকে বলা হয় – বাঙ্গালীর স্বার্থ রক্ষার সনদ।
- ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট ২৩৭ টি আসনের মধ্যে২২৩ টিতে বিজয়ী হয়।
- মৌলিক গণতন্ত্র নামে একটি শাসন ব্যবস্থা চালু করেন – সামরিক শাসক আইয়ুব খান।
- ৬ দফা তুলে ধরা হয় – ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি, পাকিস্তানের লাহোরে।
- আইয়ুব সরকার ৬ দফাকে উল্লেখ্য করেন – 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মসূচি' হিসেবে।

CamScanner

- ৬ দফাকে বলা হয় বাঙ্গালীর – মুক্তির সনদ।
- ৬ দফাকে তুলনা করা হয় – ব্রিটিশ আইন ম্যাগনাকার্টার সাথে
- আগরতলা মামলার নাম – 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য'।
- আগড়তলা মামলার আসামি ছিলেন –৩৫ জন।
- আগড়তলা মামলা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেয়া হয় –১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি।
- শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেয়া হয়—২৩ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আসাদ শহীদ হন – ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে।
- আওয়ামী লীগ ১৯৭০ এর নির্বাচনকে ৬ দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে অভিহিত করেন।
- ১৯৭০ সালে ৭ ডিসেম্বরের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ১৬৭ টি আসনে জয়লাভ করে।
- ১৯৭০ সালে ১৭ ডিসেম্বরের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি আসনে জয়লাভ করে।
- 'মসলিন' নামক বিশ্বখ্যাত সূক্ষ বস্ত্র শিল্পের প্রধান প্রাণকেন্দ্র ছিলো—ঢাকায়।
- মসলিনের বস্ত্র এ সূক্ষ ছিলো যে ২০ গজ মসলিন একটি নস্যির কৌটায় ভরে রাখা যেতো।
- শঙ্খ শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিলো—ঢাকা। ঢাকার শাখারি পট্টি আজও সেকথা স্মরণ করিয়ে দেয়।
- বরিশালের পূর্বনাম ছিলো—বাকলা।
- বিখ্যাত ভ্রমনকারী ইবনে বতুতা বাংলায় এসেছিলেন – চৌদ্দ শতকে।
- ১৩৬৯ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সিকান্দ্র শাহ গৌড়ের 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন।
- গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের সমাধি অবস্থিত—নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে। '
- 'পাঁচ পীরের দরগাহ' নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- ১৪১৮-১৪২৩ সালে পাণ্ডয়ার 'এক লাখি মসজিদ' নির্মাণ করেন—সুলতান জালাল উদ্দীন।
- গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ বা বারদুয়ারি মসজিদ নির্মাণ কাজ করেন—হুসেন শাহ।
- গৌড়ের ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন –ওয়ালি মুহাম্মদ।
- খান জাহান আলীর সমাধি অবস্থিত—বাগেরহাটে। ১৪৫৯ সালে তার মৃত্যু হয়েছিলো।
- ষাট গম্বুজ মসজিদের গম্বুজ সংখ্যা ---- (৭৭+৪)= ৮১ টি।
- ঢাকা জেলার রামপালে ১৪৮৩ সালে নির্মিত হয় 'বাবা আদমের মসজিদ'।
- মহনবী (সাঃ) এর পদচিহ্নের প্রতি সম্মান প্রদর্শেনের জন্য নির্মিত হয়েছে—'কদম রসুল' মসজিদ। ১৫৩১ সালে এটি নির্মান করেন—নসরত শাহ।
- স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের জন্য বাংলায় মুঘলদের যুগকে 'স্বর্ণযুগ' বলে।

CamScanner

- ঢাকার 'বড় কাটার ' নির্মাণ করেন—শাহ সুজা।
- নারায়নগঞ্জে হাজিগঞ্জ দুর্গ নির্মাণ করেন—মির জুমলা।
- 'লালবাগের শাহি মসজিদ' নির্মাণ করেন—শাহজাদা আজম।
- ১৬৬৩ সালে 'ছোট কাটারা' নির্মাণ করেন—শায়েস্তা খান। এটি বড় কাটারা হতে ২০০ গজ দূরে অবস্থিত।
- লালবাগ কেল্লার নির্মাণ কাজ শুরু করেন—শাহজাদা আজম ১৬৭৮ সালে।
- 'লালবাগ কেল্লা'র নির্মাণ কাজ শেষ করেন—শায়েস্তা খান। [৩৬ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি]
- লালবাগ কেল্লার ভেতরে রয়েছে শায়েস্তা খানের কন্যা বিবি পরির সমাধি সৌধ।
- ১৬৭৬ সালে শায়েস্তা খান হোসেনি দালান নির্মাণ করেন।
- চক বাজারের মসজিদ ও সাত গম্বুজ মসজি নির্মাণ করেন—শায়েস্তা খান।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
- প্রথম বাঙ্গালি মুসলমান কবি শাহ মুহম্মদ সগীর রচনা করেন—প্রণয়মূলক কাব্য 'ইউসুফ-জোলেখা'।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সদস্য ছিলো—২১৮ জন।
- ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয় – ১৬০০ সালে, লন্ডনে।
- ইংরেজরা ভারতবর্ষে আগমন করেছিলো—মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে।
- ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয় –১৬৯৮ সালে, কোলকাতায়, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার মসনদে আরোহণ করেন – ১০ এপ্রিল ১৭৫৬ সালে।
- পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়—১৭৫৭ সালের ২৩ জুন।
- নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় – ২৯ শে জুন ১৭৫৭ সালে।
- 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তিত হয় –১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনামলে।
- সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় – ১৮৫৭ সালে।
- ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে –১৮৫৮ সালে।
- সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়—১৮৮৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর।
- ১৯০৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা হয় এবং ১৫ অক্টোবর তা কার্যকর হয়।
- বঙ্গভঙ্গের সময় ভারতের বড় লাট ছিলেন -- লর্ড কার্জন।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন—ব্যামফিল্ড ফুলার।
- বঙ্গভঙ্গের ফলে সৃষ্ট 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' প্রদেশের রাজধানী ছিলো – ঢাকায়।
- বঙ্গভঙ্গ রদ হয় – ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর।

CamScanner

- নিভিল ভারত মুসলিম লীগ / সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় –৩০ ডিসেম্বর ১৯০৬ সালে।
- মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন পাশ হয়—১৯০৯ সালের ২৫ মে।
- মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার আইন পাস হয়-১৯১৯ সালে।
- হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির লক্ষে – ১৯২৩ সালে 'বেঙ্গল প্যাক্ট' চুক্তি হয়।
- ১৯৪৭ সালের 'ভারত স্বাধীনতা আইন' ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাশ হয় –১৮ জুলাই ১৯৪৭ সালে।
- চা বোর্ড - চট্টগ্রাম, চা গবেষণা কেন্দ্র - মৌলভীবাজার।
- সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত সিলেটের লালাখালে, কম বৃষ্টিপাত নাটোরের লালপুরে।
- সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নাটোরের লালপুর, সর্বনিম্ন সিলেটের শ্রীমঙ্গল।
- বাংলাদেশ ডাক জাদুঘর ঢাকাতে, পোস্টাল একাডেমী রাজশাহী।
- উত্তরা গণভবন দীঘাপাতিয়ার রাজপ্রসাদ ছিল।
- প্রাচীন গৌড় নগরীর অংশ বিশেষ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
- . শিখা অনির্বান ঢাকা সেনানিবাসে।
- শিখা চিরন্তন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে।
- বাংলাদেশে নদের সংখ্যা ৪ টি
- 'রায়বেঁশ নৃত্য' একটি কামরুল হাসানের শিল্পকর্ম।
- শায়েস্তা খার পুত্র উমিদ খাঁ সাত মসজিদ নির্মান করেন ১৬৮০ সালে।
- বাংলাদেশে তৈরি ১ম যাত্রীবাহী জাহাজের নাম এম ভি বাঙ্গাল,, জাহাজটি তৈির করছেন-ওয়েষ্টার্ন মেরিন শিপাইয়ার্ড লি: ।
- ওয়ানগালা-গারো,সাংগ্রাই-মারমা,বিজু-চাকমা,সাংগ্রাং-রাখাইনদের বর্ষবরনের নাম।
- চট্রগাম জেলার মিসরাই এবং ফেনী জেলার সোনাগাজী মহুরী সেচ প্রকল্প এলাকায় প্রথম বায়ু বিদুৎ কেন্দ্র অবস্থিত।
- বাংলাদেশে ১ম বেসরকারি বিমান সংস্থা -অ্যারোবেঙ্গল এয়ার।
- শামশুদ্দীন ইলতুত মিসকে সুলতান- ই-আজম বলা হতো।
- ১৪৮)জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষধের ১ম বাংলাদেশি সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম চৌধুরী -২০০১ এর জুন মাসে।
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মান করেন মির্জা আহমেদ জান।
- ঢাকার তারা মসজিদ নির্মান করেন মির্জা গোলাম পীর।
- ১৯৫৬ সালের ৪ মার্চ এক কে ফজলুল হক বাংলার গর্ভনর হন।

CS CamScanner

- বল হচ্ছে যশোহর শহরের বিখ্যাত নৃত্য।
- সনাতন শব্দের অর্থ চিরন্তন।
- ভোমরা স্থলবন্দর সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত স্থল বন্দর।
- হিলি ও বিরল দিনাজপুরে অবস্থিত স্থল বন্দর।
- উপমহাদেশে ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন শেরশাহ,,আসল নাম ফরিদ খান।
- চাকমা,মণিপুরী,রাখাইন নৃ-গোষ্ঠির নিজস্ব বর্নমালা আছে,,,চাকমা-মনখেমের,মণিপুরী-অহমিয়া,রাখাইন--মনখেমের
- বাংলাদেশের উঁচু জমি-উত্তরাঞ্চলে
- ব্যবসার হার হচ্ছে -রপ্তানি ও আমদানি দামের হার
- কম বৃষটিপাত হয় -নাটোরের লালপুরে-বেশি হয় -সিলেটের লালখানে
- মোস্তফা মনোয়ার মিশুকের স্থাপতি।
- মুক্তির কথা মুক্তির গান পরিচালনা করেছেন তারেক মাসুদ।
- তেভাগা আন্দোলন হয় চাপাইনবাবগঞ্জে-১৯৫০ (ইলা মিত্র)
- বেতবুনিয়া ভুউপগ্রহ কেন্দ্র রাঙ্গামাটি-১৯৭৫
- জিজিয়া কর রহিত করেন সম্রাট আকবর
- কৈবর্ত বিদ্রহের নেতা ছিলেন – দিব্য।
- দিনাজপুর রামসাগরের প্রতিষ্ঠাতা - রামনাথ।
- পঞ্চগড় জেলায় আর্গনিক চা উৎপন্ন হয়।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বত চুড়া বিজয় তাজিংডং বা বিজয়। উচ্চতা- ১২৩১ মিটার বা ৪০৩৯ ফুট।
- ৮ আগষ্ট ১৯৯৩ প্রথম সেলফোন চালু হয় সিটিসেল।
- ৪৩১. জীবনতরী হলো ভাসমান হাসপাতাল।
- PM বলেতে - M কে P এর সূচক বুঝায়।
- জাতীয় ই-তথ্যেকোষ- ২৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১১।
- হুমায়ন তার শাসনকালে বাংলায়- প্রতিষ্ঠালাভে ব্যর্থ হয়।
- বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতা সোনার গাঁও আসে-১৩৪৬
- প্রাচীন বঙ্গ জনপদের অংশবিশেষ হলকুষ্টিয়া জেলা।
- ২৫ মার্চ, ২০১০ যুদ্ধাপরাধের বিচারের জন্য ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়।
- ভোলা জেলার পূর্ব নাম- শাহবাজপুর।
- ১৯৭২ সালে মুক্তধারা প্রকাশন গ্রন্থমেলা শুরু করে।
- ভোমরা স্থলবন্দও সাতক্ষীরা জেলায় অবস্থিত।

CamScanner

- বাংলাদেশে ১৪ টি পরমানু চিকিৎসা কেন্দ্র আছে।
- রাষ্ট্রীয় প্রতীকের ডিজাইনার-কামরুল হাসান
- রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামের ডিজাইনার-এ , এন ,এ সাহা
- ৯৪(২) ধারা মোতাবেক সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি ১১ জন
- ১৪ ডিসেম্বর ২০১০ আমগাছকে জাতীয় বৃক্ষ হিসেবে ঘোষনা
- বাংলাদেশ প্রথম আইসিসি ট্রফিতে অঙশগ্রহন করে-১৯৭৯ সালে
- ৬ষ্ঠ আইসিসি ট্রফিতে কেনিয়াকে হারিয়ে বাঙলাদেশ চ্যাম্পিয়ন-১৯৯৭ সালে
- সর্বশেষ স্বাধীন সুলতান হলো-গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ
- উপমহাদেশে রাজস্ব বোর্ড স্হাপন-ওয়ারেন হেস্টিংস।
- ছোট ও বড় সোনা মসজিদ চাপাইনবাবগঞ্জে অবস্থিত।
- ছোট সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন – আলাউদ্দিন হোসেন শাহ্ ।
- বড় সোনা মসজিদ নির্মাণ করেন – নুসরত শাহ্ ।
- দুইটা মসজিদই সুলতানি আমলে।
- বাংলাদেশ প্রথম NAM সম্মেলনে যোগদেয় – ১৯৯৩
- মুক্তিযুদ্ধ স্বারক ভাস্কর্য নাম যুক্ত বাংলা – রশিদ আহমেদ ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওড় – হাকালুকি হাওড় । সিলেট ও মৌলভীরবাজার ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল – চলন বিল । পাবনা, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ।
- মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা আমার কিছু কথা – বঙ্গবন্ধু ।
- বর্ণালী ও শুভ্র উন্নত জাতের ভুট্টার নাম ।
- প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার-সংবিধান-১২২(১)
- গাম্ভীরা –রাজশাহী অঞ্চলের লোক সঙ্গীত
- নাফ নদীর দৈর্ঘ-৫৬ কিঃমিঃ
- বিধবা বিবাহ আইন-১৯৫৬ সাল ২৬ জুলাই
- মারমা জাতি বাস করে চট্টগ্রামের চিম্বুক পাহাড়ের পাদদেশে , এদের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানের নাম সাংড়াই।
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয় দুইবার ➡ ১৯৮৬(৪১ তম অধিবেশন) আর ১৯৯৯ সালে । সভাপতির দায়িত্ব পালনকারী একমাত্র ব্যক্তি ➡ হুমায়ন রশীদ চৌধুরি ।
- রাজবংশী নামক আদিবাসীদের বাস ➡ রংপুর ও শেরপুরে ।

CamScanner

- জাতীয় প্রেসক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ➡ ১৯৫৪ সালে।
- সেন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন – বিজয় সেন।
- বাংলার শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজা ছিলেন – লক্ষণ সেন।
- সর্বপ্রথম ডিজিটাল জেলা – যশোর ২০ ডিসেম্বর ২০১২।
- ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড ফ্রস্ট বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার বক্তব্য নেয়।
- বাংলাদেশে সরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ৫ টি।
- সুরসম্রাট আলাউদ্দিন খান ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম গ্রহন করেন।
- সবচেয়ে বেশি চালকল আছে – নওগাঁ জেলায়।
- জয়ন্তিকা পাহাড় সিলেটে অবস্থিত, গারো পাহাড় ময়মনসিংহে অবস্থিত।
- কালো পাহাড় বা পাহাড়ের রাণী বলা হয় চিম্বুক পাহাড়কে, যা বান্দরবানে অবস্থিত।
- পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল আর শ্রেষ্ঠ রাজা ধর্মপাল।
- আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক স্যার সৈয়দ আহমদ খান।
- ফরাসী ভাষায় লিখিত বাংলার মুসলিম শাসনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক গ্রন্থ – রিয়াজ উপসালতিন।
- বাংলাদেশের দ্রুততম মানব ও মানবী যথাক্রমে – মেজবাহ আহমদ ও শিরিন আক্তার, নৌবাহিনীর সদস্য।
- বাঙ্গালী' ও 'যমুনা' নদীর সংযোগস্থল : বগুড়া।
- ধলেশ্বরী নদীর শাখা নদী : বুড়িগঙ্গা।
- আদিনাথ মন্দির অবস্থিত-মহেশখালী দ্বীপে।
- বাংলাদেশ ক্রিড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (বিকেএসপি) : ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৬
- বাংলাদেশের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রদূত : তাহমিনা খান ডলি।
- মানুষ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।
- মহামুনি বিহার : চট্টগ্রামের রাউজানে।
- ইংরেজি ভাষা সরকারি ভাষা হিসাবে দেশে ব্যবহার করা হয় : ১৮২৪ সাল।
- জিজিয়া কর রহিত করেন : আকবর।
- মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে : ভৈরব বাজারে।
- বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পরিবেশ নীতি ঘোষণা করে : ১৯৯২ সালে।
- কৃষিতে রবি মৌসুম- কার্তিক-ফাল্গুন।
- সোনামসজিদ স্থলবন্দর-চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

CamScanner

- কুষ্টিয়া নদী গড়াই নদীর তীওে অবস্থিত।
- জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি-ময়মনসিংহ ১৯৭৭।
- মুক্তিযুদ্ধেও স্মারক ভাস্কর্য বিজয় ৭১- কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, বদরুল ইসলাম।
- কুশিয়ারা ও সুরমা নদীদ্বয়ের মিলিত স্রোত মেঘনা।
- বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে – কর্কটক্রান্তি রেখা।
- বাংলাদেশ ২০° ৩৪' উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬° ৩৮' উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ ৮৮° ০১' পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ৯২° ৪১' পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।
- ২০১৫ সালের ৩১ জুলাই ভারতের সাথে ছিটমহল বিনিময়ের ফলে এদেশের সাথে ১০,০৪১ একর জমি যোগ হয়।
- বাংলাদেশের টেরিটোরিয়াল বা রাজনৈতিক সমুদ্রসীম – ১২ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা বা Exclusive Economic Zone – ২০০ নটিক্যাল মাইল।
- বাংলাদেশের উপকূলীয় ভূখণ্ড সমুদ্রে ৩৫০ নটিক্যাল মাইল পযর্ন্ত যার ভৌগোলিক নাম মহীসোপান।
- বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা—৪৭১১ কি.মি।
- বাংলাদেশ-ভারতের সীমারেখা—৩৭১৫ কি.মি।
- বাংলাদেশ-মিয়ানমারের সীমারেখা—২৮০ কি.মি.।
- ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে – ৩ টি ভাগে ভাগ করা যায়।
- টারশিয়ারি যুগের পাহাড় সমূহকে –২ ভাগে ভাগ করা যায়।
- বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা – ৬১০ মিটার।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ –তাজিনডং(বিজয়) উচ্চতা ১২৩১ মিটার। এটি বান্দরবনে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ –২৫০০০ বছরের পুরোনো।
- বরেন্দ্রভূমি বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। মাটি ধূসর ও লাল। আয়তন ৯৩২০ বর্গ কি. মি.।
- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমির আয়তন—১, ২৪, ২৬৬ বর্গ কি. মি.।
- বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিকে -- ৫ টি ভাগে ভাগ করা যায়।
- সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু জায়গা – দিনাজপুর। উচ্চতা-৩৭.৫০ মিটার।
- বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় –৭০০ টি।
- বাংলাদেশের নদীসমূহের মোট দৈর্ঘ্য হলো প্রায়—২২,১৫৫ কিলোমিটার।
- পদ্মা নদীর উৎপত্তি হয়েছে –হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।
- পদ্মা নদী যমুনা নদীরসাথে মিলিত হয়েছে – দৌলতদিয়ার কছে।
- পদ্মা ও মেঘনা নদী মিলিত হয়েছে – চাঁদপুরে।

CamScanner

- পদ্মার প্রধান শাখানদী হলো—কুমার, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ ইত্যাদি।
- পদ্মার উপনদী হলো—পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক, ট্যাংগন, মহানন্দা ইত্যাদি।
- ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি হয়েছে—হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হতে।
- ব্রহ্মপুত্র নদের শাখানদী হলো—বংশী ও শীতালক্ষা।
- ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান উপনদী হলো—তিস্তা ও ধরলা।
- ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের শাখা যমুনা নদী নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়।
- যমুনার প্রধান উপনদী হলো – করতোয়া ও আত্রাই।
- যমুনার শাখানদী হলো –ধলেশ্বরী। আবার ধলেশ্বরী নদীর শাখানদী হলো—বুড়িগঙ্গা।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম, প্রশস্ততম ও দীর্ঘতম নদী মেঘনা।
- মেঘনার উপনদী হলো—মনু, বাউলাউ, তিতাস, গোমতী।
- আসাসের বরাক নদী সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় পরবেশ করেছে।
- কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে।
- কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী হলো—কাসালং, হালদা ও বোয়ালখালী।
- বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস -- এপ্রিল।
- বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা –২৬.০১° সেলসিয়াস। গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটর।
- বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি হচ্ছে – আলাপ-আলোচনার মধ্যমে প্রণীত সংবিধান।
- লেখার ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথাঃ ক. লিখিত সংবিধান খ. অলিখিত সংবিধান
- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধান লিখিত সংবিধান। ব্রিটিশ সংবিধান অলিখিত।
- সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দুই প্রকার। যথাঃ- ক. সুপরিবর্তনীয় সংবিধান খ. দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
- ব্রিটিশ সংবিধান সুপরিবর্তনীয়। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়।
- বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে সংবিধান প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। এর সভাপতি ছিলেন –ড. কামাল হোসেন।
- খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির প্রথম বৈঠক বসে – ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল।
- ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে উত্থাপিত হয়। উত্থাপন করেন ড. কামাল হোসেন।
- ৪ নভেম্বর ১৯৭২ সালে খসড়া সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে তা কার্যকর করা হয়।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩ টি অনচ্ছেদ, ১১ টি ভাগ, একটি প্রস্তাবনা ও ৭ টি তফসিল রয়েছে।

CamScanner

- বাংলাদেশের সংবিধান দুস্পরিবর্তনীয়। তবে পরিবর্তন বা সংশোধন করতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি লাগবে
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ৪ টি। যথাঃ- ক. জাতীয়তাবাদ, খ. সমাজতন্ত্র. গ. গণতন্ত্র ঘ. ধর্মনিরপেক্ষতা।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো – সংবিধান।
- সংবিধান অনুযায়ীএদেশের নাগরিকরা ভোটাধিকার লাভ করতে পারবে --১৮ বছর বয়স হলে ।
- বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।
- বাংলাদেশ একটি এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। বাংলাদেশের আইনসভা এক কক্ষবিশিষ্ট। আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ
- জাতীয় সংসদে ৩৫০ টি আসন রয়েছে। মহিলাদের জন্য ৫০ টি আসন সংরক্ষিত রয়েছে।
- জাতীয় সংসদের মেয়াদ ৫ বছর।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন হলো- সংবিধান।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত সংবিধান সংশোধন হয়েছে –১৬ বার।
- সংবিধানের প্রথম সংশোধনী হয় –১৫ জুলাই ১৯৭৩ সালে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার জন্য।
- দ্বিতীয় সংশোধনী হয় –২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে। 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার ক্ষমতা দেওয়ার জন্য।
- তৃতীয় সংশোধনী হয় – ২৩ নভেম্বর ১৯৭৪ সালে। মুজিব-ইন্দিরা গান্ধীর বাংলাদেশ- ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী বেরুবাড়িকে ভারতের নিকট হস্তান্তরের বৈধতার জন্য।
- চতুর্থ সংশোধনীর হয় – ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে। সংসদীয় সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন। উপরাষ্ট্রপতির পদ সৃষ্টি। সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্তি ও একটিমাত্র জাতীয় দল সৃষ্টি।
- পঞ্চম সংশোধনী হয় – ৬ এপ্রিল ১৯৭৯ সালে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের সকল কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন। বাংলাদেশের নাগরিকতা 'বাঙ্গালি' থেকে 'বাংলাদেশি' করা।
- অষ্টম সংশোধনী হয়—৭ জুন ১৯৮৮ সালে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের ৬ টি স্থায়ী বেঞ্চ স্থাপন। Dacca থেকে Dhaka এবং Bengali থেকে Bangla পরিবর্তন।
- দ্বাদশ সংশোধনী হয়—৬ আগষ্ট ১৯৯১ সালে। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থার পরিবর্তে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন। উপরাষ্ট্রপতির পদ বিলুপ্তি।
- এয়োদশ সংশোধনী হয়– ২৭ মার্চ ১৯৯৬ সালে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রবর্তন।
- চতুর্দশ সংশোধনী হয়—১৬ মে ২০০৪ সালে। মহিলাদের জন্য ৪৫ টি আসন। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সংরক্ষণ। সুপ্রিমকোর্টের বিচারক, পিএসসির চেয়ারম্যানের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধি। অর্থ বিল ও সংসদ সদস্যদের শপথ।

CamScanner

- পঞ্চদশ সংশোধনী হয়—৩০ জুন ২০১১ সালে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলুপ্তিকরণ। ১৯৭২ এর মূল সংবিধানের রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতি যথাঃ জাতীয়তবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রবর্তন। নারীদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত ৫০ টি আসন।
- ষোড়শ সংশোধনী হয়—১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৪ সালে। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণের ক্ষমতা সংসদের হাতে ফিরিয়ি আনার বিধান পুনঃপ্রবর্তন।
- বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের অগ্রযাত্রা শুরু হয় – ১৯৭৬ সালে।
- বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের ক্ষেত্রে পাটের জায়গা দখল করে নেয় – তৈরি পোশাক শিল্প।
- বাংলাদেশে 'এক্সপোর্ট প্রোসেসিং জোন অথরিটি' আইন চালু হয় – ১৯৮০ সালে।
- বাংলাদেশে সরকারি EPZ রয়েছে –৮টি। [৩৭ তম বিসিএস]
- পৃথিবীর বৃহত্তম পাট উৎপাদনকারী দেশ – বাংলাদেশ।
- পাটের জীবন রহস্য আবিষ্কার করেন—ড. মাকসুদুল আলম।
- আজমজী জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো—১৯৫১ সালে।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট – শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত।
- ঢাকার হাজরীবাগে চামড়া শিল্প রয়েছে – ২০৪ টি।
- 'সোনালি শিল্প' বলা হয় – তৈরি পোশাক শিল্পকে।
- বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানি করে – ১০-১২ আইটেমের।
- বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণের নাম -- তৈরি পোশাক।
- বাংলাদেশে পোশাক তৈরির কারখানা আছে –৫০০০ টি।
- PPP এর পূর্ণরূপ -- Public Private Partnership
- স্বাধীনতার পর থেকে এ পযর্ন্ত শিল্পনীতি ঘোষিত হয়েছে – ৭ টি। প্রথম – ১৯৭৩ সালে, শেষ-১০১০ সালে।
- 'রূপকল্প-২০২১' অনুযায়ী ২০২১ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ের ৪০ শতাংশ শিল্প খাতের অবদান থাকবে।
- BAPA (বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন) :২000
- ব্রহ্মপুত্র নদ জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জে এসে বিভক্ত হয়েছে।
- ঢাকা রাজধানী হয়েছে পাঁচ বার : ১৬১০, ১৬৬০, ১৯০৫, ১৯৪৭ ও ১৯৭১ সালে।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন : ১৯৬৪, রঙ্গিন : ১৯৮০ সালে।
- মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : বাবর
- বাংলায় মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা : আকবর, ১৫৭৬ সালে।
- বাংলাকে 'জান্নাতাবাদ' ঘোষণা করেন : হুমায়ূন।

CS CamScanner

- বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ : ২৩ জানুয়ারি, ২০১১
- বাংলা একাডেমির প্রথম সভাপতি : মাওলানা আকরাম খাঁ।
- বাংলা একাডেমির প্রথম মহাপরিচালক : ড. মাযহারুল ইসলাম।
- সম্রাট আকবর মুঘল আমলে হিজরী ও বাংলা সনকে ভিত্তি করে ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দের ১০/১১ মার্চ বাংলা সন প্রবর্তন করেন।
- ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ ১৩৩৮ সালে বাংলায় প্রথম স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা করেন।
- ইলিয়াস শাহ প্রথম সমগ্র বাংলার অধিপতি হন।
- ১০ নং সেক্টরে ৮ জন বাঙ্গালী কর্মকর্তা দায়িত্বে ছিলেন।
- আমার বন্ধু রাশেদ সিনামার পরিচালক- মোরশেদুল ইসলাম
- বুড়িগঙ্গা নদীটি ধলেশ্বরীর শাখা নদী ।
- ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রতিরোধ্য রোগের সংখ্যা-৭টি ।
- সারভারের সাথে সংযুক্ত কম্পিউটারকে হোস্ট বলে ।
- কান্তজির মন্দিও দিনাজপুরে অবস্থিত ।
- মেশিন রিডাবল পাসপোর্ট- ২ জুন ২০১০ বাংলাদেশে ।
- গনপ্রতিনিধি আদেশ অদ্যাদেশ ২০০৮- ১৯ আগস্ট ২০০৮ ।
- বুড়িমাড়ি স্থল বন্দর লালমনিরহাট এ । অপরদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রবান্দা অবস্থিত ।
- ঢাকা পৌরসভা ঘোষনা হয়-১লা আগস্ট ১৮৬৪ সালে ।
- মালভূমি বাংলাদেশে পাওয়া যায় না ।
- সিলেটের উত্তওে মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত ।
- Response of the living and non-living- জগদীস চন্দ্র বসু ।
- টপ্পা গানের জনক- রামনিধি গুপ্ত ।
- ভবদহ বিল-যশোর
- স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ভাস্কর্য-অঙ্গীকার-চাদপুর
- তালিবাবাদ উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র চালু হয়-১৯৮২ সালে
- সাত গম্বুজ মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা-শায়েস্তা্ খার পুত্র উমিদ খাঁ
- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মাণ করেন-মির্জা আহমদ খান
- হরিপুরে তেল আবিষ্কার হয়েছে-১৯৮৬ সালে
- জামাল নজরুল ইসলাম একজন পদার্থবিজ্ঞানী । বাড়ী ঝিনাইদহ
- প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল-সংবিধানের ১১৭নং অনুচ্ছেদ

CamScanner

- কাফকো(কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি) জাপানের সহায়তায় গড়ে উঠা সার কারখানা
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম গাছের নাম-বৈলাম
- উয়ারি বটেশ্বর নরসিংদী জেলার বেলার উপজেলায় এখানে পদ্মমন্দিরের খোঁজ পাওয়া গেছে
- নারী,শিশু ও অনাগ্রসর জাতির অধিকার-২৮ অনুচ্ছেদ
- মা ও মনি হলো একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার নাম
- ২৩ মার্চ ১৯৬৬ – আনুষ্ঠানিক ভাবে ৬ দফা ঘোষিত হয়।
- পানি পথের যুদ্ধ – ১ম – ১৫৫২, ২য় – ১৫৫৬, ৩য় – ১৭৬১
- স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, রাজু ভাস্কর্য – টিএসসি তে।
- সাবাশ বাংলাদেশ, গোল্ডেন জুবলি টাওয়ার, স্ফুলিঙ্গ – রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে।
- গম্ভীরা গানের মূল উৎপত্তি – পশ্চিমবঙ্গের মালদাহ।
- সুলতানি আমলে বাংলার রাজধনী ছিল – সোনারগাঁও
- রাজারবাগের দুর্জয় ভাস্কর্যের শিল্পী মৃণাল হক।
- কান্তজিউ মন্দির ও রামসাগর দিঘী দিনাজপুরে।
- হালদা ভেলী খাগড়াছড়িতে।
- পার্বত্য শান্তি চুক্তি হয় – ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭।
- জাতীয় সংগীত ঘোষণা করা হয় ৩ মার্চ ১৯৭১, গৃহীত ডয় ১৩ জানুয়ারী ১৯৭২
- বাংলাদেশে নদ তিনটি – কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়ালখাঁ।
- খাসিয়া নৃ-গোষ্ঠি বাস করে – সিলেটে।
- ২৩ সেপ্টেম্বর ও ২১ মার্চ সবত্র দিন রাত সমবন।
- আদিনাথ মন্দির মেহশখালীতে অবস্থিত।
- ১ নটিকাল মাইল = ১.৮৫৩ কিলোমিটার।
- তাইজুল ইসলাম একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১ম ম্যাচে হ্যাট্রিক করেন – ২০1৪ সালের ১লা ডিসেম্বর।
- ধান উৎপাদনে শীর্ষদেশ চীন। বাংলাদেশ – ৪র্থ।
- সাভারের স্মৃতিসৌধটি সম্মলিত প্রায়াস নামে পরিচিত, এটির উচ্চতা ১৫০ ফুট/ ৪৫.৭২ মিটার।
- শিখা অর্নিবান ঢাকা কেন্টনমেন্টে অবস্থিত। শিখা চিরন্তন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থিত।
- ২৪২. তমুদ্দিন মজলিশ গঠিত হয় – ২ সেপ্টম্বর ১৯৪৭। আবুল কাশেম। বই – পাকিস্থানের রাষ্ট্র ভাষা উর্দু না বাংলা।

CS CamScanner

- মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- বাংলা একাডেমীর প্রথম পরিচালক ড. মুহাম্মদ এনামুল হক।
- জাতীয় বৃক্ষ আম Mangifera indica – ১৫ নভ: ২০১০।
- উফশী শব্দের অর্থ উচ্চফলনশীল।
- যমুনা সার কারখানা জামালপুরের তারা কান্দিতে।
- জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে পাওয়া যায় - কয়লা।
- নেত্রকোনার বিজয়পুরে পাওয়া যায় চীনা মাটি।
- বাংলাদেশের ১ম সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্প নরসিংদী জেলায়।
- ৫২৮) সুপ্রিম জুডিশিয়ালের সংখ্যা ৩ জন। সংবিধানের ৯৬(৩) ৫২৯) দণ্ডবিধির ৪৬৫ ধারায় জালিয়াতির অপরাধের শাস্তির কথা বলা আছে।
- মানি লন্ডারিং বিল ৭ই এপ্রিল ২০০২
- তথ্য অধিকার আইন ২৯শে মার্চ ২০০৯।
- রাষ্ট্রপতি এমপিচমেন্ট - সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদ।
- উপজাতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র নেত্রকোনা -১৯৭৭ সাল।
- ২৪ ঘন্টার বেশি আটকে রাখা যাবে না ৬১ ধারা অনুযায়ী।
- Constitutional law of Bangladesh - মাহমুদুল ইসলাম।
- নোয়াখালীর পূর্ব নাম সুধারাম। সোনারগাঁও এর পূর্ব নাম সুবর্নগ্রাম।
- বাংলাদেশ টেস্টের মর্যাদা পায় ২০০০ সালে। একদিনের ম্যাচে ১৯৯৭ সালে।
- আইনের সংজ্ঞা দেওয়া আছে সংবিধানের ১০৭ ধারায়

CamScanner

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

- ইতার,তাস রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা ১ লা সেপ্টেম্বর ১৯০৪
- সিরিয়া ও পাকিস্থানের সংবাদ সংস্থা - SANA
- ব্লাক ফরেস্ট অবস্থিত জার্মানীতে।
- টংগাস ফরেস্ট অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্র'র আলাস্কা রাজ্যে।
- নিউ ফ্রিডম গ্রন্থের রচয়িতা উড্রোউইলসন।
- Four freedom speech -ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট।
- আধুনিক গনতন্ত্রের সুতিকাগার ব্রিটেন ।
- OIC প্রথম মহাসচিব টেংকু আব্দুল রহমান
- মহাত্মা গান্ধী উপাধি প্রদান করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- WHO এর সদর দপ্তর জেনেভা ৪ এপ্রিল ১৯৪৮ সালে গঠিত হয়।
- সুয়েজখাল ভুমধ্যসাগর কে লোহিতসাগরের সাথে যুক্ত করেছে।
- আফ্রিকা থেকে এশিয়াকে পৃথক করেছে লোহিত সাগর।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি ডব্লিউ হ্যারিসন
- সীন নদীর তীরে প্যারিস অবস্থিত।
- কানাডার অটোয়া লরেন্স নদীর তীরে অবস্থিত
- বসনিয়া ও সার্বিয়াকে বিভক্তকারী নদীর নাম -দ্রিনা
- জাতিসংঘ ঘোষিত বিশ্ব শান্তি দিবস ২৭ এ সেপ্টেম্বর
- ফ্রান্সের পূর্ব নাম দিপন জাপানের পূর্ব নাম নিপ্পন।
- ডের্নমাকের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়
- ব্লাক ফরেষ্ট জার্মানিতে অবস্থিত
- কুনাইন তৈরি হয় সিনকোন গাছ হতে।
- পারস্য উপসাগরে আঞ্চলীয় জোটের নাম---জিসিসি ।
- কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের নাম---জায়ারে ১৫৯)ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত।
- ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয় --১৮৫৩ সালে।
-)রয়টার্স যুক্তরাষ্টের একটি সংবাদ সংস্থা -১৮৫১
- পারস্য উপসাগরীয় দেশ-১০ টি ।

CS CamScanner

- বিশ্ব খাদ্য দিবস ১০ অক্টোবর।
- বিশ্ব ডাক দিবস ৯ অক্টোবর,, বাংলাদেশ সদস্য ১৯৭৩।
- ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠিত হয় রোম চুক্তির সময় (১৯৫৭) সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি,,,,আর প্রতিষ্ঠিত হয় ১ লা জানুয়ারি ১৯৫৮।
- খেলাধুলা সংক্রান্ত সর্বোত্তর আদালত -সুইজারল্যান্ড (কোর্ট অব আরব্রিটেসন -১৯৮৩/৮৪)
- বার্মার নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার রাখা হয় -১৮৩৯সালে
- লুফথানসা জার্মানির বিমান সংস্থা
- ওয়াটারলু যুদ্ধ সংঘটিত হয় -১৮১৫ সালে।
- FIFA -১৯০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত, সদর দফতর সুইজারল্যান্ডের জুরিখে।
- জুলি ও কুড়ি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী।
- আজারবাইজানের রাজধানী্ ˙ বাকু।
- জাফনা দ্বীপ্ শ্রীলংকাতে।
- ফিরদোস স্কায়ার ইরাকের রাজধানী বাগদাদে।
- দক্ষিণ ভারতের আদি অদিবাসীদের দ্রাবিড় বলে।
- আজাদী স্কয়ার ইরানের রাজধানী তেহরানে অবস্থিত।
- ৭-সিস্টার- (আসাম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুনাচল, মনিপুর, মেঘালয় ও মিজোরাম)।
- রাশিয়ার ইউরি গ্যাগারিন হলেন মহাকাশের প্রথম নভোচারী।
- Statue of peace- জাপানের নাগাসিকাতে।
- ঋপযবহমবহ অৎবধ ভুক্ত দেশ নয়- ব্রিটেন, আয়ারল্যান্ড ও সাইপ্রাস।
- রোমান সংখ্যা: M= ১০০০, D= ৫০০, C= ১০০, L= ৫০(short cut: LCD Monitor: ৫০,১০০,৫০০.১০০০)
- হোয়াইট হাইসে বসবাসকারী প্রথম মার্কিন প্রেসিডেন্ট- জন এফ কেনেডি।
- পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী্ ˙ নীলনদ। প্রশস্ততম নদী- আমাজান।
- ১৯৮১ সালে প্রথম যুক্তরাষ্ট্রে এইডস ধরা পরে।
- মহাত্মা গান্ধী সম্পাদনা করতেন- "দি ক্রনিকেল" ও " ইন্ডিয়ান অপিনিয়ন" নামক দুইটি পত্রিকা।
- চির শান্তির শহর,নীরব শহর, সাত পাহাড়ের শহর- ইতালির রোম কে বলা হয় ।
- শ্রীলংকা একটি দ্বীপ দেশ। ভূটান হল ভূবেষ্ঠিত(খধহফ ষড়পশ) দেশ।
- আরব বসন্ত সূচনা হয় তিউনিশিয়ায়- ১৪ জুলাই ২০১১।
- সোভিয়েত ইউনিয়ান বিলুপ্তি হয় -১৯৯১ সালে ২৫ ডিসেম্বর।
- ওপেক প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৬০ সালে ১৪ সেপ্টম্বর, বর্তমান সদস্য-১৪ টি(সর্বশেষ নিরক্ষীয় গিনি)
- নিশ্চুপ সড়ক শহর, দ্বীপের নগরী ও আঁদ্রিয়াতিকের রানী, পত্নী বলা হয় ইতালির ভেনিসকে।

CamScanner

- আন্তর্জাতিক আদালতের সভাপতির মেয়াদ- ৩ বছর। বিচারকদের মেয়াদকাল- ৯ বছর। বর্তমান সভাপতি- ফ্রেন্সের রানী আব্রাহাম।
- পূব শ্যামদেশ নাম ছিল –থাইল্যান্ড-অর্থ- মুক্তভূমি
- মিয়ানমারের পূব নাম-ব্রহ্ম দেশ মালায়শিয়া-মালয়
- জিম্বাবুয়ের পূবনাম-রোডশিয়া
- নেলসন মেন্ডেলা মারা যান- 5 ডিসেম্বর 2013
- গণতন্রই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট শাসন ব্যবস্হা- লর্ড ব্রাইস
- কাবাডি খেলা প্রথম শুরু হয়-জাপানে
- তুরস্ক ও ভাটিকান সিটির মুদ্রার নাম-লিরা
- সমুদ্রপৃষ্ট থেকে এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৫০ মি./২৯০৩৫ ফুট
- সাহিত্যে নোবেল জয়ী নারীর সংখ্যা ১৪ জন
- ডেনমার্ক প্রথম জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে
- প্রথম নোবেল জয়ী নারী-মাদার কুরী-১৯০৩ সালে-পদার্থে
- শ্বেত হাতির দেশ হিসেবে পরিচিত-থাইল্যান্ড
- সূর্যোদয়ের দেশ বলা হয় জাপানকে
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৮৬৭ সালে রাশিয়ার নিকট থেকে আলাস্কা দ্বীপটি ক্রয় করে
- বাহামা দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী-নাসাউ
- বার্লিন দেয়াল নির্মাণ করা হয়-১৯৬১ সালে ভাঙ্ হয়-১৯৮৯ সালে
- আধুনিক অলিম্পিকের জনক →→ব্যরন দ্যা কুবার্তা।
- ট্রাফালগার স্কয়ার লন্ডনে অবস্থিত।
- ট্রান্স ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
- সিয়াচেন হিমবাহ কথায় অবস্থিত → কাশ্মিরে।
- বিশ্ব মাদক বিরোধী দিবস → ২৬ জুন।
- বিশ্ব পোলিও টীকা-দান কর্মসূচী শুরু হয় → ১৯৮৮ সাল থেকে।
- নেলসন মেন্ডেলা কে আজীবন কারাদন্ড দেয়া হয় → ১৯৬৪-১৯৯০।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র UNESCO ত্যাগ করে → ১৯৮৫ সালে এবং আবার ফিরে আসে ২০০২ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে ইংল্যান্ড ও আর্জেন্টিনার মধ্যে যুদ্ধ হয় → ১৯৮২ সালে।

CamScanner

- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি হয় ১৯৭৮ সালে , মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে ।
- মাহাথির মোহাম্মদ মালেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন ➡ ১৯৮২ সালে ।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নেয় ➡ ২রা আগস্ট ১৯৯০ সালে ।
- CNN যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক স্যাটেলাইট চ্যালেন ➡ ১ জুন ১৯৮০ ।
- জার্মানির চ্যান্সেলর এঞ্জেলা মর্কেল একজন পদার্থবিদ ।
- "দ্যা মালয় ডিলেমা" গ্রন্থের লেখক ➡ মাহাথির মোহাম্মদ ।
- "লিভিং হিস্ট্রি" গ্রন্থের লেখক ➡ হিলারি ক্লিনটন ।
- "ইন দ্যা লাইন অফ ফায়ার" গ্রন্থটির লেখক ➡ পারভেজ মোশারফ ।
- উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও। সান্তিয়াগো➡চিলি, বোগোটা➡কলাম্বিয়া, আসুনচিয়ান➡ প্যারাগুয়ে ।
- লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লব হয় ।
- বিশ্বের সর্বপ্রথম টেস্টটিউব বেবি ➡ লুইস ব্রাউন ⇢ ইংল্যান্ড - ১৯৭৮ সালে ।
- সাহিত্যে নবেল প্রত্যাখ্যান করে➡ জাঁ পল সার্ত্রে (ফ্রান্স- ১৯৬৪) ।
- ভিন্সেন্ট ভ্যানগগ নেদারল্যান্ডের চিত্রশিল্পী ।
- AP➡Associated Press ➡ যুক্তরাষ্টের সংবাদ সংস্থা ।
- সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ➡ আটলান্টিক মহাসাগড়ে ।
- নেপালের পার্লামেন্টের নাম ➡ ফেডারেল পার্লামেন্ট ।
- চিন ও যুক্তরাষ্টের পার্লামেন্টের নাম ➡ কংগ্রেস ।
- ফ্রেন্স ➡ চেম্বার ও তাইওয়ান ➡ উয়ান ।
- রাশিয়ার পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষের নাম হল ➡ ডুমা ।
- এডঃ এলেন পো কে Short Story-র জনক বলে।
- ভারত-পাকিস্তানের মদ্ধে শিমলা চুক্তি ১৯৭২ সালের ২ জুলাই।
- ১৯৬৪ সালে নেলসন মেন্ডেলাকে রোবেন দ্বীপে কারাবাস দেয়, ২৭ বছর পর ১৯৯০ সালে তিনি মুক্তি পান।
- ওয়াটারলু-বেলজিয়ামের একটি গ্রাম। ১৮ জুন, ১৮১৫ সালে এখানে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মদ্ধে যুদ্ধ হয়।
- ওয়াটার লু বেলঝিয়ামে অবস্থিত।
- কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৬৫। (মালর্বোরো হাউস)
- সক্রেটিস > প্লেটো > অ্যারিস্টটল > অ্যালেকজান্ডার।
- জার্মানির পতনে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল হয়।

CamScanner

- পৃথিবীর গভীরতম হ্রদ হচ্ছে বৈকাল।
- পৃথিবীর বৃহত্তম হ্রদ হচ্ছে কাস্পিয়ান সাগর।
- প্রথম ভারতীয় হিসাবে এভারেস্ট জয় করেন অবতার সিং।
- প্রথম বাঙালি এভারেস্ট জয়ী শিপ্রা মজুমদার।
- চীনের জিনজিয়ান প্রদেশ মুসলিম অধ্যুষিত।
- বস্ফরাস প্রণালী ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগরকে যুক্ত করেছে।
- ভারত মহাসাগর ও আরব সাগরকে যুক্ত করেছে পক প্রণালী।
- বঙ্গোপসাগর ও জাফা সাগরকে যুক্ত করেছে মালাক্কা প্রণালী।
- তেলাঙ্গানা ভারতের নতুন রাজ্য। অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে আলাদা হয় ২ জুন ২০১৪ সালে।
- ফালজা শহরটি ইরাকে অবস্থিত।
- OSLO চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৯৩ - যুক্তরাষ্ট্র
- বাম, আবদান, ইস্পাহান শহরসমূহ ইরানে অবস্থিত।
- ব্রিটেনের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ সরকারি বাসভবন উইন্ডসর ক্যাসেল তে বাকিংহাম প্যালেস।
- ব্রডওয়ে যুক্তরাষ্ট্রেল নিউইয়র্কে অবস্থিত।
- যুদ্ধরত জাতি, যুদ্ধপ্রিয়
- ইউরোপের রণক্ষেত্র বলা হয় বেলজিয়াম
- সুইজারল্যান্ডের প্রাচীন নাম হেলভিসিয়া
- জার্মানের পুরাতন নাম ডায়েসল্যান্ড
- নাগানা কারবাস একটি বিতর্কিত ছিটমহল (আজারবাইজান ও আর্মেনিয়া)
- সুমাত্রা ও মালয়েশিয়াকে পৃথক করেছে মালাক্কা প্রণালী
- কন্টাস এয়ারওয়েজ লি. অস্ট্রেলিয়ার বিমান সংস্থা
- ওয়াটার গেট কেলেংকারীর সাথে জড়িত রিচার্ড নিক্সন
- বিশ্বে মোট ০৬টি দেশের সমুদ্র উপকূল নাই। নেপাল, ভুটান, আফগানিস্তান, লাওস, মঙ্গোলিয়া, মালি
- কান্দাহর আফগানিস্তানের একটি শহর।
- আন্দিজ পর্বত মালা দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ।
- Pulitzer পুরস্কার দেওয়া হয় সংবাদিকতার জন্য । যুক্তরাস্ট্র।
- আর্ন্তজাতিক স্বাক্ষরতা দিবস - ৮ সেপ্টম্বর।
- ব্যবিলনের শুণ্য উদ্যান গড়ে তোলেন : নেবুচাদনেজার।
- এডেন সমুদ্র বন্দর : ইয়েমেনে।
- বিশ্বব্যাংকের এটলাস মেথড - এ আয়ের দেশ নির্ধারণ করে।

CamScanner

- ম্যাগাসেসে পুরস্কারটি ফিলিপাইন থেকে দেওয়া হয়-১৯৫৮
- Amnesty International-১৯৭৭ প্রতিষ্ঠা-১৯৬১
- Lafta(Latin American Free Trade Association)১৯৬০
- দেশ ও মুদ্রার নাম একই- জায়ার।
- জিম্বাবুয়ের আগের নাম- দক্ষিন রেডেশিয়া।
- পৃথিবীর বৃহত্তর গ্রন্থাগার-দ্য লাইব্রেরি অব কংগ্রেস।
- মালদ্বীপ ও কোষ্টারিকার কোন সেনাবাহীনি নাই।
- আবাদান ও বন্দও আব্বাস ইরানের দুইটি বন্দর।
- পৃথিবীর বৃহত্তম খনিজ তেল শোধানাগার-ইরানের আবাদানে।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের মধ্যে ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট আটলান্টিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- জাতিসংঘ গঠনের লক্ষ্যে ৪৬ টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ ১৯৮৫ সালের ২৬ জুন একটি চার্টার গ্রহন করে
- প্রাথমিক প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলো ৫০ টি দেশ। পরে পোল্যান্ড এসে যোগ হলে ৫১ টি দেশ নিয়ে জাতিসংঘ যাত্রা শুরু করে।
- জাতিসংঘ গঠিত হয় – ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫ সালে।
- জাতিসংঘ দিবস – ২৪ অক্টোবর।
- জাতিসংঘের আর্টিকেল বা ধারা রয়েছে –১১১ টি।
- জাতিসংঘের ঘোষণাপত্রে ১২ টি অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- জাতিসংঘের শাখা রয়েছে – ৬ টি। ১। সাধারণ পরিষদ ২। নিরাপত্তা পরিষদ ৩। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দফতর ৪। অছি পরিষদ ৫। আন্তর্জাতিক আদালত। ৬। কার্যনির্বাহী দপ্তর।
- জাতিসংঘের আদর্শে আস্থাশীল যে কোনো দেশকে সদস্য করে নেওয়ার জন্য সাধারণ সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন লাভ প্রয়োজন।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে 'Unite for Peace' সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয় –১৯৫০ সালে।
- সকল রাষ্ট্রের ভোট দেয়ার অধিকার আছে সাধারণ পরিষদে।
- প্রথমে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র ছিলো –১১ টি। ৫ টি স্থায়ী ও ৬ টি অস্থায়ী।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো – যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন।
- ১৯৬৫ সালে নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য সংখ্যা ১০ এ উন্নীত করা হলে মোট সদস্য হয়-১৫।
- বিবাদমান অঞ্চলের সমস্যা নিরসনে কাজ করছে জাতিসংঘের অছি পরিষদ।
- আন্তর্জাতিক আদালতের সদর দফতর – নেদারল্যান্ডস/হল্যান্ডের হেগে অবস্থিত।
- আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারক সংখ্যা ১৫ জন।

CamScanner

- জাতিসংঘের সকল রিপোর্ট তৈরি করা এবং সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের সকল সভা আয়োজন করার জন্য গঠন করা হয়েছে কার্যনির্বাহী দপ্তর।
- কার্যনির্বাহী দপ্তরের প্রধান হচ্ছেন – মহাসচিব।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্যদেশ হলো –১৯৩ টি।
- রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে যে কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখে।
- রাশিয়া বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তিন বার ভেটো প্রয়োগ করে।
- জাতিপুঞ্জ গঠিত হয়েছিলো – ভার্সাই চুক্তির ফলে।
- জাতিসংঘ সনদের ৩৭ ও ৩৮ নং ধারা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হতে পারে এরকম যে কোনো অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদ অনুসন্ধা করতে পারবে।
- জাতিসংঘ সনদের ধারা ২৫ অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।
- শান্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের ৫ টি স্থায়ী ও কমপক্ষে ৩ টি অস্থায়ী দেশের সম্মতি লাগবে।
- আরব-ইসরাইল প্রথম যুদ্ধ বাঁধে ১৯৪৮ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপ নিয়ে আর্জেন্টিনা ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বিবাদ বাঁধে ১৯৮২ সালে।
- ফকল্যান্ড দ্বীপে ১৪০ রছর ধরে ব্রিটিশ শাসন চলছিলো।
- ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান করে।
- ১৯৭১ সালের ৭ ডিসেম্বর নিশ্চিত পরাজয় দেখে পাকিস্তান জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করলে রাশিয়া তাতে ভেটো দেয়।
- ইরাক ১৯৮৯ সালের ১১ নভেম্বর কুয়েতের তৈল সমৃদ্ধ অঞ্চল দখল করে নেয়।
- ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে – ১৯৪৯ সালে।
- ১৪০ টির মত দেশ এ পযর্ন্ত স্বাধীনতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। (স্বাধীন দেশ ১৯৫ টি)
- FAO এর পূর্ণরূপ Food and Agricultural Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৫ সালে, সদর–রোম, ইতালি।
- IMF এর পূর্ণরূপ International Monetary Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৪ সালে, সদর- ওয়াসিংটনে।
- ILO এর পূর্ণরূপ International Labor Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯১৯ সালে, সদর –জেনেভা।
- WHO এর পূর্ণরূপ World Health Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৮ সালে, জেনেভা।
- UNESCO এর পূর্ণরূপ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৬ সালে, সদর- প্যারিস, ফ্রান্স।
- UNICEF এর পূর্ণরূপ United Nations International Children's Emergency Funds, প্রতিষ্ঠাঃ ১৯৪৬ সালে, সদর- নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
- যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত হয় – আন্তর্জাতিক আদালত।
- ৫ মে : আন্তর্জাতিক ধরীত্রী দিবস, ১৫ মে : আন্তর্জাতিক পরিবার দিবস, ৫ জুন : বিশ্ব পরিবেশ দিবস।

CS CamScanner

- নরওয়ে ও ডেনমার্কের মুদ্রার নাম : ক্রোন।
- সুইডেন ও নরওয়ের মুদ্রার নাম- ক্রোনা।
- WHO সদর দপ্তর : জেনেভা, ৭ এপ্রিল
- বন্দর আব্বাস ও আবাদান সমুদ্র বন্দর- ইরানে।
- আকিয়াব সমুদ্র বন্দর্‌ মিয়ানমারে।
- বাতাসের শহর বলা হয়্‌ শিকাগোকে।
- আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস(ANC)-১৯১২ সালে।
- গ্রুপ ৭৭ এর জন্ম-১৯৬৪ সালে, এর কোন সদর দপ্তর নেই।
- ১৯৯৩ সালে চেক স্লোভাকিয়া ভেঙ্গে দুটি রাষ্ঠ হয়।
- মিশর ও লিবিয়া একত্রিত হয়-১৯৫৮ সালে আরব রিপাবলিক নামে।
- নানকিং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়-১৮৪২ সালে।
- জাতিসংঘের জমি দান করেন- জন ডি রকফেলার।
- জাতিসংঘের সদর দপ্তরের স্থপতি- ডব্লিউ হ্যারিসন।
- বেতার যন্ত্র আবিস্কর করেন্‌ মার্কিনী-১৮৯৬ সালে।
- আয়তনে আফ্রিকার ক্ষুদ্র দেশ- সিসিলিস।
- সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীদের বড় অবদান- বর্ণমালা আবিস্কার
- দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধান অধিবাসী- বান্টু, একসাথে জুলু বলে।
- উজবিকিস্থানের মুদ্রার নাম- লোম,রাজধানী-তাসখন্দ(city of fountains)
- পোখরান ভারত। চাগাই- পাকিস্থান। লুপানোর-চীনের আনবিক অস্ত্র পরীক্ষার স্থান।
- পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা লাভ করে- ইন্দোনেশিয়ার কাছ থেকে।
- বিশ্বজনসংখ্যা দিবস- ১১ জুলাই, ১৯৮৭ সালে।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস- ৭ এপ্রিল।
- বিশ্ব ডাইবেটিস দিবস- ১৪ নভেম্বর।
- সুয়েজখাল জাতীয়করন কওে মিশর-২৬ জুলাই ১৯৫৬ সালে।
- লোকশিল্প জাদুঘর -সোনারগাঁও, ১৯৮১ সালে।
- হোচিমিন নগরের পূর্ব নাম- সায়গন।
- আবু মুসা উপদ্বীপ-পারস্য উপসাগরে
- UNESCO-১৯৪৫ সালে
- ইসিএ(ECA)এর সদর দপ্তর- ইথিওপিয়ার আদ্দিস আবাবা

CS CamScanner

- শান্তিতে নোবেল প্রত্যাখানকারী-লি সোক থো
- মং,গলগ্রহে প্রেনিত নভোযান হলো-ভাইকিং
- শাত-ইল আরবকে কেন্দ্র করে ইরাক ও ইরানের মধ্যে আলজিয়াম চুক্তি হবে
- পারস্য উপসাগরের আন্এ্জলিক জোটের নাম-জি.সি.সি
- ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ব্রাজিলের রি ও ডি জেনিরোতে
- আইফেল টাওয়ারের নির্মাণ করেন আলেকজেন্ডার গুস্তাব-৩২০ মিটার-১৮৮৯ সালে
- হারারের পুরাতন নাম-সলসব্যারি
- ওডারসীস নদী পূর্ব-জার্মানি ও পোলান্ডের মধ্যে সীমানা
- নামিবিয়ার রাজধানী-উইন্ডহোক
- লয়াজিরগা হলো আফগানিস্তানের আইনসভা
- বিশ্ব স্বাস্হ্য দিবস-৭ই এপ্রিল
- বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস – ১১ জুলাই, ১৯৯০ পালিত হয়।
- মিয়ানমারের অ০াকিয়াব বন্দর নাফ নদীর তীরে অবস্থিত।
- থাইল্যান্ডের মুদ্রার নাম বাথ।
- ইবোলা ভাইরাসের নামকরণ করা হয় কঙ্গোর ইবোলা নদীর নামে।
- I have a dream ভাষণটি প্রদান করেন – মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র। তিনি ১৯৬৪ সালে নোবেল পান।
- এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছ বসফরাস প্রণালী।
- আফ্রিকা ও ইউরোপকে পৃথক করেছ জিব্রাল্টার প্রণালী।
- ভারত ও শ্রীলংকাকে পৃথক করেছ পক প্রণালী।
- আরব উপদ্বীপ ও ইরানকে পৃথক করেছ হরমুজ প্রণালী।
- উত্তর আমিরিকা ও দক্ষিন অ০ামিরিকাকে পৃথক করেছ পানামা খাল।
- আমেরিকা ও এশিয়াকে পৃথক করেছ বেরিং প্রণালী।
- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাকরেন লর্ড ওয়লসলি।
- চির বসন্তের শহর বা নগরী কিটো (ইকুয়েডোর)
- মাউরী আদীবাসিরা বাস করে – নিউজিল্যান্ডে।
- জাতিসংঘের সবথেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র – মোনাকো ২ বর্গ কিমি।
- ডুরান্ডলাইন আফগান- পাকিস্তান সীমান্তরেখা

CS CamScanner

- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের সদর দপ্তর জার্মানির বার্লিনে। এটি ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়,
- বাংলাদেশে কাজ করে ১৯৯৬ সাল থেকে।
- আফ্রিকার দেশ – সোমালিয়া,ইথিওপিয়া,ইরিত্রিয়া ও জিবুতি- হর্ন অব আফ্রিকা নামে পরিচিত।
- Green peace নেদারল্যান্ডের পরিবেশবাদী সংগঠন - ১৯৭১
- অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব প্রতিবেশ দিবস।
- ইতালি এবং দক্ষিন আফ্রিকাকে ছিদ্রায়িত রাষ্ট্র বলা হয়।
- কার্টাগোনা প্রটোকল ২০০০ সালে। জৈব নিরাপত্তা বিষয়ক চুক্তি।
- ভূটানকে ব্রজ ড্রাগনের দেশ বলা হয়।
- আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক - হুগো গ্রসিয়াস।
- পৃথিবীর উচ্চতম রাজধানী বলিভিয়ার রাজধানী লাপাজ।
- ICUN - প্রতিষ্ঠা - ১৯৪৭, প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা।
- Grundnorm তত্ত্বের প্রবক্তা - কেলজন
- আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ ১৯৮৯ সাল।
- ক্যাম্প ডেভিট চুক্তির মধ্যস্থতাকারী - জিমি কার্টার।
- এলিসি প্রাসাদ হলো ফ্রান্সের প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন। মহাবিষুব - ২১শে মার্চ।
- মালদ্বীপ ভারত মহাসাগরে অবস্থিত।
- Group 77 - ১৯৬৪ সালে উন্নায়নশীন দেশগুলো নিয়ে গঠিত হয়।
- আরবলীগ -১৯৪৫ সালে। বর্তমান সদস্য - ২২
- আফ্রিকান ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা - ২৫শে মে ১৯৬৩। বর্তমান সদস্য - ৫৪
- ১২ মে ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং ডে
- Scream - চিতকার করা বিশ্ব বাঘ দিবস-২৯শে জুলাই
- আন্তর্জাতিক বন দিবস
- ইউক্রেনের রাজধানীর নাম –কিয়েভ
- মালদোভার রাজধানীর নাম –কিশিনাউ
- রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবন-ক্রেমলিন
- বান্দা আচেহ-ইন্দোনেশিয়া ,
- সুইডেন কে বলা হয় ইউরোপের 'স' মিল

CamScanner

- FBI –মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট-১৯০৮ সালে
- শিল্প বিপ্লব ইংল্যান্ড এ -১৭৫০-১৮৫০ সালে
- ম্যাকমোহন লাইন –ভারত –চীন সীমান্তরেখা
- পাবলো পিকাসো স্পেনের মালাগায় জন্মগ্রহন করেন
- ম্যাক্সিম গোর্কির মা উপন্যাসটি রুশ ভাষায় রচিত।
- ধবলগিরি পর্বত নেপালে অবস্থিত।
- জাপানের বেসামরিক বিমানের প্রতীক – JA সৌদি।
- নিশিত সূর্যের নামে পরিচিত – নরওয়ে।
- বক্সিং খেলাটি উদ্ভাবন করেন – মিসিরাস।
- বক্সিংয়ের পিতা বলা হয় জ্যাক ব্রাউটনকে।
- UN স্তায়ী সদস্যরা veto দিতে পারবে (Non Procederal matter)

CamScanner

দৈনন্দিন বিজ্ঞান

- মেরু অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হয়।
- চাঁদের মধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের মান পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ।
- বস্তুদ্বয়ের মধ্যে দূরত্ব বেশি হলে বল কম হয়।
- মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে।
- পৃথিবী এবং অন্য যেকোনো বস্তুর মধ্যকার আকর্ষণকে অভিকর্ষ বলে।
- সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- প্রতি সেকেন্ডে কোনো বস্তুর যে বেগ বৃদ্ধি পায় তাকে ত্বরণ বলে।
- অভিকর্ষ বলের প্রভাবে ভূপৃষ্ঠে মুক্তভাব পড়ন্ত কোনো বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ বলে।
- মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে কম বলে সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণও বেশি ফলে ওজনও বেশি হয়।
- এ বিশ্বে যেকোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে মহাকর্ষ বলে।
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^2 ।
- মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব অঞ্চলের দিকে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ বাড়তে থাকায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান কমতে থাকে।
- বিষুব অঞ্চলে পৃথিবীর ব্যাসার্ধ সবচেয়ে বেশি বলে সেখানে অভিকর্ষজ ত্বরণ কম হয় ফলে সেখানে বস্তুর ওজনও সবচেয়ে কম হয়।
- অর্থাৎ বিষুব অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হয়।
- বিষুব অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান ৯.৭৮ মিটার/সেকেন্ড^2 ।
- হিসেবের সুবিধার জন্য ভূ-পৃষ্ঠে অভিকর্ষজ ত্বরণের আদর্শ মান ধরা হয় ৯.৮ মিটার/সেকেন্ড^2 ।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রে দিকে আকর্ষণ করে তাকে বস্তুর ওজন বলে।
- কোনো বস্তুর ভারকে অভিকর্ষজ ত্বরণ দ্বারা গুণ করলে ঐ বস্তুর ওজন পাওয়া যাবে।
- ভরের আন্তর্জাতিক একক হলো –কেজি।
- ১ টনে -১০০০ কেজি।
- ওজনের একক হলো-নিউটন।
- পৃথিবী পৃষ্ঠে ১০ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে—১০ × ৯.৮ নিউটন = ৯৮ নিউটন।
- বস্তুর ওজন অভিকর্ষজ ত্বরণের উপর নির্ভর করে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উপরে উঠা যায় বস্তুর ওজন তত কমতে থাকে।
- পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ শূন্য তাই সেখানে বস্তুর ওজনও শূন্য।

CamScanner

- বস্তুদ্বয়ের ভর বেশি হলে, আকর্ষণ বলও বেশি হয়।
- সুতরাং চাঁদে ১ কেজি ভরের বস্তুর ওজন হবে – ১.৬৩ নিউটন।
- ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে বেশি হবে দুই মেরুতে –৯.৮৩ নিউটন।
- ১ কেজি ভরের কোনো বস্তুর ওজন সবচেয়ে কম হবে –বিষুবীয় অঞ্চলে –৯.৭৮ নিউটন।
- পাহাড়ের চূড়ায় বস্তুর ওজন কম কারণ যত উপরে উঠা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণ তত কমতে থাকে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে আবার যত নিচে নামা যায় অভিকর্ষজ ত্বরণের মান তত কমতে থাকে।
- এ কারণে খনিতে কোনো বস্তুর ওজন কম হয়।
- লিফট চড়ে উপরের দিকে উঠার সময় বেশি ওজন মনে হয় কারণ লিফট বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে।
- লিফটে চড়ে নিচে নামার সময় কম ওজন মনে হয় কারণ আমাদের ওজনের চেয়ে কম বল প্রয়োগ করি।
- লিফট যদি মুক্তভাবে নিচে পরে তবে আমাদের ত্বরণ হবে –শূন্য।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হলে, -- বল এক-চতুর্থাংশ হবে।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব তিনগুণ হলে, — বল নয় ভাগের একভাগ হবে।
- কোথায় অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' এর মান বা বস্তুর ওজন শূন্য-পৃথিবীর কেন্দ্রে।
- পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যে কোনো বস্তুর ওজনের তারতম্য পৃথিবীতে ওজন ৬ গুণ হলে চাঁদে ১ গুণ।
- বলের একক নিউটন।
- ওজনের একক কী? নিউটন। (উল্লেখ্য, বলের ও ওজনের একক একই: নিউটন)
- পৃথিবীর কেন্দ্রে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান বা বস্তুর ওজন শূন্য।
- বস্তুর ওজন কোথায় সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে।
- ভূ-পৃষ্ঠ থেকে পর্বত চূড়ায় কোনো বস্তুর ওজনের পরিবর্তন হবে-ওজন কম হবে।
- কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বল দ্বারা তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে তাকে বলে -অভিকর্ষ।
- কোথায় বস্তুর ওপর পৃথিবীর কোনো আকর্ষণ থাকে না-পৃথিবীর কেন্দ্রে।
- মেরু অঞ্চলে অভিকর্ষজ ত্বরণ 'g' এর মান- ৯.৮৩ মিটার/সেকেন্ড^2।
- নির্দিষ্ট ভরের দুটি বস্তুর মধ্যবর্তী দূরত্ব দ্বিগুণ হলে বলের পরিবর্তন হবে-এক-চতুর্থাংশ হবে।
- কোনো বস্তুতে পদার্থের পরিমানকে বলে-- ভর।
- এ বিশ্বে যে কোনো দু'টি বস্তুর আকর্ষণকে বলে- মহাকর্ষ।
- বস্তুর ভর বৃদ্ধির সাথে মহাকর্ষ বলের কেমন পরিবর্তন ঘটে-- সমানুপাতে বৃদ্ধি পায়।
- প্রভাবে উপরের দিকে নিক্ষিপ্ত বস্তু নিচের দিকে পড়ে--অভিকর্ষের।

CamScanner

- বিষুবীয় অঞ্চলে কোনো বস্তুর ওজন কম হয় -অভিকর্ষজ ত্বরণ কম বলে।
- খাদ্যের কাজ প্রধানত –তিনটি। যথাঃ-দেহের গঠন, দেহে তাপ উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ।
- সুষম খাদ্যে ৬ টি উপাদান থাকে। যথাঃ- শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি।
- সুষম খাদ্য তালিকায় সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে – শর্করা।
- গরু, ছাগল ও অন্যান্য প্রাণীর দুধে থাকে—ল্যাকটোজ বা দুধ শর্করা।
- পশু ও পাখি জাতীয় প্রাণীর মাংশে থাকে – গ্লাইকোজেন।
- পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ৩০০ গ্রাম শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।
- পানির সমতুল্য খাবার হচ্ছে – দুধ।
- আমিষ গঠনের একক হচ্ছে-- অ্যামাইনো এসিড।
- মানুষের শরীরে অ্যামাইনো এসিড থাকে – ২০ ধরনের।
- প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের প্রায় ৫০% প্রোটিন।
- খাদ্যে প্রায় ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়।
- উৎস অনুযায়ী স্নেহ জাতীয় পদার্থ - দুই প্রকার। যথাঃ প্রাণিজ স্নেহ এবং উদ্ভিজ্জ স্নেহ।
- ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ – ৬ টি। যথাঃ- ভিটামিন A, D, E, K, B-complex, C
- ভিটামিন 'এ' এর অভাবে – রাতকানা রোগ ও চোখের কর্নিয়ার আলসার রোগ হয়।
- দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখে ও রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে -- ভিটামিন A
- ভিটামিন 'ডি' সূর্যের আলো থেকে পাওয়া যায়। যা মানুষের ত্বক গঠনে সহয়তা করে।
- পাম তেল ও লেটুস পাতা ভিটামিন 'ই' এর উত্তম উৎস।
- ভিটামিন 'ই' মানুষের বন্ধ্যাত্ব দূর করে। ভিটামিন 'ই' এর অভাবে জরায়ুর মধ্যে ভ্রূনের মৃত্যু হতে পারে।
- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ১২ টি। চা পাতায় ভিটামিন বি কমপ্লেক্স রয়েছে। [৩৭ তম বিসিএস]
- ভিটামিন বি $_{১২}$ এর অভাবে- রক্তশূন্যতা রোগ দেখা দেয়। স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।
- হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে গেলে দেখা দেয় – রক্তশূন্যতা।
- ভিটামিন 'সি' এর উৎস হলো—আমলকি, লেবু, পেয়ারা, টমেটো , আনারাস লেটুস পাতা, পুদিনা পাতা।
- ভিটামিন 'সি' এর তীব্র অভাবে স্কার্ভি বা দাতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া রোগ হতে পারে।
- আমাদের দৈহিক ওজনের ৬০-৭৫% পানি।
- একজন পূর্ণবয়স্ক সুস্থ কর্মশীল পুরুষের প্রত্যহ প্রায় ২৫০০-৩০০০ কিলোক্যালরি শক্তির প্রয়োজন।
- পুষ্টির উৎসকে ভাগ করা হয়েছে –চার ভাগে। যথাঃ- মাংস, দুধ, ফল/সবজি ও শস্যদানা।

CamScanner

- ফাস্টফুডে থাকে—অতিরিক্ত রাসায়নিক পদার্থ।
- ফ্রিজিং পদ্ধতিতে খাদ্যদ্রব্যকে --0° ফরেনহাইট বা তার নিচের তাপমাত্রায় রাখা হয়।
- ফল পাকাতে ব্যবহৃত হয় – ক্যালসিয়াম কার্বাইড।
- দই, মিষ্টি, পনির, মাখন ও বেকারি সামগ্রী সংরক্ষনে ব্যবহার করা হয়— Propionic Acid ও Sorbic Acid
- তামাক জাতীয় পদার্থে থাকে – নিকোটিন।
- সবচেয়ে মারাত্মক ড্রাগ হচ্ছে – হেরোইন।
- ড্রাগের সংজ্ঞা প্রদান করেছে -- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)
- ৩৪। AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome
- ৩৫। সর্বপ্রথম এইডস চিহ্নিত করা হয় – ১৯৮১ সালে
- ৩৬। AIDS রোগের সৃষ্টির জন্য দায়ী ভাইরাস হলো -- HIV
- ৩৭। HIVএর পূর্ণরূপ Human Immuno deficiency Virus
- ৩৮। HIV সংক্রমনের পর ৫ বছর পর্যন্ত মানুষের দেহে কোনো রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায় না।
- বেগুনি আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম। বেগুনী বর্ণের শক্তি সবচেয়ে বেশি। লাল বর্ণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চেয়ে বেশি,শক্তি কম।
- স্পষ্ট দর্শনের নুন্যতম দুরত্ব ২৫ সেমি।
- কীটপতঙ্গ সংক্রান্ত বিদ্যাকে ENTOMOLOGY বলে।
- মাছ সংক্রান্ত বিদ্যাকে Pisiculture বলে।
- পশুপাখি সংক্রান্ত বিদ্যাকে Aviculture বলে।
- মুখবিবর এর লালাগ্রন্থি থেকে হজম সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে নিসৃত এনজাইম টায়ালিন।
- কেমোথেরাপি এর জনক - পল এহর্লিক।
- একই আয়তনের ভিন্ন আকৃতির বস্তুর ক্ষেত্রে আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সর্বনিম্ন হবে।
- টমেটো তে থাকে সাইট্রিক এসিড ও ম্যালিক এসিড।
- ফুসফুসের গঠনতন্ত্রের একক হচ্ছে এলভিওলাই।
- ৫৯. মেঘের পানি কণা খুব ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়াতে শীলা বৃষ্টি হয়।
- বায়োগ্যাস এর মিথেন জ্বালানী কাজে লাগে।
- মরিচ ঝাল লাগে ক্যাপিসিসিন এর কারণে।
- খাদ্যদ্রব্যের মান ঠিক রাখার জন্য প্যাকেটের ভেতর ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়।

CamScanner

- শীতল সমুদ্র স্রোতে ভেসে আসা বরফ কে হিমশৈল বলে।
- সিদ্ধ চালে ৭৯% শ্বেতসার থাকে।
- স্যাটেলাইট মাধ্যাকর্ষণ বলের কারণে ঘুরতে থাকে
- g এর মান ৯.৭৮ নিউটন।
- হাড় ও দাত গঠনে সহায়তা করে ফসফরাস।
- অস্তিত্ববাদ দর্শনের জনক জ্যাপল
- বাতাসে অক্সিজেনের এর পরিমাণ ২০.৯% ৭৩.
- ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম এসকরবিক এসিড
- ফিউশন প্রক্রিয়ার একাধিন পরমানু যুক্ত হয়ে নতুন পরমানু গঠিত হয় ।
- স্টোরেজ ব্যাটারিতে সালফিউরিখ এসিড ব্যবহৃত হয়।
- জীবের দৈহিক বৃদ্ধির জন্য বেশি প্রয়োজন ---প্রোটিন।
- সোডিয়াস সিলিকেট সাবানকে শক্ত করে ।
- পূর্ন বয়স্ক ব্যক্তির হৃদপিন্ডের ওজন ৩০০ গ্রাম।
- টমেটোতে-অক্সালিক,লেবুতে- সাইট্রিক,আমলকিতে থাকে সাইট্রিক এসিড।
- আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে তাপমাত্রার একক- কেলভিন।
- ডিমের সাদা অংশে -অ্যালবুমিন প্রোটিন থাকে ।
- কেসিন হচ্ছে দুধের প্রধান প্রোটন।
- পাউরুটি ফোলানোর জন্য ব্যবহৃত হয় -ইস্ট
- ক্লোরোফিল উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষনের কাজে ব্যবহিত হয়
- হাসের প্লেগ রোগ ভাইরাসে হয়
- এসিয়ার সর্বউত্তের বিন্দু -চেলুস্কিনের অগ্রভাগ –চেলিস্কিন
- বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান -মিথেন
- প্রোটিন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় -অ্যামাইনো এসিড
- মোটর গাড়ির হেডলাইটে উত্তাল দরপণ ব্যবহার করা হয়
- লোহিত কনিকা ধংস হয় প্লীহাতে।
- তিতাস গ্যাসে অ্যামোনিয়া আছে।
- ৪২৩. হাইপ্যাথোলামের কাজ হল দেহের তাপ নিয়ন্ত্রন করা। স্বংকীয় স্নয়োকেন্দ্ররূপে কাজ করা, ঘুম, ভালোবাসা, ঘৃনা ইত্যাদি অনুভূতি হিসেবে কাজ করা।

CamScanner

- রেটিনা হচ্ছে একমাত্র চোখের আলোকসংবেদী অংশ।
- টাইফয়েড ব্যাকটেরিয়া জনিত রোগ।
- ইনশুলিন হচ্ছে একটি এমাইনো এসিড।
- ফল পাকানোর হরমন হলো ইথিলিন।
- লেজার রশ্মি আবিস্কার করেন- মাইম্যান ১৯৬০ সালে।
- দূরত্ব ও সবচেয়ে বড় একক হল- পারসেক।
- এলুমোনিয়াম হলো অচুম্বোক পদার্থ।
- তাপ ইঞ্জিন তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রুপান্তর করে।
- ইউরিয়া সার থেকে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহন করে।
- ভিটামিন ই এর সবথেকে ভাল উৎস ভোজন তেল।
- অধরা কনার অস্তিত্ব আবিস্কারের নেতৃত্ব দেন যুক্তরাষ্টের প্রিস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশী বিজ্ঞানী এম. জাহিদ হাসান তার গ্রামের বাড়ি গাজীপুর জেলার শ্রীপুরে।
- মঙ্গল গ্রহের দুইটি উপগ্রহ- ফোবাস ও ডিমোস।
- নেপচুনের দুইটি উপগ্রহ- ট্রাইটান ও নেরাইড।
- ক্যালসিয়ামের প্রধান উৎস- দুধ।
- সবচেয়ে মূল্যবান ধাতু- প্লাটিনাম। সবচেয়ে মূল্যবান পদার্থ- হীরা।
- প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় খাদ্যের ক্ষুদ্রতম একক্ ̇ এমো------
- ফুসফুসের আবরনকে বলা হয়- প্লিউরা/ ঢ়ষবঁৎধ.
- পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির শরীরে অসরহরড় অপরফ থাকে-২০টি ।
- মানুষের মুখের কর্তন দন্ত- ৪টি।
- চোখের রং নিয়ন্ত্রনকারী পদার্থ- মেলানিন।
- চোখের রং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রন করে ̇ ডি এন এ
- থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
- সবচেয়ে সক্রিয় ধাতু হচ্ছে - পটাশিয়াম।
- আমিষ /প্রোটিন বেশি -মসুর ডালে।
- তাপ পরিবহন পদ্ধতিতে তাপ সঞ্চালন বেশি কঠিন হয়।
- তাপ পরিচালন ঘটে তরল পদার্থের মাধ্যমে।
- তাপ বিকিরন ঘটে বায়বীয় বা শূন্য মাধ্যমে।
- দিন-রাত সমান থাকে- ২১ মার্চ ও ২৩ সেপ্টম্বর।
- ১ হর্সপাওয়ার= ৭৪৬ ওয়াট।
- পৃথীবীর কেন্দ্রে বস্তুর ওজন শূন্য,মেরু অন্ঞ্চলে সব থেকে বেশী

CamScanner

- রক্তশূন্যতা দেখা দেয় আয়রনের অভাবে
- প্রিজনে প্রতিত আলো প্রতিসারিত হয়
- ইনসুলিন আবিষ্কৃত হয় ➡১৯২২ সালে জার্মানিতে।
- শ্রবন ছাড়াও কানের অন্যত্তম কাজ হল দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- দেহের মাঝে রক্ত জমাট বাধে না রক্তে হেপারিন থাকার কারণে।
- লিগামেন্টের মাধ্যমে পেশিগুলো অস্থির সাথে লেগে থাকে।
- আয়নার পিছনে পারদ/মার্কারি ও সিল্ভারের প্রোলেপ থাকে।
- ফরমালিন হল ফরম্যালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণ।
- গ্যাল্ভানাইজিংয়ে ব্যবহৃত হয় ➡ কপার, জিঙ্ক ও দস্তা।
- কচুতে ক্যালসিয়াম অক্সালেট থাকার কারণে কচু খেলা গলা চুলকায়।
- সবচেয়ে ভারী মৌলিক গ্যাস ➡ র‍্যাডন।
- সোনা ও নিকেল মৌলিক পদার্থ, বায়ু মিশ্র পদার্থ।
- সিলিকন, জার্মেনিয়াম, আর্সেনাইড ও ইনডিয়াম সেমিকন্ডাক্টর।
- জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ➡ লুই পাস্তুর।
- যক্ষা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করেন ➡ রবার্ট কচ।
- স্বর্ণের খনির জন্য বিখ্যাত দক্ষিন আফ্রিকার জোহানেসবার্গ।
- খাবার লবনের মূল উপাদান – সোডিয়াম ক্লোরাইড।
- কস্টিক সোডার মূল উপদান – সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড।
- সোডা অংশের মূল উপদান – সোডিয়াম কার্বনেট।
- রক্ত জমাট বাঁধতে সাহায্য করে অনুচক্র বা প্লাটিলেট।
- স্বর্ণের খাদ বের করা হয় নাইট্রিক এসিড বের করে।
- কিউলেক্স ফাইলেরিয়া, অ্যানাফিলিস ম্যালেরিয়া রোগ ছোড়ায়।
- বায়ুমন্ডলে ওজনের পরিমাণ ০.০০১%
- চর্মরোগের জন্য দায়ী ভিটামিন সি।
- হাটুতে কান থাকে ফড়িং এর
- আমলকি এমাইনো এলিও, আঙ্গুর টারটারিক এসিড , স্বর্ণের খাদ - নাইট্রিক এসিড, কমলা লেবুতে অ্যাসকার্কি এসিড থাকে।
- বিষুবীয় অঞ্চলে সারা বছর দিন রাত সমান থাকে।

CS CamScanner

- পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহে রক্তের পরিমাণ ৫-৬ লিটার
- মাছ, ব্যাঙ, সাপ, সরীসৃপ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণি।
- পাস্তুরাইজেশনের মাধ্যমে দুধকে জীবানুমুক্ত করা হয়।
- অস্থি ও দন্ত তৈরীতে সাহায্য করে ভিটামিন ডি।
- পেনিসিলিন ওষুধ তৈরি করে ভিটামিন সি।
- সূর্য হতে পৃথিবীতে তাপ আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে।
- বিপাকীয় ক্ষতির বর্জ্য অপসারণ প্রক্রিয়াকে বলে রেচন
- লোকশূন্য ঘরে শব্দের শোষণ কম হয়।
- সহসা দরজা খুলতে চাইলে দরজার কবজার বিপরীত প্রান্তে বল প্রয়োগ করা উচিত।
- একজন মানুষ দাঁড়ানো অবস্থায় পৃথিবীকে সবচেয়ে কম চাপ দেয়।
- বিদ্যুৎ প্রবাহের একক : এম্পিয়ার।
- ভূ-ত্বকের গভীরতা : ১৬ কিমি।
- পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির ফুসফুসের বায়ু ধারণ ক্ষমতা : ৩ লিটার।
- আগ্নেয়গিরি প্রধানত : ৩ প্রকার।
- সৌরকোষে ব্যবহৃত হয় : ক্যাডমিয়াম।
- ধানের বাদামী রোগ হয় : ছত্রাক দ্বারা।
- মানুষ কর্ডাটা পর্বের অন্তর্ভুক্ত।
- মঙ্গল গ্রহে প্রেরিত নভোযান : ভাইকিং।
- কুকুরের মুখে দাঁতের সংখ্যা : ৪৪টি
- কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে অত্যধিক চাপে তরল করে সোডা ওয়াটার তৈরি করা হয়।
- ক্যাটল ফিস ও স্কুইড নামক প্রাণীর তিনটি হৃদপিণ্ড।
- পানিতে দ্রবীভূত হয়না : ক্যালসিয়াম কার্বনেট।
- চর্মরোগের সৃষ্টি করে - আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মি।
- ইনসুলিন এক ধরনের : হরমোন।
- পেট্রোল পানির তুলনায় হালকা। তাই মেশানো যায়না।
- ভিটামিন 'বি' এর অভাবে ঠোঁট ও জিহ্বায় ঘা হয়।
- রডিও আবিস্কার করেন-জি মারকুনি।
- টলিভিশন আবিস্কার করেন-লর্জি বেয়ার্ড।
- মৌলিক বর্ন ৩ টি ̇ লাল, সবুজ, নীল।

CS CamScanner

- সোনা পানির তুলনায় ১৯.৩ গুন ভারী।
- ভিটামিন কে ক্ষত স্থান থেকে রক্ত পরা বন্ধ করে।
- দুধকে টক করে- ব্যাক্টরিয়া।
- ধানের বাদামি রোগ হয় -ছত্রাক দ্বারা।
- সাডিয়াম ও পটাশিয়াম হল অ্যাকলি মেটাল।
- তারের ব্যসার্ধ, ছোট দৈর্ঘ্য ইত্যাদি পরিমাপ করার যন্ত্র হলো-স্ক্রুগজ
- আলো তাড়িত চৌম্বক তরঙ্গ।
- জীব ও জড়ের মধ্যে সংযোগকারী হলো ভাইরাস।
- এঙ্গল গ্রহের দুটি উপগ্রহ- ফোবস ও ডিমোস।
- সোডিয়াম ও পটাশিয়াম ধাতু পানি অপেক্ষা হালকা।
- লাল পিপড়া কামড়ালে জ্বলে কারণ পিপড়াতে ফরমিক এসিড থাকে।
- ফসফরাসের অভাবে গাছের পাতা ফুল ফল ঝড়ে যায়।
- ভয় পেলে গায়ের লোম খাড়া হয় অ্যাডরেনালিন হরমোনের জন্য।
- রেনিন নামক জারক রস পাকস্থলীতে দুগ্ধ জমাট বাঁধায়।
- হিলিয়াম গ্যাসে আটটি ইলেকট্রন নেই।
- লবনের রাসায়নিক নাম- সোডিয়াম ক্লোরাইড
- হাইপো এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম থায়োসালফেট
- পৃথিবীর ব্যাস- ১২৬৬৭ কি.মি.।
- মহাকর্ষ শক্তি খুব বেশী, তাই কৃষ্ণগহ্বর থেকে কোন আলো আসেনা।
- রেডিয়ানকে ষটমূলক পদ্ধতিতে ডিগ্রীতে রুপান্তরিত করলে ১৮ ডিগ্রী হবে।
- ভিটামিন বি/ থিয়ামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।
- ক্রিটেসাস যুগে পৃথিবীতে মানুষের অবির্ভাব ঘটে।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কি.মি.।
- নাইট্রোজেন –৭৮.০৮%
- অক্সিজেন –২০.৯৪%
- আরগন—০.৯৪%
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড—০.০৩%
- নিয়ন—০.০০১৮%
- হিলিয়াম --০.০০০৫%
- ওজন--০.০০০৫%
- মিথেন—০.০০০০২%

CS CamScanner

- আলোর গতিবেগ : ১,৮৬,০০০ মাইল/সেকেন্ড বা ৩ x ১০^৮ মিটার।
- হেক্টও ক্ষেত্রফলের একক। ক্ষমতার একক ওয়াট।
- তেলাপোকার রক্তের রং বর্নহীন।
- বলের একক নিউটন। কাজের একক- জুল।
- পরম শূর্ন তাপমাত্রায় গ্যাসের আয়তন শূন্য।
- সেলসিয়াস স্কেলে বরফের গলঙ্ক- 0.c
- কাপড় কাচা সোডার রাসায়নিক নাম- No_2CO3
- ভিটামিন সি এর রাসায়নিক নাম- No_2Co3
- বাস্পীয় ইঞ্জিন আবিস্কও করে- জেমস ওয়াট।
- লাফিং গ্যাস হল N_2O (নাইট্রাস অক্সাইড)
- রোগ নির্নয় ও চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়- শব্দোত্তর তরঙ্গ।
- অক্সিজেন ৮টি , লিথিয়াম ৪টি, থিলিয়াম-২টি নিউট্রন।
- ইষ্ট এক প্রকারের ছত্রাক, ডিপথেরিয়া ব্যকটেরিয়া।
- রং তৈরিতে- গরান, নিউজপিন্ট ও দিয়াশলাইট তৈরিতে গেওয়া, পেনসিল তৈরিতে ধন্ধুল কাঠ ব্যবহৃত হয়।
- CFC গ্যাসের ট্রেড নাম- ফ্রিয়ন
- নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ -সরিষার খৈল একটি জৈব্য সার।
- মৎস সম্পর্কিত বিদ্যা হল- ইকথিওলজি।
- কীটপতঙ্গ বিষয়ক বিদ্যাকে বলে -এন্টোমোলজি।
- বৃক্ষ সম্পর্কীয় বিদ্যাকে বলে- ডেনড্রোলজি।
- মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কিত বিদ্যা- অ্যানথ্রোপলজি।
- তাপ প্রয়োগে সব থেকে বেশি প্রসারিত হয়- বায়ুবীয় পদার্থে।
- তাপ, কাজ ও শক্তির একক - জুল।
- বৃত্তের পরিধির যে কোন অংশকে চাপ বলে।
- মানবদেহের সবচেয়ে লম্বা অস্থি হচ্ছে- ফিমার।
- চৌম্বক পদার্থ হল- লোহা, নিকেল,কোবাল্ট,ম্যাঙ্গানিজ।
- GIZ আন্তর্জাতিক শিল্প উদ্যোগ- ১৯৭৫,জার্মানি।
- মানবদেহের অত্যাবশকীয় এ্যামিনো এসিড-ফিনাইল এলানিন
- রেল ইঞ্জিনের আবিষ্কারক-স্টিফেনসন
- সৌর শক্তি ব্যবহৃত হয়-সিলিকনে

CamScanner

- কলের পানিতে ক্লোরিন নামক রাসায়নিক উপাদান থাকে
- মানুষের শরীরে রক্ত কণিকা আছে-তিন ধরনের
- জেনেটিক কোডের আবিষ্কারক-ড. খোরানা
- বসতবাড়িতে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎের ফ্রিকোয়েন্সি-৫০হার্জ
- জৈব অম্ল-এসিটিক এসিড
- এন্টোবায়েটিকের কাজ হল-জীবাণু ধ্বংস করা
- যার বাসস্হান নেই-অনিকেতন হর্স পাওয়ার হল-ক্ষমতা পরিমাপের একক
- সাবানকে শক্ত করে-সোডিয়াম সিলিকেট
- বায়ুর আদ্রতা পরিমাপের যন্ত্র-হাইগ্রোমিটার
- সর্বাপেক্ষা ছোট তরঙ্গের বিকিরণ-গামা রশ্মি
- জীবদেহের অতিরিক্ত গ্লুকোজ থাকে-যকৃত এ
- পৃথিবী একটি চুম্বক-প্রথম বলেন-গিলবার্ট
- চাঁদ দিগেন্তর কাছে বড় দেখায়-বায়ুদন্ডলের প্রতিসরণে
- বিজ্ঞানীরা ইবোলা ভাইরাস আবিষ্কার করে-১৯৭৬ সালে
- খেসারি ডালের সাথে ল্যামারিজম রোগের সম্পর্ক আছে
- ব্রোমিন একটি অধাতু যা সাধারন তাপমাত্রায় তরল থাকে
- মধ্যাকর্ষণ ত্বরণ ৯ গুন বাড়লে সরলগোলকের দোলনকাল ৩ গুন কমবে
- সমটান দৈর্ঘ্য দ্বিগুন বৃদ্ধি পেলে কম্পনাঙ্ক অর্ধেক হবে
- রিমোট সেন্সিং বা দূর অনুধাবন কলতে বোঝায়-উপগ্রহের সাহায্যে দূর থেকে ভূ-মন্ডলের অবলোকন
- বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সবথেকে বেশী-রুপার
- গাড়ীর ব্যাটারিতে ব্যবহৃত হয়-সালফিউরিক এসিড
- একটি পন্ঞ্চভূজের সমষ্টি-ছয় সমকোণ/৫৪০ ডিগ্রি
- কোলেস্টেরল একটি অসম্পৃক্ত এলকোহল
- পেট্রোল ইন্জিন সফলতার সাথে চালু করেন-ড. অটো
- রংধনুর সাত রঙের মধ্যম রঙ-সবুজ
- তাপ সন্ঞ্চালনের দ্রুততম প্রক্রিয়া-বিকিরণ
- অ্যালটিমিটার-উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র

CS CamScanner

- মিউকর একটি ছত্রাক
- আল্টাসনিক শব্দ হলো –যেই শব্দ কোনো কোনো জীবজন্তু শুনতে পায়
- দক্ষিণ গোলার্ধ ও সূর্যের মধ্যে বেশি দূরত্ব-২১ জুন
- ভিটামিন – বি এর অভাবে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়
- বায়ুর আদ্রতা পরিমাপক যন্ত্র হল হাইগ্রোমিটার।
- বিজ্ঞানী আর্কিমিডিস হলেন গ্রিসের সিসিলির নাগরিক
- বিদ্যুত প্রবাহ নির্নয়ের যন্ত্র – অ্যামিটার
- ভোল্টমিটার হলো বিভোব পার্থক্য পরিমাপের যন্ত্র
- গ্যালভানোমিটার হলো ক্ষুদ্র মাপের বিদ্যুৎ প্রবাহের অস্থিত্ব নির্নয়ের যন্ত্র
- লেবুতে সাইট্রিক ও দুধে ল্যাকটিক এসিড থাকে
- বাতাসে শব্দের গতি ঘন্টায় ৭৫৭ মাইল।
- বায়ুতে 0°C তাপমাত্রায় শব্দের গতিবেগ ৩৩২ মি./সেকেন্ড।
- শূণ্য মাধ্যমে তাপ সঞ্চালিত হয় বিকিরণ পদ্ধতিতে।
- শব্দের তীক্ষ্ণতা নির্নের একক ডেসিবল।
- পারমানবিক বোমার অং।বিস্কারক – ওপেন হেইমার।
- প্লাটিপাস স্তন্যপায়ী প্রাণী হয়েও ডিম দেয়।
- ফারেনহাইট স্কেলে পানির স্ফুটানাঙ্ক – ২১২ ডিগ্রী ফারেনহাইট।
- মানুষের গায়ের রং নির্ভর করে মেলানিনের উপর।
- উত্তর গোলার্ধে সবচেয়ে ছোট দিন/ বড় রাত ২২ ডিসেম্বর।
- কাজ ও শক্তির একক হল জুল। বৈদ্যুতিক ক্ষমতার একক ওয়াট। বলের একক নিউটন।
- তরল পদার্থের ঘনত্ব মাপার যন্ত্র – হাইড্রোমিটার।
- দিয়াশেলাই কাঠির মাথায় থাকে লোহিত ফসফরাস।
- জলজ শামুক ও ঝিনুকের খোলস ক্যালসিয়াম কার্বনেট দিয়ে তৈরী।
- ফলের মিষ্টি গন্ধের জন্য দায়ী এস্টার।
- কাগজের প্রধান রাসায়নিক উপাদান হল - সেলুলোজ।
- ভূপৃষ্টে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় অ্যালুমিনিয়াম।
- মানুষের লালা রসে টায়ালিন নালে শর্করা এনজাইম থাকে।

CS CamScanner

- পাচাক রসে পেপলিন, অগ্নাশয় রসে ট্রিপলি এবং আন্ত্রিক রসে এমাইলেজ থাকে।
- রক্ত শূন্যতার অপর নাম অ্যানিমিয়া। শকট অর্থ গাড়ি।
- নিউকোমিয়া হলো শ্বেত রক্ত কোষের অনিয়ন্ত্রিত অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।
- বৈশিষ্ট নিয়ন্ত্রনকারী উপাদান হলো ক্রোমোজোম।
- রুপান্তিরিত কান্ড - পিয়াজ।
- ভিটামিন B2 এর অভাবে মুখে ও জিহ্বায় ঘা হয়।
- বস্তুর ভরের কোন পরিবর্তন হয় না।
- ২৬ সে.মি এর বেশি তাপমাত্রা হলে সাগরপৃষ্ঠে ঘুর্নিঝড় হয়।
- ফোটগ্রাফিক ফ্ল্যাশ লাইটে জেনন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।
- ভিটামিন ডি এর অভাবে –রিকেটস রোগ হয়
- ভিটামিন বি-১ এর অভাবে বেরি বেরি রোগ হয়
- বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি ও হিটারে –নাইক্রোম তার ব্যভার হয়
- সর্বাপেক্ষা মূল্যবান ধাতু প্লাটিনাম
- হাঁস মুরগী পালন ও পাখি পালন বিদ্যাকে – এভিকালচার।
- পঁচা ডিমের গন্ধের জন্য দায়ী – হাইড্রোজেন সালফাইড ।
- ডায়াস্টোল বলতে হৃৎপিন্ডের প্রসারন ।
- একটি বন্ধ ঘরে একটি ফ্রিজ চালু করে দরজা খুলে রাখলে ঘরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে ।
- তাপ প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি প্রসারিত হয় – কঠিন পদার্থ ।
- হ্যালির ধুমকেতু দেখা যাই ৭৬ বছর পর । সর্বশেষ – ১৯৮৬ ।
- মাতৃদুগ্ধে সাইট্রিক এসিড বিদ্যমান ।
- সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮.১৯ সেকেন্ড বা ৮.৩২ মিনিট ।

CS CamScanner

ইংরেজি

- Jngle - ঝনঝন ধ্বনি
- Ticks - ঘড়ির টিকটিক শব্দ।
- Rustle- মর্মর ধ্বনি
- Potters - চড়চড় ধ্বনি বা বৃষ্টি পড়ার শব্দ
- ১৭৫৫ সালে Dr.Samuel Jonson, English Dictionary রচনা করেন তিনি একজন Age of sensibility এর কবা ছিলেন।
- সাহিত্য ১ম নোবেল পুরস্কার পান ফ্রান্সের RFA shally
- weep---কান্না,
- Myopie-ক্ষীন দৃষ্টি ,, short sighted
- Sin and punishment হচ্ছে The Ancient Macines
- Bustle=ছুটাছুটি করা
- Trivial -সামান্য, তুচ্ছ,নগণ্য -unimportant
- Caure to be effective -অকার্যকর হওয়া
- Apprehend-গ্রেপ্তার করা
- Raciprocity/sacrifice -পারস্পারিক সাহায্য
- Antiquated -সেকালে outdated -পুরাতন
- রোমান সংখ্যা, M=1000, D=500,C=100,L=50, X=10,V=5
- Subjuice-বিচারাধীন Under judicial consideration
- গীরব অর্থে- সাধারণত The Pride of ব্যবহার হবে।
- যে সবকিছু খায় তাকে Omnivorous বলে।
- Proclair – Declare
- A parson leve his/her country to settle other country – Emigrant.
- Succumb- মারা যাওয়া।
- Treasure Island Written by – Stevenson.
- Impertinent – অপ্রাসঙ্গিক , Dormant- সুপ্ত।
- Flora means – plants of a qartiealor area.
- Little hope means – There is no hope.

CamScanner

- Nuptial related to –Marriage
- Tertiary – third in order
- Succumb means – Submit
- He is all but ruined – He is nearly ruined
- To embrace a habit- To eagerly engage in it.
- Kim was writer by Kipling
- Take a back- To be surprised.
- Deceive- প্রতরনা।
- Elegy- Poem of lamentation.
- Ben Janson introduced – comedy of humour
- A cliché is a – A worm out statement.
- A person in charge of a museum- Curator
- Verb of cool is Chill.
- Sound made by a goat- Bleating.
- Sound made by an owl- Hooting.
- Sound made by a bird- cooing.
- Pragmatic means –practical.
- En-route- On the way.
- Blasphemy means- Lack of respect to God and religion.
- Envoy means- Ambassador.
- Present progressive is called present continuous.
- Fars এক ধরনের সাহিত্য কর্ম যেখানে কোন সামাজিক অসঙ্গতিকে বিদ্রুপ করা হয়।
- Menace-ভীতি প্রদর্শন করা
- The Social Contract- Jean-Jacques Rousseau
- Pivotal-খুবই গুরুত্বপূর্ণ Trendy-হালের ফ্যাশন
- Momentum Theory-খেলাধুলার সাথে জড়িত

CamScanner

- Statuesque means-Existing State of Officers
  Disdain/Scorn-ঘৃণা
- Sometimes-মাঝে মাঝে Sometime-একদা Some Time-কিছু সময়
- Interfere(With)-ব্যক্তির সাথে
- Interfere (In)-বস্তুর সাথে
- Pledged-প্রতিশ্রুতি দেওয়া কোন কিছুতে
- Hoard-সংগ্রহ
- Primafice -At The First Sight
- Corpus-A Collection Of Written Texts
- Renaissance-Reveal Of Learning
- Disparity-অলসতা,Pessimism-হতাশাবাদ
- Scatter-চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া, Striking-আকর্ষণীয়
- Recalcitrant- অবাধ্য Obdurate-একগুয়ে
- Narcissism -আত্ম-রতি, - Self Love।
- Corpus Means ➡ A collection of written texts।
- আভরন শব্দের অর্থ ➡ অলংকার।Jovial ➡ প্রফুল্ল ,Gay
- Resentment ➡ বিরক্তিবোধ।
- Viral - শব্দের অর্থ – পুরুষোচিত।
- Reimburse – ফেরত দেয়া বা Refund.
- A person who collects and studies of postage stamps- Philatelist
- Philanthropist – A person who donates money to good earns or otherwise helps other.
- Philogist – A person who studies of the structure, historical development and relationships of the longwage or long wages
- First English Novel Pamela – Samuel Richards
- Ferarie Queene is an Epic of spensor.
- Down to earth – Realistic- বাস্তাবিক
- A Baker's Dozen : Thirteen

CamScanner

- Omniscient-One who knows Everything
- Omnipotent-One who is all-Powerful.
- Omnivorous-One who eats everything
- Beyond Rigorous –Incorrigible - অশোধনীয়।
- Happen to meet- Come Across.
- Right and Left-me-Everywhere
- Synopsis- সারাংশ Lunatic-Crazy/Ridiculaes
- Dog-Bark, Horse-Neigh
- Imbecility নিবুদ্ধিতা, শারিরীক বা মানসিক দুবলর্তা
- Madame Bovary written by- Gustave Flaibert
- Tremor, Shake- নাড়ানো/ ঝাকানো
- Eccentric, Abnormal- অস্বাভাবিক
- Vanity Fair is the novel by William Thakery
- Pilferage, Stealing-চুরি করা
- A person who was before another person- Predecessor
- ঞৎরাধষ-তুচ্ছ/অনর্থক, Valiant-mvnmx
- Deformed-বিকৃত/অস্বাভাবিক
- Hydrophobia- জলাতঙ্ক
- Persuade- প্ররোচিত করা, উরংঁধফব- বিশ্বাস করা
- The worth of Achilles – Iliad
- The caucasion chalk circle- German……bujha jai ni
- Ablaze, Burning-জ্বলন্ত
- Discription of a disagreeable thing by an agreeable name –Eupherism
- Pediatric: Related with children. 120. Menacing : ভয় প্রদর্শনকারী।
- শব্দের শেষে Y থাকলে এবং তার আগে vowel থাকলে S যুক্ত করে plural করতে হয়। যেমন : Boys, Toys.
- Urbane : সভ্য, ভদ্র।

CamScanner

- Gail : আনন্দের সাথে। Cacophony : বেসুরো গলা।
- Charlatan- ভন্ড/প্রতারক
- Imposter- হাতুড়ে ডাক্তার Bizarre – অদ্ভুত Linguist- বহুভাষাবিদ।
- Confiscated-বাজেয়াপ্ত করা, Strained- কড়া Anthropology- the study of man kind
- Archaeology – The study of ancient science
- Ethnology- The study of comparison of human race
- Monarchy – রাজতন্ত্র Govern by a monarch
- Plutocracy ধনিকতন্ত্র, Govern by the wealthy
- Oligarchy- গোষ্ঠি শাসন, State in which the few govern the many
- Autocracy- স্বৈরতন্ত্র. Government by a simple person
- Gave(subject) the cold shoulder- উপেক্ষা করা
- passed himself off- মিথ্যা পরিচয় দেওয়া
- Lost heart – Become discourage
- Backstairs influence- Secret and unfair interfere
- A pire of blue eyes is novel by Tomas hardy
- In a body means- Together
- Organization of American states(OSA)-1948 সালে
- Organization of African Unity(OAO)-1963 সালে
- যে verb এর পর কর্ম(Object) থাকে তাকে transitive verb বলে। যে verb এর পর কোন object থাকে না তাকে intransitive verb বলে
- Penultimate – সর্বশেষটির পূর্বেরটি।
- Heptagon mean- Seven side
- Resentment – রাগ, বিরক্তি বোধ।Expunge- মুছেফেলা।
- Gypsies – যাযাবর Are always on move
- wode to west wind- poem by P.B shelly.
- I wonder lonely as cloud- poem by Wordsworth
- Ode to autumn- is poem by Jone keates.
- Queer-বিচিত্র Mischievous-দুষ্ট Indifference- অযত্ন, গতানুগতিক
- Incite-উদ্দীপ্ত করা, উৎসাহিত করা
- Limpid-নির্মল Repulse-তাড়িয়ে দেওয়া

CamScanner

- Rigid শব্দের অর্থ-অনমনীয় বেসাতি শব্দের অর্থ-কেনাবেচা
- Stagflation-অর্থনৈতিক মন্দা Stanch-
- Euphemism-মধুর ভাষণ কোবাল্ট চৌম্বক পদার্থ
- Delude অর্থ প্রতারিত করা Queer-অদ্ভুত,
- Big Bug-Important Person
- uccumb-দাখিল করা/submit
- Sporadic-বিক্ষিপ্ত
- Latent-সুপ্ত/অর্ন্তনিহিত
- Dead Sea অবস্হিত-ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যে
- Hatwal Protein-এর কোড নেম-P-49
- Pronoun এর পূর্বে Article বসেনা ।
- Atheist – অবিশ্বাসী
- Da vainci code – Dan Brown.
- Plight – An unpleasant Condition
- Franchise – সুবিধা দেওয়া।
- Combat অর্থ যুদ্ধ/মারামারি।
- Too....to ব্যবহৃত হয় নেগেটিভ অর্থে, Enough... to ব্যবহৃত হয় পজিটিভ অর্থে।
- Divine comedy হল Dante Alighicri রচিত একটি Epic Poem.
- Hardly/Scarcely - কদাচিৎ, Tertiary - বিশ্ববিদ্যালয়
- Huckleberry হল আমেরিকান Mark Twain উপন্যাস।
- Delude অর্থ প্রতারিত করা Deceive -প্রতারিত করা
- Cunning শব্দের অর্থ চালাক
- Camouflage - ছদ্মবেশ
- call for - দাবি করা।
- posterity - ভবিষ্যৎ বংশধরগণ
- Allegorical - রুপক আকার বিশিষ্ট।
- sycophant - তোষামোদকারী Flatterer

CamScanner

- Flame - আগুনের শিখা/ Fire
- Insane অর্থ পাগল।
- obdurate / stubborn- একগুঁয়ে।
- Resentment /Anger - ক্ষোভ/রাগ।
- Harbinger - অগ্রদূত।
- Inane - অজ্ঞ/নির্বোধ।
- Eternal - শ্বাশত/চিরস্থায়ী।
- Prolific - ফলপ্রসূ -Adjective.
- Precious -দামি,মূল্যবান
- Agitate -বিরক্ত করা
- Truce -যুদ্ধ বিরতি। Repent-অনুশোচনা
- Stimulate -অনুপ্রানিত করা, Speculate -চিন্তা করা
- Give the order-Let the order be given
- Female of the horse –A stallion
- Six of one and half dozen of another- সামান্য পদার্থ
- Harday- খারাপ আবহাওয়া উপকার ,Handy-উপকার
- one of এর পরে noun/pronoun plural কিন্তু verb singular হয়
- Proclaim-আনুষ্ঠানিক ভাবে কোন কিছু ঘোষনা
- Noun এর সাথে ly যুক্ত করে Adjective করে- homely
- Lingua Franca –Common language
- In the nick of Time-In the appropriate time
- Pilgrim -পবিত্র স্থান/ Holy place
- Achilles was a Great Greek Fighter.
- Imbecile – দুর্বল / বোকা ।
- In Share market – Bearish – a falling price.
- Ad valorem – According to value.
- Haggard means – ক্লান্ত, worn out

CamScanner

- Helen of Troy was the wife of – Menelaus
- Gratis means – without making any payment.
- Etymology- শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস।

CamScanner